উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৫,২১৩.৩৬ (-৫৪.৩০)

নিফটি : ২৬,০২৭.৩০ (-১৯.৬৫)

আম্বানিদের বনতারায় মেসি

সোমবার দিল্লি সফর শেষ করে বার্সেলোনায় ফিরে যাওয়ার কথা ছিল লিওনেল মেসির। কিন্তু সেই সফর দীর্ঘায়িত করে আম্বানিদের বনতারায় গেলেন ফুটবল বিশ্বজয়ী।

আজ খসড়া তালিকা প্রকাশ

এসআইআর-এর খসড়া তালিকা প্রকাশ হচ্ছে মঙ্গলবার। কমিশনের মোবাইল অ্যাপ ও নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে তা যাচাই করে নিতে পারবেন ভোটাররা।

» ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১১°	২৭°	১১°	২৭°	১১°	২৪°	১১°

ধুরন্ধর রণবীর

» ৮

শিলিগুড়ি ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 16 December 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 207

যুবভারতীর তদন্ত কমিটি নিয়ে মামলা, গ্রেপ্তার ৫

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার দু'দিন পর আনুষ্ঠানিক অর্থে ধরপাকড় শুরু হল। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ওই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে পুলিশ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। যাঁরা মেসিকে দেখতে এসেছিলেন শনিবার। মেসির অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্থার কর্ণধার শতদ্রু দত্তের পর এই প্রথম আরও গ্রেপ্তারি। যদিও সেদিন যাঁরা মেসির সঙ্গে কার্যত সেঁটে ছিলেন বলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, তাঁদের কারও বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি।

ডিসানে নার্সিং পড়ে
ডিসানেই নার্স!
হ্যাঁ, তাই।
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri
(A Desun Hospital Initiative)

তবে ৬টি সংস্থার ৬ জনকে মঙ্গলবার ডেকে পাঠিয়েছে বিধাননগর দক্ষিণ থানা। ওই ৬ জনই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থায় কাজ করেন। এঁদের মধ্যে শতদ্রুর ম্যানেজারও রয়েছেন। ডেকে পাঠানোর তালিকায় কিন্তু প্রভাবশালী কারও নাম নেই। পুলিশের অবশ্য দাবি, শনিবারের বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী বাকিদের শনাক্তকরণ চলছে। তবে তৃণমূলের অন্দরে সোমবারও পরোক্ষে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করে সমালোচনা চলেছে।

মুখ খুলেছেন তৃণমূলের অভিনেতা সাংসদ দেবও। তাঁর কথায়, 'বাংলা যা পারেনি, অন্য রাজ্য সেটা করে দেখিয়েছে। রাজ্যের ভাবমূর্তি যে নষ্ট হয়েছে, এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই।' ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির বক্তব্য, 'কাদের জন্য মেসি বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন, নিরপেক্ষভাবে তার বিচার হওয়া উচিত।' বিধ্বস্ত যুবভারতীর ছবি পোস্ট করে তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী লিখেছেন, 'মেসির গায়ে গায়ে সবসময় লেগে থাকার দরকার ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও মেসিকে দেখতে পেলাম না। চূড়ান্ত অব্যবস্থা। যা হল তা বাংলার জন্য ভালো নয়। বিরোধীরা অস্ত্র পেয়ে গেল।'

বিরোধীদের অস্ত্র পাওয়ার প্রমাণ বিজেপির সর্বভারতীয় আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যর সমাজমাধ্যমে পোস্ট। ওই পোস্টে যাঁরা মেসিকে ঘিরে রেখেছিলেন, তাঁদের ছবি দিয়ে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

পায়ে পায়ে কারসাজি

ফুটবলের রাজপুত্র লিওনেল মেসির সঙ্গে খুদে ফুটবলাররা। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। সোমবার।

এনবিইউতে সেট-এ অনিয়ম

পরীক্ষার আগেই ফাঁস গোপন তথ্য

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকের নিয়োগ পরীক্ষায় আগেই নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। এবার কলেজ সার্ভিস কমিশন (সিএসসি)-এর স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট (সেট)-এ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রে বড়সড়ো অনিয়মের অভিযোগ উঠল। সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য সেট নেওয়া হয়। রবিবার রাজ্যজুড়ে সেই পরীক্ষা হয়েছে। অভিযোগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা গোপন তথ্য পরীক্ষার আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। তথ্য ফাঁস করেছেন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাস এবং পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কোঅর্ডিনেটর অরিন্দম বসাক। এমনকি ওই রাজনৈতিক গ্রুপে আলোচনা করেই কারা কারা ইনভিজিলেটর হবেন তা ঠিক করা হয়েছে। অনিয়মের কথা প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে শিক্ষা মহলে। অসৎ উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনামাফিক গোপন তথ্য ফাঁস করা হয়েছে বলেই অভিযোগ উঠেছে।

কোন ইনভিজিলেটর পরীক্ষাকেন্দ্রের কোন ঘরে দায়িত্বে থাকবেন, সংশ্লিষ্ট ঘরে কোন বিষয়ের এবং কোন রোল নম্বরের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবেন এই তথ্যগুলি অত্যন্ত গোপনীয় বলেই জানিয়েছেন সিএসসি'র আধিকারিকরা। শুক্রবারই সেইসব যাবতীয় তথ্য ওয়েবকুপার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ফাঁস করেছেন অরিন্দম। হোয়াটসঅ্যাপের যে কথোপকথন সামনে এসেছে তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন শিক্ষাবিদরা। কথোপকথনে দেখা যাচ্ছে, দিনকয়েক আগেই ওয়েবকুপার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি মেসেজ করেন ভাস্কর। কারা কারা সেট-এর ইনভিজিলেটর হতে ইচ্ছুক তাঁদের নাম জানতে চান তিনি। সেইমতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেকেই ইনভিজিলেটর হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেইমতো তালিকা তৈরি করে অরিন্দম গ্রুপে জানাবেন বলেও জানান ভাস্কর। অরিন্দম ইনভিজিলেটরদের লম্বা তালিকাও গ্রুপে পোস্ট করেন। কোন কোন সহযোগী কর্মীরা কোথায় দায়িত্বে থাকবেন তা-ও গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হয়। যেভাবে পরীক্ষার গোপনীয়তা নষ্ট করা হয়েছে তা শুনে হতবাক কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং সেট-এর জলপাইগুড়ি জেলার স্পেশাল অবজার্ভার দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথা, 'যেসব অভিযোগ উঠেছে তা ভয়ংকর। সেসব সত্য হলে পরীক্ষার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই।'

এরপর দশের পাতায়

নেপথ্যে সেটিং?

- ওয়েবকুপার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আলোচনা করেই ঠিক হয়েছে ইনভিজিলেটর
- সংশ্লিষ্ট ঘরে কোন বিষয়ের এবং কোন রোল নাম্বারের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবেন সব গোপন তথ্যই পরীক্ষার আগে গ্রুপে ফাঁস করা হয়েছে
- তথ্য ফাঁসে অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাস এবং পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কোঅর্ডিনেটর অরিন্দম বসাক

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

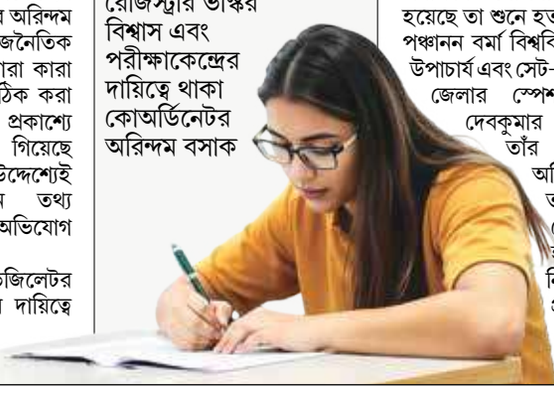

কথায় কথায়

চিকেন প্যাটিস বেচে ভয়ে মরছেন রিয়াজুলরা

আশিস ঘোষ

গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেই পারেন। কিন্তু ভুলেও চিকেন প্যাটিস খাবেন না। চিকেন প্যাটিস বেচতে গিয়ে রিয়াজুলের কপালে যে উত্তমমধ্যম জুটেছে, উপরি হিসেবে অকথ্য গালাগালি, কান ধরে ওঠবস- তাতে আমিষ বেচা আর খাওয়ার শখ বা সাহস কোনওটাই দেখাতে যাবেন না। সনাতনী বাহিনীর চোখে পড়লে রেহাই নেই।

লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ শুনে মনে ভক্তিভাবের বদলে যে গরিব বিধর্মীর জিনিসপত্র মাটিতে ফেলে বীরদর্পে হুংকার দেওয়ার মতো আক্রোশ জন্মাতে পারে, তা কে জানত? গীতার কোন অধ্যায়ে ভগবানের এমন নির্দেশ আছে, কে জানে! কেউ জানুক না জানুক, জানতে হয়েছে আরামবাগের নিরীহ প্যাটিস বিক্রেতাকে। এবং আমাদের। আমাদের এত গর্বের শহরটার যেটুকু সম্মান অবশিষ্ট, সেটুকুও যে প্যাটিসের সঙ্গে ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে, কে ভেবেছিল! কে ভেবেছিল ভরদুপুরে হিন্দু রাষ্ট্রের এমন ঝাঁকিদর্শন হয়ে যাবে ব্রিগেডে। যে ব্রিগেডে কত কত সমাবেশ দেখেছে কলকাতা। কত ইতিহাসের সাক্ষী এই ময়দান। সেই তালিকায় জুড়ে গেল ঘৃণার ছবিটাও।

তার থেকেও অবাক কাণ্ড, এই ঘটনায় গেরুয়া শিবিরের খোলাখুলি সমর্থন। কোনও লজ্জা বা সহানুভূতি নয়, যে তিন বীরপুংগব এই কাণ্ড ঘটালেন, তাঁদের ডেকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। খোদ বিরোধী নেতা তাঁদের গলায় উত্তরীয় ও মালা পরিয়ে বললেন, হিন্দুবীরদের অ্যারেস্ট করার মুখ্যমন্ত্রী কে? তারা কি জঙ্গি?

এরপর দশের পাতায়

নমামি গঙ্গে প্রকল্পে শিলিগুড়িও

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : কয়েক দশক আগের কথা। শিলিগুড়ি শহরের বুকে তখন কুলকুল শব্দে বয়ে চলত মহানন্দা। শোনা যায়, এই মহানন্দা ধরেই নাকি একসময় নৌকায় চেপে সোজা পৌঁছে যাওয়া যেত মালদায়। সেসব এখন অবশ্য শুধুই কল্পনা। দূষণ আর দখলে জর্জরিত নদীটি মৃতপ্রায়। প্রাণ ফেরাতে সরকারি চেষ্টা হয়নি, এমনটা নয়। প্রকল্পের পর প্রকল্পে টাকা বরাদ্দ হলেও তা খেয়েছে বারোভূতে। ফলে হাল ফেরেনি মহানন্দার।

দুর্নীতি রুখতে 'পাহারাদার' শংকর

কেন্দ্রের 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পে অবশ্য মহানন্দার পুনরুজ্জীবনের অপেক্ষায় শহরবাসী। কিন্তু আদৌ কাজ হবে তো, আবার দুর্নীতির ফাঁসে প্রাণ যাবে না তো মহানন্দার- এমন সব প্রশ্ন ভাসছে শহরজুড়ে। বিশেষ করে সংশয়ে রাজ্য সরকারের বিরোধীরা। কেউ বলছে, আগের দুর্নীতির টাকা ফেরানোর ব্যবস্থা করা হোক, তো কেউ আবার কড়া নজর রাখার দাওয়াই দিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পটির আওতায় রাজ্যের পাঁচটি শহর ঠাঁই পেয়েছে। তার মধ্যে শিলিগুড়িও রয়েছে। সরকারি সূত্রে খবর, এই প্রকল্পের আওতায় মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যানের কাজ ফের শুরু হতে চলেছে। মহানন্দার পাশাপাশি জোড়াপানি, মহিষমারি, সাহু, ফুলেশ্বরী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি এবং দূষণ রোধেও কাজ হবে। তার জন্য তৈরি হচ্ছে প্রকল্প রিপোর্ট। সব ঠিক থাকলে টাকা বরাদ্দ হতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'দীর্ঘদিনের দাবি ছিল শিলিগুড়িকে এই প্রকল্পে আনা হোক। সেটা অবশেষে মানা হয়েছে। নতুন কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সেই কমিটি শীঘ্রই বৈঠক করে আলোচনা করে কাজ শুরু করবে।'

বাম আমলে শুরু হওয়া গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যানের কাজে প্রায় ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি ধরা পড়ে ২০১৩ সালে। তার পরেই বরাদ্দ বন্ধ করে দেয় কেন্দ্র।

এরপর দশের পাতায়

দূষণে জর্জরিত মহানন্দা। হাল ফিরবে তো, প্রশ্ন শহরে।

এডিশন স্পেশাল

বন্ডি গণহত্যায় জড়িত বাবা-ছেলে

» সাতের পাতায়

শিক্ষা বিলে তপ্ত সংসদ

» সাতের পাতায়

আচার্য হওয়া হল না মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হওয়ার প্রস্তাবে জল পড়ে গেল। ওই সংক্রান্ত বিধানসভায় গৃহীত দুই সংশোধনী বিলে সম্মতি না দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে রাজভবন ও নবান্নের সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ওই দুটি বিল বিধানসভায় পেশ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিল।

ফলে আগের নিয়ম বহাল থাকায় রাজ্যপালই সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে থেকে গেলেন। রাষ্ট্রপতির এই অসম্মতি নিঃসন্দেহে রাজ্য সরকারের পক্ষে বড় ধাক্কা। যদিও খবরটি আসার পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রবিবার কোনও বিরূপ মন্তব্য করা হয়নি। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাষ্ট্রপতি ভবন বা রাজ্যপালের

বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল খারিজ রাষ্ট্রপতির

দপ্তর থেকে এনিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে কিছু জানানো হয়নি। সংবাদমাধ্যমের খবরের ওপর ভিত্তি করে কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না।'

রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল খারিজ হয়েছে বলে আমাদের কাছে সরকারিভাবে কোনও তথ্য আসেনি। আমি বিষয়টি সংবাদমাধ্যম মারফত জেনেছি। তবে এই প্রবণতা গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। এতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আঘাত করা হচ্ছে।' বিজেপির প্রদেশ সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য পালটা বলেন, 'সংখ্যার জোরে রাজ্য সরকার কোনও অনৈতিক বিল পাশ করলে তা খারিজ করার অধিকার রাষ্ট্রপতির রয়েছে। এই বিল অসাংবিধানিক বলেই রাষ্ট্রপতি মনে করেছেন।'

রাষ্ট্রপতির এই পদক্ষেপের প্রতিবাদে বিধানসভার শীতকালীন

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

৩৫ হাজারি চেয়ার নিয়ে বিপাকে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পাঠানো ৩৫ হাজারি চেয়ার নিয়ে বেজায় বিপাকে পড়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ কর্তৃপক্ষ। সাধারণ চেয়ারের থেকে নতুন চেয়ারগুলি আয়তনে বড়। ফলে মহকুমা পরিষদের অফিসে মিটিং রুম ও কনফারেন্স রুম মিলিয়ে যতগুলি চেয়ার বসানোর কথা ভাবা হয়েছিল, বাস্তবে তা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, কাঠের কিংবা প্লাস্টিকের চেয়ারের তুলনায় নতুন চেয়ারগুলি অনেকটা বেশি জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। আর এতেই সমস্য তৈরি হয়েছে। মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা এত দামি চেয়ার কেনার পিছনে কাটমানির অভিযোগ তুলছেন। যদিও চেয়ারগুলি জায়গামতোই বসানো হচ্ছে বলে দাবি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ সূত্রে খবর, সংস্কারের পর তৈরি মিটিং হলে প্রায় ৯৫টি নতুন চেয়ার বসানোর কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সেখানে ৬১টি চেয়ার বসানো সম্ভব হবে। এদিকে, কনফারেন্স রুমে ২৪টির বেশি নতুন চেয়ার বসানো সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বাকি চেয়ারগুলি কোথায় রাখা হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। যদিও মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'চেয়ারগুলি জায়গামতো বসানো হচ্ছে। সব চেয়ারই ব্যবহার করা সম্ভব হবে।'

- বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে ১৩৫টি চেয়ার মহকুমা পরিষদের অফিসে এসে পৌঁছায়
- মিটিং হলে প্রায় ৯৫টি নতুন চেয়ার বসানোর কথা ভাবা হয়েছিল
- কিন্তু বাস্তবে সেখানে ৬১টি চেয়ার বসানো সম্ভব হবে
- এক্ষেত্রে বাকি চেয়ারগুলি কোথায় রাখা হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না

গত বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে চারটি ট্রাকে করে ১৩৫টি চেয়ার মহকুমা পরিষদের অফিসে এসে পৌঁছায়। নতুন চেয়ারগুলির এক-একটির দাম ৩৫ হাজার টাকা করে। এছাড়া বেশ কয়েকটি এমন চেয়ারও রয়েছে, যেগুলির দাম ৪২ হাজার টাকা করে। পাশাপাশি ১০টি ডাইনিং টেবিল ও তার জন্য আলাদা চেয়ার পাঠানো হয়েছে। মহকুমা পরিষদ সূত্রে খবর, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাছ থেকে মহকুমা পরিষদ কর্তৃপক্ষ চেয়ারের বদলে টাকা চেয়েছিল। যা দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

১০০ দিনের কাজে রাম-নাম, ব্রাত্য গান্ধি

প্রথমে শোনা গিয়েছিল, মহাত্মা গান্ধি মুছে প্রকল্পের নামে জুড়বে 'পূজ্য বাপু'। কিন্তু প্রকল্পটির নতুন নাম হতে চলেছে 'বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল' সংক্ষেপে ভিবি জি রাম জি বিল।

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : মহাত্মা গান্ধির নামে কোপ। এমনকি গত কয়েকদিন শোনা গেলেও 'পূজ্য বাপু' শব্দবন্ধনীও আর থাকছে না। বরং জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনে রাম নামের ছোঁয়া থাকছে। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প বলেই ওই আইনটি প্রচলিত। সেই আইনের নামে বদল আনতে চলেছে কেন্দ্র। এতদিন নাম ছিল মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন। সোমবার লোকসভায় পেশের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে যে বিল, কেন্দ্র তার নামকরণ করেছে 'বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড জীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল, ২০২৫।' সংক্ষেপে ভিবি জি-রাম জি বিল।

যদিও ওই আইনে ১০০ দিনের বদলে গ্রামীণ মানুষের বছরে ১২৫ দিনের কাজের সংস্থান রাখা হয়েছে। কিন্তু আইনটির নাম বদলে রাজনীতির উত্তাপ ছুঁয়েছে। বিলটি লোকসভায় পেশের আগের দিনই বিতর্ক শুরু হয়েছে। জাতির জনকের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস, তৃণমূল সহ বিভিন্ন বিরোধী দল। মোদি সরকার বিলে কৌশলে রাম নাম যুক্ত করেছে বলে অভিযোগ করছে বিরোধীরা। বিজেপি অবশ্য বিলটিকে গ্রামীণ কর্মসংস্থানে 'সংস্কার' বলে দাবি করছে।

তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেন, 'মহাত্মা গান্ধির নাম পুরো মুছে ফেলছে মোদি সরকার। নতুন বিলে 'পূজ্য বাপু' নামও রাখা হচ্ছে না। সুকৌশলে রাম নাম উল্লেখ করা হয়েছে।' সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ভাষায়, 'এর মাধ্যমে আপনারা জাতির জনকের নাম মুছে দিতে চাইছেন।' কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধির প্রশ্ন, 'সরকার কেন মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ দিচ্ছে? তিনি সবচেয়ে বড় ভারতীয় নেতা। আমি বুঝতে পারছি না এর উদ্দেশ্য কী?'

এরপর দশের পাতায়

প্রকল্পের পাঁচালি

অংশীদারিত্ব : মনরেগার অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরির পুরো টাকা দিত কেন্দ্র। প্রস্তাবিত বিলে তা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে

মেয়াদ বৃদ্ধি
১০০ দিনের বদলে ১২৫ দিনের মজুরিযুক্ত কাজের নিশ্চয়তা

সাপ্তাহিক মজুরি : মনরেগায় মজুরি প্রদানের সময়সীমা ছিল ১৫ দিন, কিন্তু জি রাম জি বিল অনুযায়ী মজুরি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে

কৃষি মরশুমে বিরতি : কৃষিকাজে যখন শ্রমিকের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি থাকে সেসময় কর্মসংস্থান প্রকল্প ৬০ দিন বন্ধ থাকবে

স্মৃতিসৌধ নেই, আক্ষেপ ‘মুক্তিযোদ্ধার’

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৫ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরাট অবদান রয়েছে তাঁর। একসময় তাঁর পাঠানো গোপন তথ্য ও ছবির ওপর নির্ভর করেই পাক সেনার বিরুদ্ধে কৌশল ঠিক হত ভারতীয় সেনার। যদিও বর্তমানে বাংলাদেশের অরাজকতা দেখে আফসোস করেন তিনি। বলা হচ্ছে চালসার বাসিন্দা সোমনাথ চৌধুরীর কথা। ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক ‘বিজয় দিবস’ উপলক্ষ্যে সোমবার মেটেলিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ৮০ বছর বয়সি সেই মুক্তিযোদ্ধা যুবসমাজকে আহ্বান করলেন দেশসেবায় নিয়োজিত হতে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানের ৯০ হাজার সেনা। জন্ম হয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। এই উপলক্ষ্যে সোমবার দিনটি আলাদাভাবে পালন করলেন সোমনাথ। মেটেলি চা বাগানের মূর্তি ডিভিশনের সর্দি লাইনের ফুটবল মাঠে গিয়ে ভারতীয় সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে পুষ্প নিবেদন করেন তিনি। সেই মাঠেই ১৯৭১ সালে ছিল বিশাল সেনা শিবির। বাগানটি দুর্গম বলেই বাছা হয়েছিল, গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য। ভারতীয় সেনার কাছে প্রশিক্ষণ নিতে আসতেন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা। গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ছাড়াও সেখানে শেখানো হত গুপ্তচরবৃত্তি। অত্যন্ত গোপনে সেই শিবিরে তৈরি হয়েছেন হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। এখন সেখানে আছে একটি মাঠ। ইটের একটি বেদি পরে তৈরি হয়েছে। সেই বেদিতে ফুল দিয়ে সেনাবাহিনীর কায়দায় স্যালুট করে শ্রদ্ধা জানালেন সোমনাথ। তাঁর দাবি, ‘ইতিহাসে এই স্থানটির গুরুত্ব শুধু আমরাই জানি, যেটা সমগ্র দেশবাসীর জানা উচিত।’ সেখানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের দাবি তুলেছেন তিনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে সোমনাথ ছিলেন ঢাকায়। বন্দুক চালাতে জানলেও তিনি তুলে নেন ক্যামেরা। সেখানেই ইত্তেফাক উর্দু পত্রিকায় চিত্রসাংবাদিকের পেশা বেছে নেন তিনি। সেজন্য নিজের নাম পরিচয় বদলে নিতে হয়েছিল ছদ্মনাম, সমশের আলি। সেখানেই তিনি তৈরি করেন একটি সক্রিয় দল। পাক সেনার সমস্ত গতিবিধির ওপর নজর রাখতেন সোমনাথের আস্থাভাজন সহকর্মীরা। তাঁর সঠিক

মেটেলি চা বাগানের বেদিতে সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্যালুট সোমনাথ চৌধুরীর।

পরিকল্পনার জেরে নদিয়া জেলা লাগোয়া কুষ্টিয়া, ফরিদপুরের পাক সেনার তথ্য, ছবি হাতবদল হয়ে পৌঁছে যেত ভারতীয় সেনার কাছে। এই কাজে ঝুঁকি ছিল প্রচুর। ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, কিন্তু পৈতা খুলে লুকিয়ে রাখতেন মাদুলির ভেতরে। সোমবার মেটেলি বাগানে গিয়ে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি। বাংলার ‘জেমস বন্ড’ বলেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অবদান ছিল আমাদের, আমার ভাই মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার কাজ করত। খান সেনাদের থেকে তথ্য আদায়ের জন্য কথা বলতে হত উর্দুতে। পড়তে হত নমাজ।’

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর নিজের আসল পরিচয়ে ফিরে আসেন সোমনাথ। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর সোমনাথের পরিবার চলে আসে পশ্চিমবঙ্গে। প্রথমে কলকাতায় ছিলেন। পরে ডুয়ার্সের চালসায় পাকাপাকিভাবে থেকে যান তিনি। চালসা গোলাইয়ে চায়ের দোকান করে সংসার চালান। সোমনাথের ছেলে সুমন চৌধুরী বলেন, ‘আমার বাবার মতো প্রচুর মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়েছে। তবে কিছু ভারতবাসী দেশবিরোধী কার্যকলাপ করেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক।’

মেটেলির প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক জোশেফ মুন্ডা সোমনাথের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলেন, ‘সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ হলে এই বাগানের ইতিহাস দেশের বিভিন্ন প্রান্তের লোক জানতে পারবেন।’

খাদ্য সংগ্রহ গ্রে হর্নবিলের। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে সুশান্ত পালের তোলা ছবি। সোমবার।

গ্রেপ্তার ৪

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : রবিবার রায়গঞ্জ শহরের শক্তিনগর এলাকা থেকে ৫০ বোতল কাফ সিরাপ ও ৪০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন যমুনা পাসমান ওরফে দীনেশ, মুক্তা দাস ওরফে অরুণ, বিশাল দাস ও লক্ষ্মীচাঁদ সাউ।

সোমবার বিকেলে ধৃতদের উত্তর দিনাজপুর জেলা দায়রা দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে (অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্ট) তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।’

অ্যাফিডেভিট

আমি কায়েশ আলী, আমার নাম আমার কোনও ডকুমেন্টস এবং আমার ছেলে মেয়ের ডকুমেন্টসে ভুলবশত Md Kayesh Ali, Kayesh Ali রয়েছে যেখানে আমার অরিজিনাল name Kais Ali থাকায় আমি 1st Class Magistrate, D.S.R office, Sadar Malda-তে Affidavit Sl No 527 গত 8/11/2019 তারিখে করি এবং আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এই তিনটি নাম এক ব্যক্তিকেই বোঝায়। (C/119692)

কর্মখালি
আচার্য-আচার্যা নিয়োগ

আগামী ২১/১২/২০২৫, রবিবার সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে রায়গঞ্জ, সুদর্শনপুর, সারদা শিশুতীর্থে ইংরেজি, গণিত-বিজ্ঞান ও শিশুবাটিকা বিভাগের জন্য আচার্য-আচার্যা নিয়োগের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। যোগ্যতা ঃ ইংরেজি বিষয়ের জন্য B.Sc (Hons) তদূর্ধ্ব এবং শিশুবাটিকা বিভাগের জন্য ন্যূনতম H.S পাশ হতে হবে। এছাড়া সমস্ত প্রার্থীরই D.El.Ed/B.Ed প্রশিক্ষণ থাকা আবশ্যিক। যোগাযোগ ঃ ৯৬১ ৪২৩৮৭৫৭/৭০০১৭৯৪৬৬১/৮৯ ০৬৩৩২৭৯৫। (C/119693)

কিডনি চাই

O+ কিডনি দাতা চাই। সহৃদয় ব্যক্তিরা সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন বয়স ৩০-৪৫ এর মধ্যে। যোগাযোগ : 9093791940. (C/119688)

অ্যাফিডেভিট

আমি Akshay Kr. Pal. S/o Late Jalim Ch. Pal, Balasahapur, Po- Sahapur PS. Malda, Dist- Malda Pin - 732142 গত ১৫/১২/২০২৫-এ Notary Public মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে বর্তমানে আমি Vill- Altor. P.O.- Dohil P.S. Gazole, Dist- Malda, Pin- 732138 থেকে নিজের বাসস্থান পরিবর্তন করে Balasahapur, P.O. Sahapur, P.S. Malda Dist, Malda Pin 732142 বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছি। (C/119687)

●

আমি Md Nasim Akhtar পিতা ঃ মৌলভি নুর হুসেন। ধর্ম মুসলিম, ঠিকানা ঃ গ্রাম - কামারতুয়া, পোঃ জগদিসপুর, থানা ঃ ডালখোলা, পিন ঃ 733201, জেলা ঃ উত্তর দিনাজপুর (পঃবঃ)। গত 11/12/2025 তারিখে Ld. 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর-এর অ্যাফিডেভিট নং 11AC 223219 দ্বারা Nasim Akhtar হলাম। Md Nasim Akhtar এবং Nasim Akhtar একই ব্যক্তি (C/119708)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৯৩৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৯৩৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাথলেটিক্সে ১৫টি সোনা কোচবিহারের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৫ ডিসেম্বর : বয়সের বাধা তুচ্ছ করে ৪০তম স্টেট মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ১৫টি স্বর্ণপদক জিতলেন কোচবিহারের ১০ জন প্রতিযোগী। যার মধ্যে পুরুষরা ৬টি ও মহিলারা ৯টি সোনা জিতেছেন। ওই ১০ জনই আবার ১৫টি সোনার পাশাপাশি ৬টি রুপো ও ২টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। বয়স্ক ক্রীড়াবিদদের অভূতপূর্ব সাফল্যে জেলার ক্রীড়া মহলে খুশির জোয়ার। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেন, ‘আমরা প্রত্যেকের জন্য গর্বিত। এই বয়সে তাঁরা যে নজির সৃষ্টি করেছেন, তা আগামী প্রজন্মের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকবে।’

গত ১২ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ির সাই কমপ্লেক্সে তিনদিনব্যাপী স্টেট মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়। শেষ হয় ১৪ ডিসেম্বর, রবিবার। ওই প্রতিযোগিতায় গোটা রাজ্য থেকে প্রায় ৮৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। যার মধ্যে কোচবিহার জেলার মোট ১৫ জন প্রতিযোগী ছিলেন বলে জানান কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট মাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অশোক সরকার। তিনি নিজেও স্টেট মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের একজন প্রতিযোগী ছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমরা ১৫টি সোনা, ৬টি রুপো ও ২টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছি। সব মিলিয়ে পয়েন্টের বিচারে আমরা রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় হয়েছি। সত্যিই খুব ভালো লাগছে।’

মহিলাদের মধ্যে ১০০ ও ২০০ মিটার, লং জাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করে সোনার পদক পান স্বপ্না রায় বর্মা। তাঁর বয়স ৫৫ বছর। ৫০ বছরের কল্পনা বর্মন ১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৮০ মিটার হার্ডলসে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনটি সোনার পদক জয় করেছেন। ললিতা বর্মন যেমন অংশ নেন ১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে। ৩৫ বছর বয়সি ওই মহিলা তিনটি বিভাগেই প্রথম হয়ে সোনা জিতেছেন। ৫৫ বছর বয়সি তাপসী পাল ঘোষ ডিসকাস থ্রো ও লং জাম্পে দ্বিতীয় হয়ে দুটি রুপোর পদক পেয়েছেন। বীণাপাণি সাহা ২০০ মিটার ও ৮০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় হয়ে রুপো জিতেছেন। তাঁর বয়স ৬৫ বছর।

বুড়ো হাড়ে ভেলকি। পদক হাতে তিন অ্যাথলিট।

> আমরা প্রত্যেকের জন্য গর্বিত। এই বয়সে তাঁরা যে নজির সৃষ্টি করেছেন, তা আগামী প্রজন্মের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকবে।
>
> **সুব্রত দত্ত সচিব, কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা**

অপরদিকে, পুরুষদের মধ্যে ৩৫ বছর বয়সি অতুল বর্মন ১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনটি সোনার পদক জয় করেছেন। অরুণ সরকার ট্রিপল জাম্পে প্রথম হয়ে সোনা জিতেছেন। তাঁর বয়স ৫০ বছর। ৪০ বছরের মৃত্যুঞ্জয় রায় বীর জ্যাভলিন থ্রো ও ডিসকাস থ্রো-এ অংশ নিয়ে দুটি সোনার পদক পেয়েছেন। এছাড়া ৬৫ বছরের অশোক সরকার জ্যাভলিনে দ্বিতীয় হয়ে রুপো ও ডিসকাসে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। ৬০ বছর বয়সি প্রদীপ সরকার ডিসকাসে দ্বিতীয় হয়ে রুপো ও শটপাটে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছেন।

E-TENDER

Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for **Construction/ Repair/Up-gradation** of Rural Roads details of which are mentioned below, vide eNIT No. **WBSRDA/RR/11 of 2025-26 [2nd Call].**

Sl. No.	Name of the work	Amount put to Tender (₹)
1	Construction of CC Road Najrul Islam House To Rabin Mahato House Adibasipara (Length : 1.200 Km)	6198358

Details can be viewed in http://www.wbtenders.gov.in on & from 16.12.2025 at 10:00 Hours. Last date for e-submission stands 10.01.2026 upto 17.00 Hrs for the aforesaid eNIT.

Sd/- Executive Engineer & HPIU
WBSRDA, Uttar Dinajpur Division

বক্সায় সাফারিতে নয়া ৩টি গাড়ি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ ডিসেম্বর : বর্ষবরণ উৎসবের আগেই খুশির খবর পর্যটকদের জন্য। খুশি বক্সার পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল সাফারিতে আরও তিনটি নতুন গাড়ি যুক্ত হতে চলেছে। এই তিনটি গাড়িই থাকবে রাজাভাতখাওয়ায়। এই ২৫ ডিসেম্বরের আগেই পরিষেবা শুরু হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল সাফারি মূলত জয়ন্তী ও রাজাভাতখাওয়া থেকে হয়। তবে বেশিরভাগ সাফারি গাড়ি থাকে জয়ন্তীতে। রাজাভাতখাওয়ায় মাত্র একটি গাড়ি রয়েছে। রাজাভাতখাওয়ার বিভিন্ন হোমস্টেগুলোয় যে পর্যটকরা আসেন, তাঁদের নির্ভর করতে হয় জয়ন্তীর গাড়িগুলির ওপর। স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগ পর্যটক জয়ন্তীতে গিয়ে থাকতেই পছন্দ করেন। এবার তিনটি গাড়ি রাজাভাতখাওয়া থেকে চালু হলে সেই সমস্যা মিটবে। যাঁরা এই পরিষেবায় গাড়ি দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনুমতিপ্রাপ্ত এক গাড়ি মালিক নেত্রপ্রসাদ শর্মা বলেন, ‘গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর এই সপ্তাহে পাওয়া যাবে। তারপর সাফারিতে দেওয়া হবে।’ রাজাভাতখাওয়ার পর্যটন ব্যবসায়ী অপূর্ব ঘোষের আশা, নতুন গাড়ি চালু হলে পর্যটকদের ঢল নামবে।

সাফারির জন্য প্রস্তুত। বড়দিনের আগে চালুর সম্ভাবনা।

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৩.৪৫ শিবা, সন্ধে ৭.০০ সাথী, রাত ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা
জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ টক্কর, বিকেল ৪.০০ বৌমার বনবাস, রাত ১০.০০ পূজা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ছন্দপতন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রিফিউজি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪২ টয়লেট : এক প্রেম কথা, দুপুর ১.৩৭ কোই মিল গ্যয়া, বিকেল ৪.৫২ স্পাইডার
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.২০ হিম্মতওয়ালা, বিকেল ৩.৫০ দাগ দ্য ফায়ার, সন্ধে ৬.৫০ হঙ্গামা, রাত ১০.০০ অমর আকবর অ্যান্থনি
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : বেলা ১১.১২ নাম্বার ওয়ান দিলওয়ালা, দুপুর ২.০১ কৃষ্ণা বৃন্দা বিহারী, বিকেল ৪.৫০ বাদশাহ পহেলওয়ান, সন্ধে ৭.৫৫ এক সুনামি জোয়ালামুখী, রাত ১০.৩০ এক ভিলেন রিটার্নস
জি বলিউড : বেলা ১১.২৫ মেরা সজনা সাথ নিভানা, দুপুর ১.৪৭ রোটি কপড়া অওর মকান, বিকেল ৫.১৫ কোয়লা, রাত ১১.০১ কোহরাম

রোটি কপড়া অওর মকান
দুপুর ১.৪৭ জি বলিউড

সেরেংগেটি সন্ধে ৭.২৩
সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

জি সিনেমা এইচডি : সকাল ১০.৫৪ জয় সিমহা, দুপুর ১.৪৫ বিবি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৪.০২ গদা : এক প্রেম কথা
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৫৫ টার্মিনেটর-টু, সন্ধে ৬.০৫ নো টাইম টু ডাই, রাত ৮.৪৫ ভোরা অ্যান্ড দ্য লস্ট সিটি অফ গড, ১০.২৫ জাস্টিস লিগ

বোঝেনা সে বোঝেনা রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

নতুন ট্রেন দাবি সাংসদের

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : রাধিকাপুর-বেঙ্গালুরু ট্রেনের দাবিতে রেলমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন রায়গঞ্জের সাংসদ বিজেপির কার্তিকচন্দ্র পাল। সোমবার দুপুরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর সঙ্গে দেখা করে এই রুটে দ্বিসাপ্তাহিক ট্রেনের দাবি জানান তিনি। রায়গঞ্জ তথা উত্তর দিনাজপুর জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো অত্যন্ত নিম্নমানের। যে কারণে এখানকার প্রচুর মানুষকে চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতে যেতে হয়। রাধিকাপুর এবং বেঙ্গালুরুর মধ্যে ট্রেন চলাচলের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই উঠছে শহরে। এদিন রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ইসলামপুরের আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশন থেকে কলকাতাগামী নতুন ট্রেনের দাবিও করেছেন কার্তিক।

দিল্লি থেকে টেলিফোনে কার্তিক বলেন, ‘রায়গঞ্জ তথা উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রচুর মানুষ চিকিৎসা ও কর্মসূত্রে দক্ষিণ ভারতে থাকেন। তাই তাঁদের জন্য দ্বিসাপ্তাহিক ট্রেন চালুর দাবি জানিয়েছি। এই ট্রেন চালু হলে পুরী ও বিশাখাপত্তনমের মতো পর্যটনস্থলগুলিতেও জেলার পর্যটকরা যেতে পারবেন। আবার ইসলামপুর থেকে সরাসরি কলকাতার ট্রেন চালু হলে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে।’

বেতশিল্পেই বেঁচে ৫০টি পরিবার

অমিত রায়

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : প্লাস্টিকের আসবাব ও বিভিন্ন সামগ্রীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোনওরকমে টিকে রয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী বেতশিল্প। আর এই বেতশিল্পকে আঁকড়ে বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করছে সমরনগরের প্রায় ৫০টিরও বেশি পরিবার। পেশা ও নেশাকে এক জায়গায় করে কয়েক দশক ধরে চলছে তাঁদের এই শিল্পকর্মের কাজ। বেত দিয়ে তাঁরা তৈরি করছেন চেয়ার, টেবিল, দোলনা, মোড়া, সোফা, খাটিয়া সহ নানা আসবাব ও শৌখিন জিনিস। জিনিসগুলি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনই তা পরিবেশবান্ধব। যে কারণে প্লাস্টিকের থেকে বাড়তি টাকা খরচ হলেও আজও অনেকে নিজেদের ঘর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সাজানোর জন্য ব্যবহার করেন। তাঁদের হাতের তৈরি এই জিনিসগুলিই বিক্রি হচ্ছে শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গায়। যাচ্ছে অন্যত্রও।

আজও কদর রয়েছে বেতের জিনিসের। তাই সমরনগরের ৫০টি পরিবার জীবন নির্বাহের জন্য বেতের কাজেই ভরসা রাখে। শুধু শিলিগুড়ি শহর নয়, এখানকার বেতের জিনিসের চাহিদা রয়েছে মহারাষ্ট্র, পুনে, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, নাগপুর সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। একটা সময় হস্তশিল্পের বিভিন্ন মেলায় অংশ নিলেও এখন আর এখানকার শিল্পীরা সেভাবে যান না। বেতশিল্পী সুনীল দাস বলেন, ‘প্রায় ৩৭ বছর ধরে এই পেশার সঙ্গে আছি। বেত দিয়ে সোফা, চেয়ার, দোলনা, খাটিয়া, মোড়া আরও নানা জিনিস তৈরি করি। আগে বিভিন্ন হস্তশিল্পমেলায় যেতাম। এখন আর

যাওয়া হয় না। নানা সমস্যার মাঝেও এই শিল্প পেশাকেই আঁকড়ে ধরে আছি।’ আরেক বেতশিল্পী নির্মল দাস বলেন, ‘বাবার হাত ধরেই এই পেশায় আসা। আমাদের কাছ থেকে যাঁরা জিনিসগুলি কিনে নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে পাঠান, তাঁরাই বেশি লাভবান হন। আমাদের কাছে পুঁজি তেমন নেই। আমরা কোনও সরকারি সুযোগসুবিধা পাই না। অনেক কষ্ট হলেও এই পেশা নিয়েই আছি।’

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। সন্তানের পড়াশোনার চিন্তা কাটবে। বৃষ : আলটপকা মন্তব্য করে সংসারে হেয় হতে পারেন। বাবার শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। পথে ঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। মিথুন : লটারি থেকে অর্থপ্রাপ্তির আশা। অত্যাধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থনষ্ট। স্নায়ুরোগ নিয়ে ভোগান্তি বাড়বে। কর্কট : পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে ভাগাভাগির সম্ভাবনা। অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সিংহ : পারিবারিক অশান্তি মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকা ধার নেবেন না। কন্যা : ঘরে বাইরে চলাফেরার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকুন। বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে সকলের মন জয় করতে সক্ষম হবেন। তুলা : খুচরো ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি খুব ভালো কাটবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রু থেকে সাবধান। বৃশ্চিক : প্রশাসনিক কাজে জড়িতদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াবে। ধনু : সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে খ্যাতি, প্রতিপত্তি বাড়বে। পুরোনো কোনও অসুখ ফের মাথাচাড়া দেবে। মকর : পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। কর্মপ্রার্থীরা পছন্দসই চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। কুম্ভ : কাউকে কটু কথা বলে অনুশোচনা হতে পারে। সন্তানের পরীক্ষার ফলে গর্বিত হবেন। মীন : নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। চাকরি সূত্রে একাধিকবার ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমে শুভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৯ অঘোন, সংবৎ ১২ পৌষ বদি, ২৪ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৬, অঃ ৪।৫১। মঙ্গলবার, দ্বাদশী রাত্রি ১২।২৫। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ৩।৩৩। অতিগণ্ডযোগ দিবা ৩।২১। কৌলবকরণ দিবা ১১।২৭ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।২৫ গতে গরকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ৩।৩৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৩।৩৩ গতে চতুষ্পাদদোষ, রাত্রি ১২।২৫ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১২।২৫ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৭।৩৫ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ২।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩১ গতে ৮।১২ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ৩।৩৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। গোস্বামীমতে পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীব্রতের উপবাস। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৫ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।১৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এনবিইউয়ে তালা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : তাদের দাবি মেনে বেতন বৃদ্ধি করেনি কর্তৃপক্ষ, প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন বন্ধ করে দিল সারাবাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি। সোমবার সকালেই দলীয় পতাকা লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সমস্ত গেট বন্ধ করে দেন আন্দোলনকারীরা। উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের দপ্তর ছাড়াও অর্থ, পরীক্ষা নিয়ামক, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল সহ কোনও প্রশাসনিক দপ্তর এদিন খোলেনি। মাইগ্রেশন, শংসাপত্র সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও নানা কাজে এসে এদিন ঘুরে যান অনেকেই। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাসের কারণেই পরিস্থিতি জটিল হয়েছে বলে এদিন ক্ষোভ উগরে দেন আন্দোলনকারীরা। তবে শাসকদলের শাখা সংগঠনের আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা তৈরি হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

দাবি আদায়ে ৪ ডিসেম্বর থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছে শিক্ষাবন্ধু সমিতি। লাগাতার রেজিস্ট্রারের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ আন্দোলন চালাচ্ছে তারা। তারপরও দাবি না মেটায় এদিন প্রশাসনিক ভবন বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিক্ষাবন্ধু সমিতির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রণজিৎ রায়ের বক্তব্য, 'মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বাড়তি ছয় মাসের জন্য ফের দায়িত্ব পাওয়ায় এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার যথেষ্ট প্রভাবশালী। তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন চেয়ারে বসলে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তিনি তা করছেন

প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ সারাবাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির।

না। আমাদের বেতন বৃদ্ধি হোক তা তিনি চান না। তাই আমাদের বদনাম করার জন্য পরিকল্পনা করে আমাদের সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে ভুল তথ্য পাঠাচ্ছেন।' ভাস্কর অবশ্য সেসব অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর কথা, 'সবটাই আমি উচ্চশিক্ষা দপ্তরে জানিয়েছি। সেখান থেকে যেভাবে নির্দেশ আসছে সেভাবেই কাজ করছি। আমি চাই কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি হোক। কিন্তু আমার ইচ্ছার ওপর সবটা নির্ভর করছে না। অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেকথাও আন্দোলনকারীদের জানিয়ে দিয়েছি। বিনা কারণেই আমাকে বদনাম করা হচ্ছে।'

প্রাপ্য কয়েক কোটি টাকা বকেয়া না মেটানোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বে থাকা বেসরকারি সংস্থা ইতিমধ্যেই কাজ না করার হুমকি দিয়েছে। তা করলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পরীক্ষা। ওই সমস্যা মেটাতে মঙ্গলবার জরুরি বৈঠক ডেকেছেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। আন্দোলনের ফলে বৈঠক নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। শিক্ষাবন্ধু সমিতির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক তন্ময় বাগচীর কথায়, 'দাবি না মেটানো হলে আমরা প্রশাসনিক ভবন খুলতে দেব না। প্রশাসনিক ভবনে কোনও বৈঠক হবে না। অন্য কোথাও বৈঠক করতে চাইলে সেটা অন্য বিষয়।' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আধিকারিকরা বলছেন, আর দু'-একদিন প্রশাসনিক ভবন বন্ধ থাকলে ক্যাম্পাস কার্যত অচল হয়ে যাবে। পরীক্ষা, বেতন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ আটকে যাবে। সেক্ষেত্রে আরও বড় সমস্যা তৈরি হবে।

এসবের মধ্যেই এদিন নাম না করে ভাস্করের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের প্রধান সচিব নূপুর দাস। তাঁর বক্তব্য, 'এখন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার যেসব যুক্তিতে আন্দোলনকারীদের বেতন বৃদ্ধি করতে পারছেন না, আমি রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে থাকার সময় সেই যুক্তিগুলিই দিয়েছিলাম। আমাকে দিনের পর দিন মানসিক নির্যাতন করে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল।' নূপুরের অভিযোগে ভাস্করের কথা, 'ম্যাডাম যদি আমাকে বদনাম করতে কোনও কথা বলতে চান বলতে পারেন। সেটা তাঁর রুচি।'

২০ কোটি টাকা চাইল মহকুমা পরিষদ

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : তপশিলি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নে নজর দিতে চাইছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। এলাকাগুলির উন্নয়নে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের কাছে ২০ কোটি টাকা চেয়ে মহকুমা পরিষদের তরফে আবেদন করা হয়েছে। ওই টাকা পেলে তপশিলি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় রাস্তাঘাটের উন্নতি করা হবে বলে প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছে। মহকুমা পরিষদের ক্ষমতাসীনরা টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে আশাবাদী। সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলছেন, 'আমরা নিশ্চিতভাবে টাকা পাব। ওই টাকায় প্রত্যন্ত এলাকার রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষ করে তপশিলি অধ্যুষিত এলাকায় কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।' আগামী বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় তপশিলি উপজাতি ভোটকে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই পাখির চোখ করেছে। ওই লক্ষ্যেই মহকুমা পরিষদের মধ্যে দিয়ে কিছু কাজ করে সেখানকার বাসিন্দাদের মন জয় করতে চাইছে তৃণমূলও।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি ব্লকে আদিবাসী অধ্যুষিত বহু এলাকা রয়েছে। ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা আসনটি আদিবাসী সংরক্ষিত। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আসনটি নিজেদের দখলে রেখেছে। সেই আসনটি তৃণমূল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় রয়েছে। সেই কারণে নিজেদের প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া অনেক আগে থেকে শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। যদিও রাস্তা তৈরির নামে তৃণমূল নেতারা কাটমানি খাচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ। তিনি বলেন, 'আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এতদিন কিছুই হয়নি। অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর টাকা দিলেও তা দিয়ে কতটা কী হবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ভোটের আগে শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েই চলছে এরা।'

সূর্য ডুবছে। কাজ শেষের ব্যস্ততা। তপসিতলা-গিলাডাঙ্গা ঘাটে জলঢাকা নদীর চরে শ্রীবাস মণ্ডলের ক্যামেরায়।

আদিবাসীদের জমিতে রিসর্ট

মাদারিহাট, ১৫ ডিসেম্বর : এমনিতেই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কোল ঘেঁষে তৈরি হয়েছে প্রচুর রিসর্ট। আরও বড় অভিযোগ, ভূমি দপ্তরের কোনও নিয়ম না মেনেই আদিবাসীদের দখলে থাকা ওই জমিতে 'বোঝাপড়ার ভিত্তিতে' রিসর্ট তৈরি করেছেন বহিরাগতরা। স্ট্যাম্প পেপারে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রিসর্টে ব্যবসার লভ্যাংশের টোপে ওই জমিতে বহিরাগতদের রিসর্ট তৈরি করতে দিয়েছেন আদিবাসীরা। গোটা বিষয়টিতে পিছন থেকে প্রশ্রয় দেন ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কিছু অফিসার। তাঁদের মাসিক নজরানা দিয়ে পুরোপুরি অবৈধভাবে কারবার চালাচ্ছেন বিত্তশালী বহিরাগতরা।

বাস্তবে জলদাপাড়া সংরক্ষিত বনাঞ্চল লাগোয়া ওই জমিতে কৃষিকাজের জন্য দখলিস্বত্ব রয়েছে আদিবাসীদের। সেই হিসাবে কৃষিজমি হিসাবে চিহ্নিত ওই জমি বাণিজ্যিক কাজে লাগাতে হলে জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুমোদন নিতে হয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং অনগ্রসর কল্যাণ সম্প্রদায় দপ্তর থেকে। জলদাপাড়ায় গড়ে ওঠা এসব রিসর্টের সিংহভাগ এই প্রক্রিয়ার ধার ধারেনি।

মাদারিহাট ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের প্রাক্তন এক আধিকারিক বর্তমানে আলিপুরদুয়ারে থাকেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রথমত তপশিলি উপজাতিভুক্তদের জমির চরিত্র বদল করে রিসর্ট করতে হলে অনগ্রসর কল্যাণ সম্প্রদায় দপ্তর থেকে অনুমোদন নিতে হবে। সাধারণ শ্রেণির কেউ আদিবাসীদের কৃষিজমিতে রিসর্ট তৈরি করতে পারবেন না। অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক জানালেন, তাঁর কাছে এই ব্যাপারে কেউ অভিযোগ জানায়নি। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

জলদাপাড়ার এক কিলোমিটারের মধ্যে এমন ২৫ থেকে ৩০টি রিসর্ট রয়েছে। পূর্ব মাদারিহাটের বাসিন্দা চার্লস সোরেন বলেছেন, 'তাঁদের এলাকায় আদিবাসীদের জমিতে রিসর্ট তৈরি করেছেন ৫ থেকে ৬ জন। তাঁরা লিজে জমি নিয়েছেন বলে আমাদের বলা হয়েছে। কীভাবে লিজ পেয়েছেন জানি না।'

মাদারিহাটের স্থানীয় এক রিসর্ট মালিক কৌশিক রায় বলেছেন, 'আমরা সরকারি রাজস্ব নিয়মিত দিয়ে আসছি। কিন্তু বেশ কয়েকজন রিসর্ট মালিক রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছেন বলে আমাদের কাছে খবর আছে। আমরা জেলা শাসকের সঙ্গে মিটিংয়েও বিষয়টা জানিয়েছি। আমরা চাই নিয়ম মেনে যেন রিসর্ট করা হয়।'

সূত্রের খবর, এই আইনি জটিলতা ও নিয়মকে হাতিয়ার করে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কয়েকজন অফিসার এইসব রিসর্ট থেকে প্রতি মাসে কাটমানি তুলছেন। এমনই একজন রিসর্ট মালিক বলেছেন, 'আমরা বাধ্য হয়েই ওই অফিসারদের কাটমানি দিচ্ছি। না হলে রিসর্ট বন্ধ করার নির্দেশ আসবে।'

ভূমি দপ্তরেরই একটি সূত্র জানাচ্ছে, জলদাপাড়ার কোল ঘেঁষে এবং মাদারিহাট, পূর্ব মাদারিহাট, মধ্য মাদারিহাট, উমাচরণপুর ও খাউচাঁদপাড়ায় যতগুলি রিসর্ট তৈরি করা হয়েছে ও তৈরির কাজ চলছে তার ৮০ শতাংশ কৃষিজমি। এরমধ্যে আবার প্রায় ৫০ শতাংশ জমি রয়েছে আদিবাসীদের। এমনিতেই কৃষিজমির জন্য কৃষকদের এক টাকাও রাজস্ব সরকারকে দিতে হয় না। এইসব রিসর্ট মালিকরা এই সুযোগে লক্ষ লক্ষ টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে চলেছেন।

আলিপুরদুয়ারের জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক আদিত্যবিক্রম সাইনি বলেছেন, 'আমাদের কাছে এই ধরনের কোনও অভিযোগ নেই। অভিযোগ এলে ব্যবস্থা নেব।' মধ্য মাদারিহাটে রিসর্ট তৈরি করেছেন বিকাশ সাহা। তাঁর দাবি, সাধারণ শ্রেণির এক ব্যক্তির কাছ থেকে জমি কিনে চরিত্র বদল করে রিসর্ট করেছেন।

জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক। -ফাইল চিত্র

নিমতলা ঘাটে যৌথ টিম

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : মাটিগাড়ার কাওয়াখালিতে বালাসন নদীর নিমতলা ঘাট থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার খবর প্রকাশ হতেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। সোমবার দুপুরে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পুলিশের যৌথ টিম নিমতলা ঘাটে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। পুলিশ ও প্রশাসনের তৎপরতা দেখে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও গাড়ি আর নিমতলার অবৈধ ঘাটে ঢোকেনি বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। বিকেলে ঘাটে বেশ কয়েকটি ডাম্পার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলেও রাত পর্যন্ত কোনও গাড়িতে বালি তোলা হয়নি। অবশ্য শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা বলেন,'অবৈধ বালির কারবার চলতে দেওয়া হবে না।'

বালাসন নদীর নিমতলা ঘাটের লিজের মেয়াদ অক্টোবর মাসেই শেষ হয়ে গিয়েছে। অথচ তারপরেও বালি তুলে পাচার করা হচ্ছে। প্রতি রাতেই শতাধিক ডাম্পার এবং ট্র্যাক্টর সহ ছোটগাড়িতে বালি তুলে অবাধে পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, সব দপ্তরে সেটিং করেই পাচারকারীরা এই কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। এদিন কোনও গাড়ি বালি তোলেনি বলে জানা গিয়েছে। তবে, কতদিন এই অবৈধ কারবার বন্ধ থাকবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

সংঘর্ষে জখম

চোপড়া, ১৫ ডিসেম্বর : জমির মালিকানা নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষে সোমবার উত্তেজনা ছড়াল চোপড়ার লক্ষ্মীপুরের নয়াবাড়ি এলাকায়। ঘটনায় উভয়পক্ষের মোট চারজন জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে চিকিৎসার পর প্রত্যেককে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে এই ঘটনার পর দাসপাড়া ফাঁড়িতে দু'পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রজত জয়ন্তী

চোপড়া, ১৫ ডিসেম্বর : ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাচ্চামুন্সি গার্লস হাইস্কুলের রজত জয়ন্তী উদযাপন করা হল সোমবার। এদিন দিনভর বিভিন্ন কর্মসূচি রাখা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক হামিদুল রহমান সহ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারা।

সিকিমের মদ পাচারে নয়া ছক

বাড়িভাড়া নিয়ে 'স্টক পয়েন্ট'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : সিকিম থেকে বিহারে মদ পাচারের কৌশল পালটাচ্ছে চক্রীরা! সূত্রের খবর, সিকিম থেকে বিহারে মদ নিয়ে যাওয়ার জন্য শহর শিলিগুড়িতে বাড়িভাড়া নিয়ে মদ 'স্টক' করা হচ্ছে। পরে সুযোগ বুঝে গণপরিবহণ বা মালবোঝাই গাড়িতে করে সেই মদ বিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রবিবার গভীর রাতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ শহরের দুটি জায়গায় হানা দিয়ে সিকিমের মদ উদ্ধার করার পর বিষয়টি জানাজানি হয়। কেন-না সিকিমের মদ বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি যে পাঁচজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তারা প্রত্যেকেই বিহারের বাসিন্দা। শহরে বাড়িভাড়া নিয়ে এই কারবার চালাচ্ছিল তারা। সোমবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে, সমরনগর এলাকায় একটি বাড়িতে হানা দেয় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। সেসময় তিন তরুণ কার্টনে করে সিকিমের মদ এনে স্টক করছিল। আট কার্টন সিকিমের মদ সহ ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত তিনজন বিহারের সারণের বাসিন্দা। অন্যদিকে, রবিবার রাতেই প্রধাননগর থানার অভিযানে শিলিগুড়ি জংশনে পাকড়াও হওয়া বিহারের দুই বাসিন্দাও শহরে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকছিল। রবিবার রাতে স্কুটারে করে তিন কার্টন মদ নিয়ে এসে বিহারে পাচারের ছক ছিল তাদের। যদিও মদ সহ তাদের পাকড়াও করে পুলিশ।

এদিকে, এই ঘটনা জানার পরই শহরে এধরনের আরও কারা বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেছে সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। জলপাইগুড়ি এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের অ্যাডিশনাল এক্সাইজ কমিশনার সুজিত দাসের দাবি, 'বিহার নম্বরের গাড়িতে সিকিম থেকে সরাসরি বিহারে মদ পাচার করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় চক্রীরা ধরা পড়েছে। দিনকয়েক আগে উত্তরায়ণে চলা নকল মদের কারখানার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এই পরিস্থিতিতে পাচারকারীরা নতুন পন্থা নিতে শুরু করেছে।'

শহরে গত কয়েকমাস ধরে তথ্য যাচাই না করে যাকে তাকে বাড়িভাড়া দেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। বারবার সচেতন করার পরেও বাড়ির মালিকরা সতর্ক না হওয়ায় বিষয়টি প্রশাসনের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মদ পাচারকারীরা 'ভাড়াবাড়ি'-কেই বেছে নিচ্ছে মদ পাচারের স্টক পয়েন্ট করার জন্য। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'বিশ্বস্ত সূত্র মারফত খবর পেয়ে দু'জায়গায় অভিযান চালিয়ে মদ উদ্ধার করতে পেরেছি। আমাদেরও ব্যাপারটায় নজরদারি থাকছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে ভাড়াটিয়ার তথ্য দেওয়ার ব্যাপারেও নিয়মিত সচেতন করছি।'

কৌশল বদলাচ্ছে

- সিকিম থেকে বিহারে মদ পাচারের কৌশল পালটাচ্ছে
- মদ নিয়ে যাওয়ার জন্য শহর শিলিগুড়িতে বাড়িভাড়া নিয়ে মদ 'স্টক' করা হচ্ছে
- সেখান থেকে মালবোঝাই গাড়ি বা বাসে করে সেই মদ বিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
- রবিবার রাতে দু'জায়গায় হানা দিয়ে মদ সহ এই চক্রের পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ

দুর্ঘটনায় মৃত ১

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : কালিম্পংয়ের ২৭ মাইলে সোমবার দুপুরে পথ দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, শিলিগুড়ির দিক থেকে দীপায়ন রায় (২৮) নামে এক তরুণ স্কুটার নিয়ে কালিম্পংয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উলটোদিক থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে স্কুটারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই ওই তরুণের মৃত্যু হয়। স্কুটারটি জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের রেজিস্ট্রেশন নম্বর হওয়ায় তরুণ ওই জেলারই বাসিন্দা বলে পুলিশ মনে করছে। পুলিশ জানিয়েছে, তরুণের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

টাকা মেলেনি

চোপড়া, ১৫ ডিসেম্বর : চোপড়ায় সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করে এক সপ্তাহ পরেও টাকা না পাওয়ায় শিবিরে খোঁজ নেওয়া শুরু করেছেন কৃষকরা। এদিন কলিমউদ্দিন নামে এক কৃষক বলেন, '৬ ডিসেম্বর আমি ধান বিক্রি করেছিলাম। কিন্তু এখনও টাকা না পাওয়ায় খোঁজ নিতে এসেছিলাম।' চোপড়া ধান ক্রয়কেন্দ্রের পারচেজিং অফিসার (পিও) সুদীপনারায়ণ কুঙ্গার বলনে, 'মাঝে দুই-একদিন ছুটি পড়ার কারণে সম্ভবত এ ধরনের সমস্যা হয়েছে। তাছাড়া এত দেরি হওয়ার কথা নয়। কৃষকদের নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতে শুরু হয়েছে। আজ ও ৬ ডিসেম্বরে বিক্রেতাদের একাংশের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে।'

নয়া সভাপতি

বাগডোগরা, ১৫ ডিসেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা (সমতল) এসসি-এসটি সেলের ৭টি ব্লকের সভাপতির নাম ঘোষণা করা হল। সোমবার নতুন সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেন দার্জিলিং জেলা (সমতল) এসসি-এসটি সেলের সভাপতি নীরেন রায়।

মাটিগাড়া-১ এবং ২ ব্লকের সভাপতি করা হয়েছে নবীন রায় এবং ডঃ জগদীশ রায়কে। নকশালবাড়ি-১ এবং ২ ব্লকের সভাপতি হয়েছেন অমল রায় এবং জীবন ঘোষ। খড়িবাড়ি ব্লকের সভাপতি করা হয়েছে কৃষ্ণ রায়কে। অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া-১ এবং ২ ব্লকের সভাপতি হিসেবে বিজয় দাস এবং সুবিনয় দাসের নাম ঘোষণা করা হয়।

প্রধাননগরের একটি চার্চে সাজানো হচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

অনুমোদন অধরা, পঞ্চমে ভর্তি নিয়ে জটিলতা

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : বছর শেষ হতে চললেও এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি চালু করার কোনও নির্দেশিকা আসেনি। এরই মধ্যে হাইস্কুলগুলিতে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির ফর্ম দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার অন্তর্গত যে ২৩টি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি শুরু করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল, সেই স্কুলগুলি বিপাকে পড়েছে। কেন-না পঞ্চম শ্রেণি চালু করার অনুমোদন না আসায় চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) দেওয়া হবে কি না, তা নিয়েই ধন্দে পড়েছে স্কুলগুলি। এদিকে, এই ২৩টি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ারাও ফ্যাসাদে পড়েছে।

গত বছর শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় ৯টি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি চালুর অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। তবে চলতি বছর ২৩টি স্কুলের নাম পাঠানো হলেও কোনও অনুমোদন আসেনি। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়। তাঁর কথায়, 'নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির আগে অনুমোদন দেওয়া হলে এই সমস্যা হত না। আশা করা যায় দ্রুত অনুমোদন দেওয়া হবে।'

যে ২৩টি স্কুলের নাম অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে রয়েছে জগদীশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম। বিষয়টি নিয়ে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা রায় বলেন, 'অনেক অভিভাবক আমাদের কাছে পঞ্চম শ্রেণির ভর্তির ব্যাপারে জানতে চাইছেন। এর মধ্যে আমাদের স্কুলের পড়ুয়ার অভিভাবকরাও যেমন রয়েছেন, তেমন অন্য স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও রয়েছেন। তবে আমরা তাঁদের কোনও আশ্বাসই দিতে পারছি না। কবে অনুমোদন আসবে সে আশাতে রয়েছি।'

এদিকে, নতুন শিক্ষাবর্ষের জন্য হাইস্কুলগুলি থেকে ফর্ম বিলি শুরু করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অনেক অভিভাবক সেখান থেকে ফর্ম তুলে নিয়েছেন। শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের টিচার ইনচার্জ কাঞ্চন দাস জানালেন, অনেক অভিভাবক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ছেলেদের ভর্তি করতে রাজি রয়েছেন। তবে এখনও অনুমোদন না পাওয়ায় ভর্তি নিতে পারছি না। সংসদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

> এখনও অনুমোদন না পাওয়ায় স্কুলগুলির সমস্যার ব্যাপারে শুনেছি। আমি স্কুলগুলিকে আর একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করতে বলেছি।
>
> **তরুণকুমার সরকার**
> *শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা পরিদর্শক*

সূত্রের খবর, অনুমোদনের তালিকায় থাকা স্কুলগুলির এমন সমস্যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সার্কেল অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক)-রা শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকারকে বিষয়টি জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে জেলা পরিদর্শক (প্রাথমিক) বলেন, 'এখনও অনুমোদন না পাওয়ায় স্কুলগুলির সমস্যার ব্যাপারে শুনেছি। আমি স্কুলগুলিকে আর একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করতে বলেছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে।'

আমায় ভর্তি নাও, স্কুলে হাজির খুদে

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : স্কুলে ভর্তি করে দেবেন বলে বাবা-মা ফর্ম তুলেছিলেন। কিন্তু সেই ফর্ম সময়মতো ভরা হয়ে ওঠেনি। এদিকে, যার জন্য সেই ফর্ম তোলা, সেই চার বছরের পড়ুয়া এতটুকু অপেক্ষা করতে রাজি নয়। বাবা-মাকে না জানিয়ে ১০ বছর বয়সি জেঠতুতো দাদার সঙ্গে নিজেই কাগজপত্র নিয়ে স্কুলে হাজির। সোজা প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়ে আবদার, 'আমি স্কুলে পড়ব। ভর্তি করে নাও।'

খুদে দেবস্মিতা রায়ের এহেন আর্জিতে কায়েতের কামাত চন্দ্রমোহন অ্যাডিশনাল প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক দিলীপ চৌধুরী তো বটেই, তাঁর সহকর্মীরাও রীতিমতো অবাক। দাদা প্রধান শিক্ষকের ঘরে ঢুকতে ভয় পেলেও খুদে বোনের কোনও ভয়ডরই নেই। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে সহকারী শিক্ষক অশোক মিত্র নিজেই সেই খুদের কাছে নথি চেয়ে নেন। না ভরা ফর্ম, জন্ম শংসাপত্র ও মায়ের আধার কার্ড নিয়ে দেবস্মিতা এদিন স্কুলে এসেছিল। রীতিমতো আটঘাট বেঁধেই। কিন্তু বাবা-মা ছাড়া যে স্কুলে ভর্তি হওয়া যায় না সেটা তার জানা ছিল না। তাই দাদার হাত ধরে অগত্যা বেজার মুখে বাড়ির পথ ধরা।

প্রধান শিক্ষকের মুখ অবশ্য রীতিমতো আলোয় ঝলমল, 'ভালোভাবে পড়াশোনার লক্ষ্যে কোনও খুদে স্কুলে ভর্তি হতে এলে শিক্ষক হিসেবে আমাদের খুবই ভালো লাগার কথা। দাদার হাত ধরে ওর নিজে স্কুলে হাজির হওয়ার বিষয়টি আমাদের খুবই অবাক করেছে।' অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে দেবস্মিতাকে দ্রুত স্কুলে ভর্তি করানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

দেবস্মিতা পশ্চিম শালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দীপক রায় ও অণিমা রায়ের সন্তান। খুব কম বয়স থেকেই পড়াশোনায় আগ্রহী। তার জেঠতুতো দাদা সায়ন রায় বর্তমানে জোড়াপানি হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। আগে সে কায়েতের কামাত চন্দ্রমোহন অ্যাডিশনাল প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করত। পেশায় কৃষক দীপক তাই মেয়েকে সেই স্কুলেই ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেন। ভর্তির ফর্ম তোলা হয়। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তা পূরণ করে স্কুলে জমা দিতে দেরি হচ্ছিল। কিন্তু স্কুলে ভর্তি হতে দেবস্মিতার যেন তরই সইছিল না। তাই জেঠতুতো দাদার হাত ধরে সে স্কুলের পথে পাড়ি দেয়। আর তারপর কী হয়েছে তা তো পাঠকের ইতিমধ্যে জানা সারা। মেয়ের কাণ্ড ইতিমধ্যেই 'ভাইরাল'। বাবা-মায়ের মুখ গর্বে উজ্জ্বল। হাসতে হাসতে অণিমা বললেন, 'ওকে দ্রুত স্কুলে ভর্তি করে দেব। খুব ভালো পড়াশোনা করে ও উত্তরবঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করবে, এই আশা করছি।'

স্কুলে হাজির ৪ বছরের দেবস্মিতা রায়।

> ভালোভাবে পড়াশোনার লক্ষ্যে কোনও খুদে স্কুলে ভর্তি হতে এলে শিক্ষক হিসেবে আমাদের খুবই ভালো লাগার কথা। দাদার হাত ধরে ওর নিজে স্কুলে হাজির হওয়ার বিষয়টি আমাদের খুবই অবাক করেছে।
>
> **দিলীপ চৌধুরী,** *প্রধান শিক্ষক*
> *চন্দ্রমোহন অ্যাডিশনাল প্রাইমারি স্কুল*

দায় ঠেলাঠেলি শুরু

মেডিকেলে হপ্তা নিয়ে বাজার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : অস্থায়ী বাজার। সেখানেও দাদাগিরি!

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের পিছনে তৈরি বাজার বহু টালবাহানার পর গত বছর ভেঙে দেওয়া হয়। তারপর থেকে মনোরোগ বহির্বিভাগের সামনে থেকে জরুরি বিভাগ পর্যন্ত ফাঁকা জায়গায় দিনের পর দিন প্রচুর দোকান তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে এমনভাবে এই বাজার তৈরি হয়েছে যে মনোরোগ বিভাগ থেকে সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি বা ব্লাড ব্যাংকের করিডরে যাওয়ার রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দাদাদের মদতে রমরমিয়ে চলছে এই বাজার। অভিযোগ, সবকিছু চোখের সামনে ঘটলেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ।

সোমবার দুপুরে বাজারে দোকান বসানো নিয়ে এক বয়স্ক মহিলাকে ধাক্কাধাক্কি করার অভিযোগ ওঠে অপর এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। মুহূর্তের মধ্যে সেখানে ছুটে আসতে দেখা যায় দু'-তিনজনকে। তাঁরাই বলে দেন কে কোথায় বসবে। এরপরেও কোনও সমস্যা হলে তাঁদের জানানোর পরামর্শও দিয়ে যান। গণ্ডগোলের খবর পেয়ে দু'-একজন পুলিশ সেখানে ঢুঁ মেরে চলে যান। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের বক্তব্য, মেডিকেল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ না করলে আমাদের কী করণীয়? কর্তৃপক্ষ যদি বাজার তুলে দিতে বলে তাহলে একদিনে সব জায়গা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। যদিও বিষয়টি নিয়ে মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক তথা হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, 'পুলিশকে বারবার বলা হয়েছে। এসব দেখার দায়িত্ব পুলিশের। আমি আর কী করতে পারি?'

যদিও ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ বলছেন, হপ্তা দিয়ে এখানে দোকান করছি। এখান থেকে তুলে দেবে বললেই হল। সূত্রের খবর, প্রায়দিনই টেবিল, চেয়ার নিয়ে কেউ না কেউ এসে দোকান সাজিয়ে বসে পড়ছে। আর এই কাজে স্থানীয় তিন-চারজন 'দাদা' সাহায্য করছে। কে কোথায় বসবে, কতটুকু জায়গা নেবে সেসব তারাই ঠিক করে দিচ্ছে।

সোমবার দুপুরে বাজারে কে কোথায় বসবে এনিয়ে তুমুল হইচই হতে দেখা যায়। সামনে এগোতেই দেখা গেল, ৩৫-৩৬ বছর বয়সি এক ব্যবসায়ী অপর এক প্রৌঢ়া ব্যবসায়ীকে প্লাস্টিকের কার্টন উঠিয়ে মারতে যাচ্ছেন। ওই প্রৌঢ়াও হাতে কাঠের বাটাম নিয়ে পালটা আক্রমণ করেন। এই দেখে আশপাশের ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারী ব্যক্তি ওই মহিলার দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলে দিলেন। খবর পেয়েই সেখানে হাজির হলেন দু'-তিনজন। তাঁরাই পুরো বিষয়টি সামাল দিলেন।

তাঁদের মধ্যে থেকে একজন বললেন, 'আমাদের কথামতো সবাই এখানে দোকান বসাবে। একচুল এদিক-ওদিক যেন না হয়। তাহলে আর দোকান করে খেতে হবে না।' কিন্তু কে এই দাদা?

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মেডিকেলের ভিতরে এবং বাইরে থাকা শাসকদলের কয়েকজন নেতা এই কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন। তাঁরা ব্যবসায়ীদের এখানে বসিয়ে হপ্তা তুলছেন। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মেডিকেল ক্যাম্পাস থেকে নির্বাচিত মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্বজিৎ সরকার। তাঁর কথায়, 'দলের কেউ এই ধরনের কাজে যুক্ত নয়। কে বা কারা ওই বাজার বসিয়েছে, কারা হপ্তা নিচ্ছে বলতে পারব না।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল চত্বরে অস্থায়ী বাজার। -সংবাদচিত্র

কী অভিযোগ

- এমনভাবে বাজার তৈরি হয়েছে যে মনোরোগ বিভাগ থেকে সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি বা ব্লাড ব্যাংকের করিডরে যাওয়ার রাস্তা প্রায় বন্ধ
- সবকিছু চোখের সামনে ঘটলেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ
- মেডিকেলের ভিতরে এবং বাইরে থাকা শাসকদলের কয়েকজন নেতা এই কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন

যন্ত্রাংশ চুরি করল দুষ্কৃতীরা

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে এসি-র তার চুরি করল দুষ্কৃতীরা। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রবিবার রাতে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সেমিনার কক্ষের দুটি বাতানুকূল মেশিনের সমস্ত দামি তার সহ অন্য যন্ত্রাংশ চুরি গিয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'বহুদিন ধরে কলেজ ও হাসপাতালে চুরির ঘটনা ঘটছে। বহুবার বিভিন্ন বিভাগের বাতানুকূল মেশিনের তার সহ অন্য জিনিসপত্র চুরি হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু চুরি থামছে না।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। দোষীদের ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আন্দোলনের ডাক

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিকবিরোধী শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করা হবে। ১৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো এবং সংযুক্ত কিষান মোর্চার যৌথ উদ্যোগে প্রভিডেন্ট ফান্ডের অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ হবে। সোমবার সিআইটিইউ-র জেলা দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে আন্দোলনের রূপরেখা জানানো হয় সংগঠনের তরফে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পার্থ মৈত্র, মোহন পান্ডা প্রমুখ।

জয়গাঁয় বাড়ছে ধসের আশঙ্কা

পাহাড় কেটে অবৈধ বসতি

অনন্যা দে চট্টোপাধ্যায়

জয়গাঁ, ১৫ ডিসেম্বর : পাহাড় কেটে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে একটি পাড়া। মাঝেমধ্যেই পাহাড় থেকে ধস নামছে। বড় ধস নামলে যে কোনও সময় শতাধিক মানুষের প্রাণ যেতে পারে। প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনের নাকের ডগায় একটি পাড়া গড়ে উঠলেও প্রশাসন কিছুই জানে না কেন? বিষয়টি নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা।

সীমান্ত শহর জয়গাঁর গা ঘেঁষে ভুটান পাহাড়। পাহাড়ের কিছুটা অংশ ভারতের মধ্যে রয়েছে। এই এলাকাটি জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। এই পাহাড়ই ভারত-ভুটান সীমান্ত। এলাকায় গেলে দেখা যাবে পাহাড়ের ধাপে ধাপে ২০০-রও বেশি ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে গত কয়েক বছরে। বেশিরভাগ ঘর তৈরি হয়েছে টিন দিয়ে। জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দারাগাঁও, গেরিগাঁও এলাকায় এভাবেই পাহাড়ের ধাপ কেটে কেটে বসতি গড়ে উঠেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, শাসকদলের মদতেই পাহাড় দখল হয়ে চলেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, ২০০৮ সাল থেকে পাহাড়ে ঘর তৈরি করেছিলেন অনেকে। তবে পাহাড়ি এলাকায় ৯০ শতাংশ বাড়ি গড়ে উঠেছে ২০১১ সালের পর থেকে। জয়গাঁর এক বাসিন্দা জানান, আমরা আগে তোর্ষার পাড়ে থাকতাম। ২০১৮ সালে তোর্ষার জলে ভিটেমাটি হারিয়ে ফেলি। তারপরেই আমার এক আত্মীয় সূত্রে এই এলাকার খবর পেয়ে চলে আসি।

প্রশ্ন উঠছে, পাহাড়ে একের পর এক বাড়ি অবৈধভাবে গড়ে উঠলেও প্রশাসন নিশ্চুপ কেন? নদীর জলে ভিটেমাটি হারানো মানুষগুলোকে কি পুনর্বাসন দেওয়ার কথা বলেছিল প্রশাসন? নাকি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাহাড়ের এই জায়গা? এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে একে অপরের মুখ চেয়ে থাকেন বাসিন্দারা। অথচ প্রতিদিন ধস দেখে তাঁরাও ভীত। এলাকার আরও এক বাসিন্দা জানান, জয়গাঁয় তো আর কোনও থাকার জায়গা নেই। আমরা কোথায় যাব? এখানে থাকতে পারব না বলে প্রশাসন তো কখনও কিছু বলেনি। এই পাহাড়ি এলাকা থেকে জয়গাঁ উন্নয়ন দপ্তরের অফিস রয়েছে ঢিল ছোড়া দূরত্বে। জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা দাবি করেছেন, 'আমি পদে আসার পর পাহাড় কেটে কোনও অবৈধ দখল হয়নি। আগে কী হয়েছে সেই বিষয়ে আমার জানা নেই।' গঙ্গাপ্রসাদ তৃণমূলে ২০২১ সালে যোগ দেওয়ার পর জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁর আগে দায়িত্বে ছিলেন কালচিনির এক সময়ের বিধায়ক উইলসন চম্প্রমারি। তিনি সেই সময় তৃণমূলে ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। পাহাড়ের অবৈধ নির্মাণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি এরকম কোনও পাড়ার নাম জানি না। আসলে হঠাৎ করে পাহাড়ে বাড়িঘরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার দায় শাসকদল নিতে চাইছে না।'

প্রতি বর্ষায় জয়গাঁয় কী ভয়ানক পরিস্থিতি হয়, তা এখানকার বাসিন্দারা ভালোভাবেই জানেন। ভুটান পাহাড় থেকে ধস নেমে আসে জয়গাঁর রাস্তায় এবং জনবসতিতে। তারপরেও পাহাড়ে এমন নির্মাণ নিয়ে রাজ্যের শাসকদলের নেতাদের কটাক্ষ করছে বিজেপি। কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা বলছেন, 'পাহাড়ে যাঁরা বসে রয়েছেন তাঁরা তো শাসকদলের ভোটব্যাংক। এঁরা আদতে জয়গাঁর পুরোনো বাসিন্দা কি না সেই নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এত লোকের বাড়ি কি তোর্ষা কেড়েছে? নাকি বাইরে থেকে লোক আনা হয়েছে?' তাঁর মতে, 'বিপজ্জনকভাবে পাহাড় কেটে পাড়া বসানো হয়েছে। যেভাবে পাহাড় কাটা হয়েছে তাতে যে কোনও সময়ে ধস নেমে বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপদ হতে পারে। মানুষের জীবন যেতে পারে। রাজনীতি এতগুলো জীবনের ঊর্ধ্বে হতে পারে না।'

জয়গাঁয় অবৈধভাবে তৈরি বসতি। -সংবাদচিত্র

বিপন্নতার কারণ

- ভুটান পাহাড়ের ভারতীয় অংশে জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে অবৈধভাবে বাড়ি তৈরি হচ্ছে
- গত কয়েক বছরে ২০০-র বেশি বাড়ি তৈরি হয়েছে দারাগাঁও, গেরিগাঁও এলাকায়
- ২০১১ সালের পরই এই এলাকায় বসতি বেড়েছে দ্রুত হারে
- বর্ষার সময় মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি থাকে

নির্দেশিকার প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : ভিন্ন কালি ব্যবহার করে পড়ুয়াদের দৈনিক উপস্থিতির রেজিস্টারের নির্দেশ দিয়েছেন বীরভূমের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)। এই নির্দেশিকা ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ডিআই-এর এই নির্দেশিকাকে ধিক্কার জানিয়ে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। কলেজপাড়ায় এবিটিএ'র অফিসে এই বৈঠকে ন্যায় মঞ্চের সম্পাদক তাপস সরকার বলেন, 'বীরভূমের ডিআই-এর এই নির্দেশিকাকে ধিক্কার জানাচ্ছি। ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর বাগডোগরা এবং শিলিগুড়িতে এই সার্কুলারের প্রতিলিপি পুড়িয়ে আমরা ধিক্কার জানাব। পাশাপাশি জেলা শাসককেও স্মারকলিপি দেব, যাতে শিলিগুড়ির স্কুলগুলোতে এধরনের কোনও নির্দেশিকা না দেওয়া হয়।' যদিও এরকম কোনও নির্দেশিকার ব্যাপারে কিছু জানা নেই মন্তব্য করেছেন দার্জিলিং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে।

পথবাতি

খড়িবাড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : খড়িবাড়ির দিলসারাম সংসদে হাতি উপদ্রুত এলাকায় সৌর পথবাতি লাগল রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত। সোমবার পথবাতির উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত প্রধান সান্ত্বনা সিংহ। টুকুরিয়াঝাড় ফরেস্ট সংলগ্ন দিলসারাম সংসদে মাঝেমধ্যেই লোকালয়ে হাতির হানার ঘটনা ঘটে। প্রধান সান্ত্বনা সিংহ বলেন, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানের সভায় গ্রামবাসীরা পথবাতির দাবি করেন। সেই দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে ৩ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয়ে ১০টি সৌর পথবাতি লাগানো হয়েছে।'

মোবাইলে বুঁদ।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন দৈপায়ন বসাক।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ভাঙা কল থেকেই জল ভরছেন বাসিন্দারা। ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড়ে।

ব্যাটালিয়ন মোড়ের ভাঙা কলই ভরসা

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগর নীচপাড়া, পূর্ব ধনতলা এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। এলাকায় জলের পাইপ বসেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও পানীয় জলের কল বসেনি। ফলে এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দাকে ব্যাটালিয়ন মোড়ের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের কল থেকে জল আনতে যেতে হয়। কিন্তু সেখানেও সমস্যা। সেই কল থেকে অনবরত জল পড়ে যায়। কারণ বিবককের কোনও চিহ্ন নেই। পঞ্চায়েত থেকে বিবকক লাগালেই তা ভেঙে দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। ফলে ব্যাটালিয়ন মোড়ের ওই ভাঙা কল থেকেই পানীয় জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এ বিষয়ে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলাম বলেন, 'অনেকবার কলটি ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু কারা ভাঙছে আমার জানা নেই। আমরা কলটি আবার ঠিক করার ব্যবস্থা করব।'

ফুলবাড়ির প্রায় লাখখানেক মানুষ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন দীর্ঘদিন ধরে। এলাকায় বেশ কিছু সৌরবিদ্যুৎচালিত জলের ট্যাংক রয়েছে। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই সবক'টিই অচল হয়ে পড়ে। আবার কুয়োর জলে এত আয়রন, তা পানের যোগ্য নয়। ফলে এলাকাবাসীকে পানীয় জলের জন্য ব্যাটালিয়ন মোড়ের ভাঙা কলের ওপরই ভরসা করতে হয়। প্রায় দুই কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এভাবে জল আনতে গিয়ে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।

পানীয় জল নিতে আসা সুমিত্রা পাল বলেন, 'আমরা কতদূর থেকে আসি জল নিতে। আর এভাবে কলের জল অপচয় হচ্ছে দেখে খারাপ লাগছে তো বটেই। কলটি ঠিক করা উচিত।'

> আমরা কতদূর থেকে আসি জল নিতে। আর এভাবে কলের জল অপচয় হচ্ছে দেখে খারাপ লাগছে তো বটেই। কলটি ঠিক করা উচিত।
>
> **সুমিত্রা পাল**
> *ফুলবাড়ির বাসিন্দা*

স্থানীয় ব্যবসায়ী পারভেজ আলমের কথায়, 'এই কল থেকে অনেক মানুষ জল নিয়ে যান। এর আগে বহুবার কলটি ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু কেউ বা কারা বারবার বিবকক ভেঙে দিচ্ছে। যার ফলে পানীয় জলের অপচয় হচ্ছে।' গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অবশ্য কল সারানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

মূর্তি উন্মোচনে দ্বন্দ্ব

কোচবিহার, ১৫ ডিসেম্বর : কোচবিহারে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানেও 'আমরা-ওরা'য় তৃণমূল ঘায়েল হল। কোচবিহার পুরসভার তরফে সোমবার মহারাজার নবনির্মিত পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। জেলা শাসক রাজু মিশ্র, পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী, রাজবংশী উন্নয়ন ও সংস্কৃতি বোর্ডের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তবে পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ, দলের জেলা সভাপতি তথা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ দে ভৌমিকের অনুপস্থিতি চর্চার অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাঁকে আমন্ত্রণ না জানানোয় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন বলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ জানিয়েছেন।

মহারাজার মূর্তির আবরণ উন্মোচন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সবাইকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, দলের জেলা সভাপতি, পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সনের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'আমি সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।' মূর্তিটি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সামনে বসানো হয়েছে। এটি নিয়েও চর্চা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'কার দপ্তরের সামনে মূর্তি বসছে সেটা বড় কথা নয়, সবটাই পুরসভার জায়গা।' মূর্তি বসানোয় বাধার বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে চেয়ারম্যান বলেন, 'এসব বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। এগুলি ক্লোজড চ্যাপ্টার।'

এদিকে এদিনের অনুষ্ঠান শেষের পর সঙ্গীদের নিয়ে অভিজিৎ, দলের বর্ষীয়ান নেতা আবদুল জলিল আহমেদ সেখানে যান। আলাদাভাবে সঙ্গে নিয়ে আসা গাঁদা ফুলের মালা অভিজিৎ মহারাজের মূর্তিতে পরান।

মেয়রের বৈঠকেও কাটল না সংশয়

সমস্যায় সমতলের গাড়ি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : প্রশাসনিক আশ্বাসেও মেটেনি সমস্যা। পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলিতে এখনও যেতে দেওয়া হচ্ছে না সমতলের গাড়িকে। এমন অভিযোগ পেয়ে সোমবার পুরনিগমে পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক করলেন মেয়র গৌতম দেব। তবে সমস্যা কতটা মিটবে, তা নিয়ে সংশয় দূর হচ্ছে না। কেননা, বৈঠক থেকে এদিন গৌতম ফোন করলেও তা ধরেননি গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। যদিও মেয়রের আশ্বাস, 'আমি অনীত থাপার সঙ্গে কথা বলব। সমস্যা মেটাতে দ্রুত সবাইকে নিয়ে বৈঠক করতে হবে। পাহাড়-সমতলের সবাই একসঙ্গে রয়েছি, আগামীতেও থাকবে। আলোচনার মাধ্যমেই সব সমস্যা, ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে হবে।'

পাহাড়ে সমতলের পর্যটকবাহী গাড়ি চলাচল নিয়ে কিছুদিন ধরেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলিতে সমতলের গাড়িকে ঢুকতে দিচ্ছেন না সেখানকার চালকরা। পাহাড়ের কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় পর্যটকদের নামিয়ে সমতলের গাড়িকে ফিরে আসতে হচ্ছে। দর্শনীয় স্থানগুলির প্যাকেজ ট্যুর দার্জিলিংয়ের গাড়িতে করতে হবে বলে সেখানকার চালকদের দাবি। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে জেলা প্রশাসন। একটি জেলা এবং একই পরিবহণ দপ্তরের অধীনে দু'রকম নিয়ম কার্যকর হতে পারে না বলে ওইদিন সাফ জানিয়ে দেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। যদিও প্রশাসনের এমন বক্তব্যে তারা যে খুশি নয় তা ওইদিনই স্পষ্ট করে দিয়েছিল পাহাড়ের পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ।

পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় সমতলের গাড়ির চালকদের হুমকি দেওয়া, পর্যটকদের নামিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ এখনও উঠছে। রবিবার ভোররাতে লেবংয়ের চিত্রেতে সমতলের চারটি গাড়ি ভাঙচুর হয়। অন্যদিকে, রবিবার বিকেলে শিলিগুড়ির একটি গাড়ি পর্যটক নিয়ে পিস প্যাগোডা দর্শনে গেলে সেখানে গাড়ির চালককে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। গাড়িচালক দার্জিলিং সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে বলে সংগঠনের দাবি। পরে পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনের তরফে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পুলিশ সুপারের নির্দেশে সোমবার সদর থানা অভিযোগ নিয়েছে। এদিনই পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীদের জয়েন্ট ফোরামের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন মেয়র। জয়েন্ট ফোরামের তরফে বাপন মণ্ডল বলেন, 'পাহাড়ে পর্যটক নিয়ে গেলে যেভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, গাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে তাতে আমরা আতঙ্কিত। পুলিশও সবসময় অভিযোগ নিতে চাইছে না। তাহলে আমরা কোথায় যাব? মেয়রকে পুরো বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে। তিনি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।'

সমাধানের আশ্বাস

- প্রশাসনিক নির্দেশের পরেও পাহাড়ের দর্শনীয় জায়গায় যেতে দেওয়া হচ্ছে না সমতলের গাড়িগুলিকে
- সমতলের গাড়িচালকদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, লেবংয়ের চিত্রেতে চারটি গাড়ি ভাঙচুর
- পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক মেয়রের, অনীত থাপার সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস

গ্রামসভা

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : সোমবার চম্পাসরি পঞ্চায়েতের বার্ষিক গ্রামসভা অনুষ্ঠিত হল। এদিনের গ্রামসভায় সব পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, প্রধান ও অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় মহিলাদের স্বনির্ভরতা, সুস্বাস্থ্য, শিশু সুরক্ষা, পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জনক সাহা বলেন, 'পঞ্চায়েত এলাকার জন্য একটি নতুন অ্যাম্বুল্যান্স, একটি শব বহনকারী গাড়ি বরাদ্দ করা হবে। ২৬ জন পঞ্চায়েত সদস্যের এলাকায় ৫টি করে সাইকেল দেওয়া হবে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য। পঞ্চায়েতে একটা জলের গাড়ি রাখা থাকবে। যেটা সাধারণ মানুষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া রাস্তাঘাট, নর্দমা ইত্যাদির সার্বিক উন্নয়নের দিকগুলোও দেখা হবে।'

দেহ উদ্ধার

চোপড়া ও ফাঁসিদেওয়া ১৫ ডিসেম্বর : চোপড়ার সোনাপুর এলাকায় জাতীয় সড়কের ওভারব্রিজের নীচে সোমবার সন্ধ্যায় রেললাইনের ধার থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃতের পরিচয় জানা যায়নি।

এদিকে, সোমবার বিনু মিঞ্জ (৬৪) নামে এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরে। তিনি বারোপুটিয়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। এদিন পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বাড়ির সামনে পড়ে থাকতে দেখেন। একটি মিশনারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : কালিম্পংয়ের লাভায় দু'দিনের ফোটোগ্রাফি কর্মশালা শেষ হল। শিলিগুড়ি ফোটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় ৩২ জন ফোটোগ্রাফার অংশ নেন। রুফাস নেকড হর্নবিল, রুফাস ব্রেস্টেড বুশ রবিন, রুফাস ক্যাপড বাব্লার, ব্ল্যাকবার্ড এবং স্ট্রিকড বুলবুলের মতো পাখির দেখা পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলির ছবি ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে বলে আয়োজক সংস্থার মুখ্য উপদেষ্টা অচিন্ত্য গুপ্ত জানিয়েছেন।

নর্দমা দখল করে দোকান, সংকটে নিকাশি ব্যবস্থা

গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : দখল হয়ে যাচ্ছে নিকাশিনালাও। নিকাশি ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করতে তৈরি নর্দমার ওপর কংক্রিটের ঢালাই করে দোকান ও স্থায়ী কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। এমনই অভিযোগ ঘিরে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে শিলিগুড়ির চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। এভাবে নির্মাণকাজ করলে জলনিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। তবে অবৈধভাবে দোকান কে তৈরি করছেন, তা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি এলাকার কেউ। ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তার পাশে থাকা নর্দমার ওপর প্রথমে কাঠের শাটারিং বসানো হয় এবং পরে লোহার রড ব্যবহার করে কংক্রিটের ঢালাই করা হয়। এর ফলে নর্দমার স্বাভাবিক জলপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নর্দমা আবর্জনা পরিষ্কারেও সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে বর্ষাকালে পরিস্থিতি জটিল আকার নিতে পারে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই নির্মাণকাজ চলছে। এর আগেও নর্দমার ওপর এভাবে স্থায়ী দোকান বানানো হয়েছে। তাঁদের দাবি, নর্দমা দখল করে এভাবে দোকান তৈরি করা সম্পূর্ণ বেআইনি। এলাকাবাসী চান, অবিলম্বে তদন্ত করে বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করা হোক এবং নর্দমা দখলমুক্ত করে জলনিকাশি ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা হোক।

সোমবার এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, নর্দমার ওপরে বেশ কয়েকটি দোকান আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর আবার নতুন করে নর্দমার ওপর কংক্রিটের ঢালাই করে দোকান তৈরি করার প্রস্তুতি চলছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত কাউকে অবশ্য পাওয়া যায়নি। এলাকারই একটি দোকানে থাকা এক মহিলাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও তিনি কিছু বলতে চাননি। বরং দোকান বন্ধ করে চলে যান। যদিও জ্যায়েন ছেত্রী নামে এক দোকানদার বলেন, 'কে নতুন দোকান নির্মাণ করছেন তা জানি না। আমার পাশে একটা দোকান খালি আছে। যদি ভাড়া লাগে বলুন। সেলামি ৫০ হাজার টাকা লাগবে, আর মাসিক ভাড়া ৪ হাজার টাকা।'

এলাকার বাসিন্দা দেবাশিস দাস বলেন, 'এভাবে ড্রেনের উপর নির্মাণ হচ্ছে এটা ঠিক না। বিষয়টি অবশ্যই প্রশাসনের দেখা উচিত।'

এই বিষয়ে চম্পাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জনক সাহাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'ড্রেনের উপর যে নতুন করে নির্মাণ হচ্ছে, সেটা আমার জানা ছিল না। অবশ্যই দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। আর পুরোনো দোকানগুলি আমার সময়কালে তৈরি হয়নি। তবে ড্রেন দখল করে এসব তৈরি করা ঠিক নয়।'

নিকাশিনালার ওপরে অবৈধ নির্মাণ। -সংবাদচিত্র

বন্ধের পথে কোর্স

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধ হতে চলেছে স্নাতকোত্তরে গণজ্ঞাপন বিভাগের ডিপ্লোমা কোর্স। পড়ুয়া সংখ্যা কম হওয়ায় ১৯৮৯ সাল থেকে চলা এই বিভাগ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ।

দোষী সাব্যস্ত

পানিহাটির তৃণমূল কাউন্সিলার অনুপম দত্তের খুনের ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল নিম্ন আদালত। ২০২২ সালে বাড়ির অদূরে গুলি করা হয়েছিল অনুপমকে।

জলসীমায় হামলা

বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৎস্যজীবীদের ট্রলারে হামলা চালাল বাংলাদেশের নৌসেনার জাহাজ। তার ধাক্কায় ট্রলারটি ডুবে যায়। নিখোঁজ রয়েছেন ৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী।

বৈঠকে মমতা

গঙ্গাসাগরের প্রস্তুতি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বিশ্ব ইজতেমা সমাবেশ নিয়েও বৈঠক করেন তিনি। ১৫ লক্ষের এই সমাবেশ হবে হুগলির পুইনানে।

খাদান থেকে রাজস্ব আদায় কম

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, খনি ও খনিজ উন্নয়ন বিভাগে লক্ষ্যমাত্রার থেকে রাজস্ব আদায় প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা কম হয়েছে। বিষয়টি জানার পরই নড়েচড়ে বসেছে নবান্ন। মূলত রাজ্যের বালি খাদানগুলির টেন্ডার ডেকে সেখানে বালি তোলার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ২০২৪ ও ২০২৫ সালে টেন্ডার হলেও নতুন টেন্ডার প্রাপকদের লিজ দেওয়া হয়নি। পুরোনো টেন্ডার গ্রহীতাদেরই লিজের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে রাজ্য সরকার নতুন হারে রাজস্ব আদায় করতে পারেনি। এর আগে জেলা শাসকদের দপ্তরের মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া হত। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজ্য সরকার খনি ও খনিজ উন্নয়ন দপ্তরের হাতে এই ব্যবস্থা তুলে দেয়। বর্তমানে তারাই প্রতি বছর লিজ করে ও গোটা ব্যবস্থা পরিচালনা করে। কিন্তু গত দু-বছর তা না হওয়ায় অবিলম্বে এই নিয়ে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উদ্বিগ্ন নবান্ন

প্রতি বছর অক্টোবরের শেষ থেকে জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন নদীর ওপর বালি খাদানগুলি চলে। মূলত সাত মাসে এই বালি খাদানগুলি থেকে রাজস্ব বাবদ রাজ্য সরকারের আয় হয়। চলতি আর্থিক বছরে (২০২৫-২৬) বালি খাদানগুলি লিজের মাধ্যমে সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেখা গিয়েছে, নতুন বালি খাদানগুলির লিজ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত না হওয়ায় সেগুলি থেকে রাজস্ব আদায়ের হার অনেক কম। এর ফলে রাজস্ব আদায় প্রায় সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা কম হবে। চলতি আর্থিক বছরে প্রথম আড়াই মাস ও শেষ পাঁচ মাস রাজস্ব আদায়ের সময় থাকছে। কিন্তু প্রথম আড়াই মাসেই পুরোনো হারে রাজস্ব আদায় হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছে পৌঁছোনো যাবে না বলে মনে করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

২০১৭ সালে জেলা শাসকদের অধীনে লিজ প্রক্রিয়া চলাকালীন বহু টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। তখন সরকারি সিকিউরিটি ডিপোজিট করে অনেক ব্যবসায়ী লিজের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এখনও লিজ পাননি। এর ফলে তাঁরা একদিকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তেমনই রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায়ও কম হচ্ছে। গত শুক্রবারই রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের রাজস্ব আদায় নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানেই তিনি এই বিভাগকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। জানুয়ারি থেকে জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত নতুন লিজ দিয়ে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে চলে আসা সংখ্যালঘু শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন। তাঁদের মুক্তির দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে।

সোমবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে কেন্দ্রের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। সংখ্যালঘু শরণার্থীদের জেলমুক্তির বিষয়ে কেন্দ্রের অবস্থান জানতে চাওয়া হয়েছিল। এদিন ফের ১৫ দিন সময় চান কেন্দ্রের তরফে আইনজীবী। আর তাতেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। যদিও কেন্দ্র ও রাজ্যকে ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। দু'পক্ষকেই ওই দিন হলফনামা দিয়ে বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে।

আজ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

রণকৌশল তৈরি তৃণমূল নেতৃত্বেরও

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর পর মঙ্গলবার বেলা ১২টায় খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলেই তিনি প্রতিবাদে রাস্তায় নামবেন। প্রয়োজনে কমিশনের অফিসও ঘেরাও করা হবে। প্রায় ২ কোটি ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তারপরই এর মোকাবিলা করতে রণকৌশলও তৈরি করে ফেলেছে তৃণমূল। বিজেপির কথা শুনে নির্বাচন কমিশন যে ২ কোটি ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি শুনানিতে যাওয়া ভোটারদের সমস্তরকম সহযোগিতা করতে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী, বিধায়ক, ব্লক ও বুথ সভাপতি এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে এলাকায় পড়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।

সোমবারই তৃণমূলের পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বলা হয়েছে, '২ কোটি! এই সংখ্যাটাই বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের যৌথ চক্রান্তকে সিলমোহর দিল। বাংলার নির্বাচনে বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে নির্বাচন কমিশন যে কাজ করছে, এই ২ কোটি সংখ্যাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এসআইআর শুরুর দিন থেকেই বিজেপির নেতারা বলে আসছিলেন, বাংলায় কোটি কোটি মানুষের নাম বাদ যাবে। নির্বাচন কমিশন তাদের কথাই রাখল! এটা কাকতালীয় হতে পারে না। বাংলার সঙ্গে অন্যান্য একাধিক রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হলেও সেখানে সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু একমাত্র বাংলার ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত সময় দেওয়া হল না। এটা চক্রান্ত নয়? নোটবন্দির মতো এসআইআর-এর নামে চক্রান্ত করে যেভাবে বাংলার মানুষকে হেনস্তা করে ভোটবন্দি করা হচ্ছে, এর জবাব কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা পাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে।'

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবারই দলের জেলা সভাপতিদের সঙ্গে কথা বলেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। বাদ যাওয়া ভোটারদের যে সমস্ত নথির অভাব রয়েছে, তাঁদের সেই সমস্ত নথির ব্যবস্থা করে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে সমস্ত নথি জমা দেওয়ার পরও কারও নাম বাদ গেলে তা কেন বাদ গেল, তা নিয়ে এইআরও এবং ইআরওদের কাছে জবাব চাওয়া হবে। কোন ব্লকে কত ভোটারের নাম বাদ যাচ্ছে, তা নিয়ে বুধবার বিকালের মধ্যে রিপোর্ট পাঠাতে ব্লক সভাপতিদের নির্দেশ দিয়েছেন বক্সী। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই নিয়ে মুখ খুলতে পারেন। সেখানেই তিনি দলের কর্মীদের পরবর্তী নির্দেশিকা জানিয়ে দেবেন।

কমিশনকে তোপ

- প্রায় ২ কোটি নাম তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে কমিশন
- এরপরই সমাজমাধ্যমের পোস্টে কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে তৃণমূল
- তাঁদের দাবি, বিজেপিকে নির্বাচনে সুবিধা পাইয়ে দিতেই কমিশন যে কাজ করছে তার প্রমাণ এই সংখ্যা
- অন্যান্য রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়ানো হলেও বাংলায় অতিরিক্ত সময় না দেওয়ায় চক্রান্তের অভিযোগ

শুনানিতে কত, ধন্দ এখনও

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ঘিরে উৎকণ্ঠায় ফুটছে রাজ্যবাসী। কারণ, খসড়া তালিকা প্রকাশের পরেই শুরু হবে শুনানি পর্ব। খসড়া তালিকা থেকে মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট, নিখোঁজ ও অন্যান্য হিসাবে মোট ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৮ জনের নাম বাদ পড়ছে। আপাতত বাদ পড়া নামের বুথভিত্তিক এই তালিকাও খসড়া তালিকার পাশে টাঙাতে হবে। সিইওর দাবি, '২৫-এর ভোটার তালিকায় নাম থাকলে এই দুটি তালিকার কোনও একটিতে তার নাম অবশ্যই থাকবে। এদিকে খসড়া তালিকার বাইরে যে ৩১ লক্ষ ভোটার সরাসরি বাবা-মা বা ঠাকুরদা-ঠাকুমা সূত্রে নিজেদের লিংক দেখাতে পারেননি, তাঁরা শুনানিতে ডাক পেতে চলেছেন।

শুধু তাই নয়, যাঁরা ম্যাপিং-এর আওতায় পড়েন তাঁদের ফর্ম অডিট করতে গিয়ে যে প্রায় ১ কোটি ৬৪ লক্ষের মতো (প্রকৃতপক্ষে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ, একই ব্যক্তির একাধিক তথ্যগত অসঙ্গতির নিরিখে) তথ্যগত অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে, তা বিএলও এবং ইআরওরা পুনরায় যাচাই করার পর সেই তালিকা থেকে চিহ্নিতদের শুনানিতে ডাকার কথা। এর মধ্যে ৫৮ লক্ষ ভোটারের বাবা-মায়ের নামে গরমিল রয়েছে। পুরো প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সব মিলিয়ে শুনানিতে ঠিক কতজনকে ডাকা হবে, তা নিয়ে নিশ্চিত নয় কমিশন।

শুনানি কীভাবে হবে তার নীতিগত বিষয় ও খুঁটিনাটি নিয়েও অন্ধকারে রাজ্যের সিইও দপ্তর। শুনানির মডিউল তৈরি হলে ইআরওদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে বড়দিনের আগে শুনানি শুরুর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এরই মধ্যে বিজেপি দাবি করছে, অন্তত দু'কোটি মানুষকে শুনানিতে ডাকতে চলেছে কমিশন। তৃণমূল এবং খোদ মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন, শুনানিতে ডেকে দেড় কোটি মানুষের নাম কাটতে চাইছে কমিশন। ফলে শুনানি ঘিরে কমিশনের অস্পষ্টতা ও রাজনৈতিক দলগুলির এই চাপানউতোরে আতঙ্কিত রাজ্যবাসী।

সব ঠিকঠাক থাকলে মঙ্গলবার দুপুরে (বেলা ১২টার পর) যে কোনও সময়ে সরকারিভাবে তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। এরপরই ওই তালিকা জেলা পর্যায়ে জেলা নির্বাচনি আধিকারিক বা জেলা শাসক এবং রাজ্য পর্যায়ে সিইওর ওয়েবসাইটে দেখতে পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বিডিও অফিস, পুরসভা, পঞ্চায়েত অফিসেও টাঙিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ইতিমধ্যেই বুথভিত্তিক সেই তালিকা প্রতি বুথে টাঙানো প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে বলে সোমবার সন্ধ্যায় জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। খসড়া তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে না, তাঁরা চাইলে নাম তোলার জন্য ৬ নং ফর্মে আবেদন করতে পারবেন। আর পরিবারের মৃত ব্যক্তির নাম বাদ দিতে নিয়মানুযায়ী ৮ নম্বর ফর্মে আবেদন করা যাবে। অন্যান্য হিসাবে যে প্রায় ৫৮ হাজার নাম রয়েছে, বাদের তালিকায় তারা নিয়ম মেনে নাম ফের নাম তোলার জন্য আবেদন করতেই পারে। এই আবেদন ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেও করা যাবে বলে জানিয়েছেন সিইও।

শুনানির বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন। যেমন,শুনানি শুরুর দিন, শুনানিতে ডাকার ভিত্তি কী কী হবে? শুনানিতে যাঁরা ডাক পাবেন তাঁদের কীভাবে তা জানানো হবে? শুনানির জন্য এক ব্যক্তিকে কতবার সময় দেওয়া হবে? কী কী ধরনের নথি চাওয়া হবে? শুনানির সময় নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যাপারে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে এদিন সিইও এবং রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'আমরা শুনানির ব্যাপারে কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, হিয়ারিং মডিউল তৈরি হচ্ছে। খুব শিগগিরই তা সব সিইওকে পাঠানো হবে। সেটা পেলে আমরা সেই অনুযায়ী পরিকাঠামো তৈরি করব।' তবে সিইও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সাধারণভাবে ডিএম, এসডিও, বিডিও অফিসে শুনানি হতে পারে। প্রয়োজনে পুরসভা, পঞ্চায়েত বা স্কুল বাড়িতেও তা করা সম্ভব। প্রতি বিধানসভা পিছু শুনানির সংখ্যা অনুযায়ী ১০ থেকে ১১টি টেবিল থাকবে। একজন ইআরও-র অধীনে ১০ বা ১১ জন এইআরও দৈনিক সর্বাধিক ১০০ জনের শুনানি করতে পারবেন। সিইও বলেন, নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা রাজ্যের বিষয়, নজরদারিতে মাইক্রোঅবজার্ভাররা থাকতে পারেন। তবে এ বিষয়ে শেষ কথা বলবে কমিশন।

সিইও-র বক্তব্য

- বুথের ভোটারের নাম অবশ্যই হয় বাদের তালিকায় নাহলে খসড়া তালিকায় থাকবে
- তথ্যে অসঙ্গতি সবথেকে বেশি রয়েছে নামের ক্ষেত্রে, প্রায় ৫৮ লক্ষ
- শুনানির সময় গণ্ডগোল হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী নয়, নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্যের
- নজরদারিতে ওয়েব কাস্টিংয়ের বদলে মাইক্রো অবজার্ভার

কী কী বিষয়ে নজর

- জন্মমৃত্যু ও জাতিগত শংসাপত্রে তীক্ষ্ণ নজর
- সরকারি আধিকারিকদের ফের সতর্ক করল কমিশন
- শুনানি কবে শুরু এবং কীভাবে হবে, এখনও জানে না সিইও দপ্তর
- খসড়া তালিকায় ৫৮ লক্ষের কিছু বেশি নাম আপাতত বাদ
- দৈনিক প্রতি বুথে সর্বাধিক ১ হাজার শুনানি

ওই বিজয়ের কেতন ওড়ে...

কলকাতায় ৫৪ তম বিজয় দিবস উদযাপন। ছবি : পিটিআই

চর্চায় অরূপের অপসারণ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : ক্রীড়া দপ্তর থেকে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সরছেন কি না তা নিয়ে সর্বত্রই জল্পনা। নবান্নের অলিন্দে আলোচনায় উঠে আসছে অনেক কিছুই। একটি মত, তাঁকে সরিয়ে ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্ব হাতে নিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে ওই দপ্তরের দায়িত্ব নতুন কাউকে না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আপাতত ক্রীড়া দপ্তরের দেখভাল করবেন বলে ওই মহলের বিশ্বাস। অরূপ শুধু বিদ্যুৎমন্ত্রী হিসাবেই কাজ চালিয়ে যাবেন। সোমবার শাসকদল তৃণমূলের অন্দরে এই বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

এমনিতেই যুবভারতীতে মেসি-কাণ্ডকে ঘিরে নজিরবিহীন কেলেঙ্কারির পর সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শাসকদলের একাংশের সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছেন অরূপ। বিশেষভাবে সমালোচনা হচ্ছে মাঠের মধ্যে মেসিকে জড়িয়ে মন্ত্রী অরূপের ছবি তোলাকে কেন্দ্র করে। এই ঘটনায় দলে ও দলের বাইরে ক্রীড়ামন্ত্রী এতটাই সমালোচিত যে যুবভারতীর কেলেঙ্কারির ঘটনার তদন্ত কমিটিতে ক্রীড়ামন্ত্রীকে রাখতে 'ভরসা' পাননি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও। এদিন দলীয় সূত্রের খবর, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য সতর্কও করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এমনিতেই বরাবর অরূপ ও পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মাঝে নানান ঘটনায় পড়ে বাস্তবিকই বিড়ম্বনায় পড়েন ফিরহাদ। এখন মুখ্যমন্ত্রীর পাশে খুব বেশি দেখা যায় না পুরমন্ত্রীকে। তবে বহাল তবিয়তে এই জায়গাটা ধরে রেখেছিলেন অরূপ। বলা যায়, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে তেমন কোনও বিতর্কের মুখে পড়তে হয়নি অরূপকে। ব্যতিক্রম গত শনিবারের যুবভারতীর ঘটনায় তাঁর ভূমিকা। তাঁর দপ্তরের অনুমোদনেই মেসির অনুষ্ঠান হয়েছে যুবভারতীতে। আবার মাঠেও হাজির ছিলেন তিনি। তাঁর উপস্থিতিতেই নজিরবিহীন ঘটনা।

তৃণমূল সূত্রের খবর, সতর্ক করা হলেও ক্রীড়া দপ্তর থেকে অরূপকে সরানোর ব্যাপারে দোটানায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে তাঁর ও দলের নজর রয়েছে মঙ্গলবার রাজ্যের খসড়া ভোটারে তালিকা প্রকাশের ওপর। এই ভোটার তালিকা প্রকাশের পর সংবাদ শিরোনামে উঠে আসবে বৈধ ও অবৈধ ভোটার প্রসঙ্গ। এতে অবশ্যই সাধারণ মানুষের নজর যুবভারতী থেকে ঘুরে যাবে। এর উপরেই নির্ভর করছে অরূপের ভবিষ্যৎ।

ইন্টারভিউয়ে ব্রাত্য বিশেষভাবে সক্ষমরা

আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ভাবনা

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : নাম নেই দু'টি ইন্টারভিউ তালিকাতেই। কেউ বিশেষভাবে সক্ষম, কেউ আবার দৃষ্টিহীন। বেশ কয়েক বছর ধরে শিক্ষকতার চাকরি করেছেন। আদালতের রায়ে ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের পর এক কথায় তাঁদের মাথায় বাজ পড়েছিল। একমাত্র অবলম্বন ছিল পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার ইন্টারভিউয়ের তালিকা। কিন্তু নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের ভেরিফিকেশনের তালিকা প্রকাশের পর যখন সেখানেও তাঁরা সুযোগ পেলেন না, তখন তাঁরা রীতিমতো জীবন সংশয়ে ভুগছেন। প্রতিবাদে সরব হয়ে সোমবার থেকে বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন বিশেষভাবে সক্ষম ও দৃষ্টিহীন চাকরিহারারা। প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এসএসসির বিষয়ভিত্তিক শূন্যপদ না বাড়ানোকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন তাঁরা। নিজেদের হকের চাকরি ফেরাতে শীঘ্রই আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা করছেন তাঁরা।

দৃষ্টিহীন শিক্ষক সাহেব সাহা বলেন, '২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বরাদ্দ শূন্যপদের তুলনায় এবারে শূন্যপদের সংখ্যা যথেষ্ট কমানো হয়েছে। নবম-দশম স্তরে ভূগোলে ২৪ জন বিশেষভাবে সক্ষমরা শিক্ষকতা করতেন। এবার মাত্র ৩ জন এই সুযোগ পেয়েছেন। বাকিদের ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজ্য সরকার কী ভাবছে?' একই সুরে রবীন্দ্রনাথ সাহার অভিযোগ, 'শূন্যপদ বৃদ্ধি নিয়ে সরকারের কোনও সদিচ্ছা নেই। ৬০ জনের বেশি দৃষ্টিহীন যোগ্য শিক্ষক বঞ্চিত হয়েছেন এবারের তালিকায়। আমাদের মতো বিশেষভাবে সক্ষমদের দায় কি সরকার নেবে? প্রয়োজনে আমি একা রাস্তায় অনশনে বসব।' আতঙ্কে ভুগছে এইসব চাকরিহারাদের পরিবারও। তাঁদের আশঙ্কা, সরকার যদি 'যোগ্য'দের জন্য কোনও বিকল্প পথ না ভাবে, তাহলে দৃষ্টিহীন ও বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষকদের বাঁচানো যাবে না। আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়বে। মানসিক অবসাদের শিকার হয়ে শুধু তাঁরাই নয়, তাঁদের পরিবারও আর্থিক ও সামাজিক সংকটে পড়বে। রাজ্য সরকারের দুর্নীতির দায় কেন তাঁরা নেবেন, এই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। সোমা দাস ছাড়াও ক্যানসার ও মারণ ব্যধিতে আক্রান্ত অনেক চাকরিহারাই। তাঁদের দাবি, মানবিক দিক খতিয়ে দেখে আদালত ও সরকার তাঁদের চাকরি ফেরানো অথবা বিকল্প উপার্জনের ব্যবস্থা করুক।

মালদার বাসিন্দা চাকরিহারা শিক্ষিকা শুক্লা বিশ্বাস ৯০ শতাংশ দৃষ্টিহীন হওয়ায় বহু ইচ্ছা সত্ত্বেও বিকাশভবনের সামনে আন্দোলনে যোগ দিতে পারছেন না। তাঁর মন্তব্য, 'বাবা অসুস্থ। মা বাড়ি বাড়ি কাজ করেন। নবম-দশমের তালিকায় সুযোগ পেলাম না। জীবন শেষ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।' কান্নার সুরে শুক্লার মায়ের আক্ষেপ, 'ওর চাকরি গেলে পুরো পরিবার পথে বসবে। চাকরি বা বিকল্প উপার্জনের সুযোগ না পেলে পরিবারের সকলেই মারা যাবে।' সুনিশ্চিত সুরাহা না হলে টানা আন্দোলন চালানোর হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন বিশেষভাবে সক্ষম চাকরিহারারা। চাকরিহারা আন্দোলনের মুখ সংগীতা সাহার কথায়, '১০০ পয়েন্ট রোস্টারের জন্য বিশেষভাবে সক্ষমদের শূন্যপদ ১/৩ অংশ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। রাজ্য সরকার তাঁদের জন্য কী ভাবছে, তা শীঘ্রই স্পষ্ট করা হোক।'

৫ বছর বয়সে কি দুই ছেলের বাবা!

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : ৫ বছর বয়সেই দুই ছেলের বাবা। ৬৩ বছর বয়সি প্রৌঢ়র দুই ছেলের বয়স ৫৯ ও ৫৮ বছর। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটে। মঙ্গলবারই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে কমিশন। কিন্তু এখনও অব্যাহত রইল নিত্যনতুন বিষয় প্রকাশ্যে আসা। অভিযোগ, দুই বাংলাদেশি নাগরিকের বাবা ভারতীয়। ২০০৬ সালের ভোটার তালিকায় ওই দুই বাংলাদেশির বাবা হিসেবে যাঁর নাম রয়েছে তিনি এই দেশের নাগরিক এবং বয়সের ফারাক সামান্য।

এসআইআরে এনুমারেশন ফর্ম যাচাই করতে গিয়ে বিষয়টি নজরে এসেছে বিএলওর। এতে আঙুল উঠেছে স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলকোটের স্থানীয় বাসিন্দা সরোজ মাঝিকে বাবা হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আসলে বাংলাদেশি সাগর মাঝি ও লক্ষ্মী মাঝি তাঁর ছেলেই নয়। সাগরের আসল ছেলে অনুপ মাঝির দাবি, তাঁর বাবাকে নিজেদের বাবা দেখিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন ওই দুই বাংলাদেশি। ঘটনায় কার্যত আতঙ্কে রয়েছে এই পরিবার। যদিও অভিযুক্তদের দাবি, ২০০৬ সালে ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম তুলে দিয়েছিলেন স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, এই দুই বাংলাদেশি রাজশাহির বাসিন্দা। কর্মসূত্রে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব। এর আগেও এই ধরনের বহু অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। কোনও ব্যক্তির চার ছেলে থাকা সত্ত্বেও ৬ ছেলের খোঁজ মিলেছে। কেউ শ্বশুরকে বাবা সাজিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। কেউ আবার বাড়িওয়ালাকে বাবা বানিয়েছেন।

অভিযোগের তির সিপিএমের বিরুদ্ধে

বড়দিনের সূচনা পরশু

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবারই রাজ্যে বড়দিন উৎসবের সূচনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭ দিন ধরে চলবে বড়দিন উৎসব। ওই বিকাল ৪টেয় কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে এই উৎসবের সূচনা হবে এবং ওইদিন থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে। সোমবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই কর্মসূচির কথা জানিয়েছেন। প্রতিবছর ২০ ডিসেম্বর বড়দিন উৎসবের সূচনা হয়। কিন্তু এই বছর ১৭ ডিসেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বসছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংক্রান্ত বৈঠক। পরের দিন আলিপুরের ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে হবে বিজনেস কনক্লেভ। ওই কনক্লেভে দেশ ও বিদেশের শিল্পপতি, বিনিয়োগকারীরা উপস্থিত থাকবেন।

সোমবার নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়েও বৈঠক হয়। সেখানে মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বিভিন্ন দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবার মেলায় ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি চালানো হবে। মেলা উপলক্ষ্যে পরিবহণ দপ্তর অতিরিক্ত বাস চালাবে। ভিড় সামলাতে মুড়িগঙ্গায় থাকবে অতিরিক্ত ভেসেলও।

নারায়ণের দেহ রমজানদের কাঁধে

অশোক মণ্ডল

দুবরাজপুর ১৫ ডিসেম্বর : ঘটনাটা শুনে গল্পের মতো মনে হতেই পারে। তাতে অবশ্য বিশেষ দোষ নেই। কারণ যেই বঙ্গে একসময় লেখা হয়েছিল 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান', সেখানে এখন ধীরে ধীরে মানুষকে বিচার করার ক্ষেত্রে তাঁর ধর্মপরিচয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি দুঃখজনক হলেও সত্যি। আর সেই জন্যই ঘটনাটিকে গল্প মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এহেন জিনিস বাস্তবেই ঘটেছে এই বাংলায়।

যখন মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা একজন হিন্দুকে মৃত্যুর পর কাঁধে করে শুধু শ্মশানে পৌঁছে দিলেন না বরং তাঁর সৎকারেও যোগদান করলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এহেন অনন্য নজির সোমবার দেখা গেল বীরভূমের রাজনগরে। যখন নারায়ণ সূত্রধরের দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে শ্মশানে পৌঁছে দিলেন টুটুল, রমজান, আশিক, লালচাঁদরা।

বীরভূমের ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকা রাজনগরের গরদরজা সংসদের বাসস্ট্যান্ড এলাকার মানুষ ছিলেন নারায়ণ সূত্রধর বয়স প্রায় ৬০বছর। মৃত্যু খবর শুনে এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের শেখ টুটুল, শেখ রমজান, শেখ আশিক, শেখ লালচাঁদ, শেখ আকবরদের সঙ্গে অবশ্য বাসুদেব মন্ডল, বাপি গড়াইরাও হাত লাগিয়ে অন্তেষ্টি ক্রীড়া সম্পন্ন করে।

মৃতদেহ সৎকারের পর। সম্প্রীতির ছবি রাজনগরে। -সংবাদচিত্র।

প্রতিবেশী শেখ রমজান জানান, আমরা একসঙ্গে ওঠাবসা করেছি। শুনলাম নারায়ন সূত্রধর মারা গেছেন। আমরা হাতে হাত লাগিয়ে বাঁশের খাটিয়া তৈরি করে খড় দিয়ে দড়ি পাকিয়ে মৃতদেহ বেঁধে কাঁধে তুলে শ্মশান যাত্রায় শামিল হই। পুরোহিত প্রতুল চক্রবর্তী এই ধরনের সম্প্রীতি দেখে হতবাক। তিনি বলেন, এটা রাজনগর বলেই সম্ভব।

অন্যদিকে রাজনগর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সুকুমার সাধু বলেন, শুধু মুখে নয়। আর বইতেই নয়। রাজনগরে এলে দেখা যেত একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। অন্তেষ্টিক্রিয়া শেষেও ওই সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের বাড়ির সুবিধা-অসুবিধা খোঁজখবর নিচ্ছেন। মৃতের ছেলে তুষার সূত্রধর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ফের বিপাকে মানিক, রত্না

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নতুন করে বিপাকে পড়লেন তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। মানিক ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব রত্না চক্রবর্তী বাগচির বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর অনুমোদন দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ফলে এবার তাঁদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, ১৪ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি।

প্রাথমিকে নিয়োগ মামলায় ৩ অক্টোবর ব্যাংকশাল আদালতে সিবিআইয়ের জমা দেওয়া চূড়ান্ত চার্জশিটে নাম ছিল মানিক ও রত্নার। রাজ্যপালের অনুমোদন না থাকায় চার্জ গঠন করা সম্ভব হয়নি। নিয়ম মোতাবেক কোনও সরকারি পদাধিকারীর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর জন্য রাজ্যপালের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক। এবার সেই অনুমতি মেলায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতে আর কোনও বাধা রইল না।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২০৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

সর্বনাশের সাগরে

লাল গড়ে ফাটল। গেরুয়ার প্রভাব আর শুধু আভাসে নেই। পদ্মের উত্থান এখন বাস্তব। সিপিএম ও কংগ্রেসের বাইরে প্রথম অন্য কোনও শক্তি দৃশ্যমান কেরলে। কংগ্রেস ফের সমর্থনের জমি খুঁজে পেলেও সিপিএমের সামনে চরম সংকট। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা ছাড়া দলের শেষ দুর্গে মারাত্মক আঘাত পড়েছে। টানা ৪৫ বছর পর সিপিএমের হাতছাড়া তিরুবনন্তপুরম। দলের এতদিনের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত কেরলের বিভিন্ন এলাকায় গেরুয়ার জমি তৈরি হওয়ার আভাস স্পষ্ট।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিএমের সামনে অশনিসংকেত। সদ্য অনুষ্ঠিত পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে জোর ধাক্কা কেরলে সিপিএমের ভবিষ্যৎকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যে রাজ্যের ঐতিহাসিক বাস্তবতা হল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করে বিধানসভা ভোটকে। গত ১৫ বছরের রেকর্ড খেয়াল করলে সেই তথ্য বোঝা যায়। ২০১০-এর পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট পরের বছর কেরলের ক্ষমতায় এসেছিল।

আবার ২০২০-র স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভোটে ব্যাপক জয়ে ২০২১-এ পিনারাই বিজয়নের কেরলে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের পথ তৈরি হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যটির নির্বাচনি প্যাটার্নকে মাথায় রাখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন কেরলে কার্যত সিপিএমের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হয়ে উঠতে পারে।

শেষপর্যন্ত কেরল হাতের বাইরে চলে গেলে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সিপিএম বিরাট আতান্তরে পড়বে সন্দেহ নেই। অন্য শরিকদের মতো সেক্ষেত্রে সিপিএমের জাতীয় দলের স্বীকৃতি নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে। পুরোপুরি সংসদীয় রাজনীতিকেন্দ্রিক দলে এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে সংগঠনে। ২০২৬-এ কেরলের বিধানসভা নির্বাচন সিপিএমে সেই সমস্যা ডেকে আনতে পারে। বামপন্থা থেকে দক্ষিণপন্থায় ঢলে পড়ার এই প্রবণতার ব্যাখ্যা অনেক অনেক বছর আগে লেনিন লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

লেনিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, অবস্থানের প্রতি দৃঢ়তা, দায়বদ্ধতা ও আনুগত্যের অভাব থাকলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সবসময়ই বাম ও দক্ষিণপন্থার মধ্যে পেন্ডুলামের মতো দোলে। যে কারণে একসময় তৃণমূলকে পরাস্ত করার যুক্তি দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বাম থেকে রামে যাওয়ার ঢল নেমেছিল। বামের ভোটে কিছুদিন পুষ্ট হয়েছিল রামপন্থীরা। সেই হারানো সমর্থনের পুরোটা আর সিপিএমের ইভিএমে ফিরে আসেনি এখনও। সংসদীয় রাজনীতিতে টিকে থাকার তাগিদে নানারকম আপস বামপন্থী দলগুলিকে মতাদর্শগত অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

কেরল সেই তত্ত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ক্ষমতায় থেকে সরাসরি নাস্তিকতা আঁকড়ে থাকার ঝুঁকি নেয় না বামপন্থীরা। আবার প্রত্যক্ষভাবে ধর্মীয় রাজনীতিতে ঢলে পড়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পরে তৈরি হয় এক স্পর্শকাতর পরিস্থিতি। যা দলকে ধীরে ধীরে জনবিচ্ছিন্ন করে তোলে। পুরসভা ও পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কেরলে সিপিএমের হিন্দু ভোটাররা মুখ ফিরিয়েছেন।

শবরীমালা মন্দিরের বিধিনিষেধ নিয়ে সিপিএম সরকারের ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থান এর অন্যতম কারণ। সেই পরিস্থিতি আরও বিগড়ে গিয়েছে শবরীমালা মন্দিরে গোল্ড প্লেট দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে। যে মামলায় নাম জড়িয়ে যাওয়ায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সিপিএমের এক প্রবীণ নেতা। ধর্মে হিন্দু সমর্থকরা এরপর আর সিপিএমকে বিশ্বস্ত সঙ্গী মনে করেননি। সামগ্রিকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যাদের অধিকাংশ সরকারি কর্মচারী - সিপিএম থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে পিনারাই বিজয়ন সরকারের উন্নয়নমুখী বেশ কিছু পদক্ষেপ অতি বাস্তব হলেও তা সামাজিক, জাতিগত ও ধর্মীয় সমীকরণকে টপকে সিপিএমের সমর্থন ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। খোদ বিজয়ন ও তাঁর মেয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় যেসব অভিযোগ উঠেছে- সেগুলি সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে সিপিএম। মুসলিম ও খ্রিস্টান সমর্থকদের আবার কংগ্রেসের প্রতি আস্থা রাখা সামগ্রিকভাবে কেরলে সিপিএমের নৌকাকে সর্বনাশের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

ভাতার রাজনীতি নাকি স্মৃতির বিস্মৃতি?

মানুষের স্মৃতি বড়ই দুর্বল। এই প্রবাদটি বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের জন্যই তৈরি হয়েছে।

জয়জিৎ বণিক

বাঙালির আবেগ আছে, আড্ডা আছে, চায়ের কাপে ঝড় তোলার ক্ষমতা আছে। কিন্তু যেটা নেই, তা সম্ভবত দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক স্মৃতি। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই বাংলার রাজনৈতিক আকাশ-বাতাস কাঁপছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে—বিগত কয়েক বছরে ঘটে যাওয়া পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি আর অপশাসনের অধ্যায়গুলো কি ভোটাররা মনে রেখেছেন? নাকি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মাসিক ১২০০ টাকার জাদুকরি স্পর্শে সব ক্ষোভ, সব অপমান কর্পূরের মতোই উবে গিয়েছে?

গণতন্ত্রে সরকার বদলায়, প্রতিশ্রুতি বদলায়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা জিনিস ধ্রুবক হয়ে দাঁড়িয়েছে—জনগণের ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা। আজ যখন আমরা নির্বাচনের দোরগোড়ায়, তখন ফিরে দেখা দরকার সেইসব ঘটনা, যা একসময় রাজ্যকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আজ হয়তো ভোটব্যাংকের অঙ্কে তা কেবলই অতীতের মলিন স্মৃতি।

চোখের সামনে টাকা, তবু আমরা নির্বিকার?

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। টেলিভিশনের পর্দায় আমরা সবাই দেখেছি টাকার পাহাড়। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হওয়া কোটি কোটি টাকা। ওএমআর শিট বিকৃতি, যোগ্য প্রার্থীদের রাস্তায় বসে কান্না, আর অযোগ্যদের স্কুলে মাস্টারি—এই দৃশ্য কি ভোলা সম্ভব? হাইকোর্ট যখন একের পর এক চাকরি বাতিল করছে, তখন রাজ্যের মানুষের কি মনে পড়েনি যে তাদেরই সন্তানদের ভবিষ্যৎ চুরি গেছে?

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, পঞ্চায়েত নির্বাচন বা লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে এই ক্ষোভের বিশেষ প্রতিফলন দেখা যায়নি। কেন? কারণ, 'স্মৃতি প্রতারক'। র‍্যাশন দুর্নীতিতে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেপ্তার, চাল চুরির অভিযোগ, গরিবের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ—সবই যেন কোথাও চাপা পড়ে গেছে। এমনকি সাম্প্রতিক আরজি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনা, যা নিয়ে গোটা বাংলা মোমবাতি হাতে রাস্তায় নেমেছিল, 'তিলোত্তমা'র বিচারের দাবিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়েছিল—সেই আগুনের আঁচও কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হয়ে আসেনি? জনগণের এই 'স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি'বা 'শর্টটার্ম মেমরি লস'-ই কি শাসকদলের সবচেয়ে বড় পুঁজি? তাঁরা জানেন, মাস গেলে অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা ঢুকিয়ে দিলেই সব পাপ ধুয়ে যাবে।

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' : অধিকার নাকি আফিম?

শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের মাস্টারস্ট্রোক নিঃসন্দেহে তাদের জনমোহিনী প্রকল্পগুলো। বিশেষ করে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। গ্রামের গরিব মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা, যারা এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী, তাদের কাছে এটাই 'উন্নয়ন'। কিন্তু প্রশ্নটা হল—এই টাকা কি উন্নয়নের বিকল্প হতে পারে?

যে সরকার ডিএ দিতে পারে না, শূন্যপদে নিয়োগ করতে পারে না, তারা যখন মাসে মাসে হাতখরচ দেয়, তখন বুঝতে হবে এর পেছনে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক অঙ্ক। এই 'দানখয়রাতি' আসলে মানুষকে পঙ্গু করে রাখার কৌশল। কর্মসংস্থান না দিয়ে ভাতার ওপর নির্ভরশীল করে রাখা—এতে সাময়িক স্বস্তি মেলে ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে রাজ্যের অর্থনীতি ও যুবসমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।

দুর্ভাগ্যবশত, পশ্চিমবঙ্গের এক বিশাল অংশের ভোটার এই তাৎক্ষণিক লাভের কাছে বৃহত্তর স্বার্থকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। ১০০০ বা ১২০০ টাকার বিনিময়ে তারা ভুলে যান বালি চুরি, কয়লা পাচার, গোরু পাচার বা সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানদের ত্রাসের রাজত্ব। এই প্রবণতা কি আত্মঘাতী নয়?

> **সামনেই ২০২৬। আবার প্রতিশ্রুতি আসবে, আবার নতুন নতুন ভাতার ঘোষণা হবে। কিন্তু ভোটাররা কি এবারও তাঁদের 'স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি'র পরিচয় দেবেন। তাঁরা কি ভুলে যাবেন যে, ভাতা দিয়ে চাকরি কেনা যায় না? তাঁরা কি ভুলে যাবেন যে, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থায় তাঁদের সন্তানদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই? পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদি এখনই সচেতন না হন, তবে ২০২৬-এর নির্বাচন কেবল একটি রুটিন প্রক্রিয়া হয়েই থেকে যাবে।**

বিরোধীদের ব্যর্থতা : মেরুদণ্ডহীন রাজনীতি

শুধু শাসকদলকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, যদি বিরোধীরা তাদের কাজ ঠিকঠাক না করে। এবং এখানেই ২০২৬-এর প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলগুলো—বিজেপি, সিপিএম বা কংগ্রেস—যেন একেকটি 'কাগুজে বাঘ'।

বিজেপি-র সমস্যা বহুমুখী। প্রথমত, তাদের কোনও বিশ্বাসযোগ্য 'বাঙালি মুখ' নেই। মোদি-শা'র ওপর ভরসা করে বাংলায় ভোট জেতা যায় না, তা ২০২১ সালেই প্রমাণিত। দ্বিতীয়ত, তারা আন্দোলনে নেই, আছে এজেন্সিতে। ইডি বা সিবিআই কবে কাকে ধরবে, তার দিকে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকা ছাড়া রাজ্য বিজেপির নিজস্ব কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। সন্দেশখালি বা আরজি কর ইস্যুকে তারা দীর্ঘমেয়াদে জিইয়ে রাখতে ব্যর্থ। তাদের নিজেদের দলের কোন্দলই সামাল দেওয়া দায়, সেখানে তারা তৃণমূলের মতো শক্তিশালী সংগঠনের মোকাবিলা করবে কীভাবে?

বাম-কংগ্রেস : বামেরা এখনও তাদের হারানো জমি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের রাজনীতি আজও যেন সেই পুরোনো তাত্ত্বিক ঘেরাটোপে বন্দি। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের মতো তরুণ মুখ কিছুটা আশা জাগালেও, দলের বৃদ্ধতন্ত্র এবং মানুষের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্নতা তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে। তারা শুধু 'চোর চোর' স্লোগান দিয়েই দায় সারে, কিন্তু বিকল্প উন্নয়নের মডেল মানুষের সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আজ বিরোধী হতেন...

রাজনীতির ছাত্ররা একটা হাইপোথিসিস বা কাল্পনিক পরিস্থিতির কথা ভাবতেই পারেন। আজ রাজ্যে যা যা ঘটছে—নিয়োগ দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, সন্দেশখালি, আরজি কর—এইসব যদি বাম জমানায় ঘটত এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী নেত্রী থাকতেন, তবে বাংলার ছবিটা কেমন হত?

সম্ভবত গোটা বাংলা আজ জ্বলত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল প্রেস কনফারেন্স করে বা টুইট করে শান্ত থাকতেন না। তিনি রাইটার্স অভিযান করতেন, রাজভবন ঘেরাও করতেন, দিনের পর দিন রাস্তায় ধর্নায় বসে সরকারকে অচল করে দিতেন। সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামে তিনি দেখিয়েছিলেন বিরোধী রাজনীতি কাকে বলে। তিনি জানতেন কীভাবে ইস্যুকে মানুষের আবেগের সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়।

আজকের বিরোধীরা 'উইকএন্ড পলিটিশিয়ান'। তারা ইস্যু পেলে দু'দিন হইচই করেন, তারপর ভুলে যান। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্যু তৈরি করতেন এবং তা আদায় না হওয়া পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকতেন। আজ বিরোধীদের এই নখদন্তহীন দশাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবচেয়ে বড় সুবিধা করে দিচ্ছে। তিনি জানেন, তাঁর বিরুদ্ধে গর্জন করার মতো কেউ নেই।

২০২৬-এর অশনিসংকেত

সামনেই ২০২৬। আবার প্রতিশ্রুতি আসবে, আবার নতুন নতুন ভাতার ঘোষণা হবে। কিন্তু ভোটাররা কি এবারও তাঁদের 'স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি'র পরিচয় দেবেন। তাঁরা কি ভুলে যাবেন যে, ভাতা দিয়ে চাকরি কেনা যায় না? তাঁরা কি ভুলে যাবেন যে, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থায় তাঁদের সন্তানদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই?

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদি এখনই সচেতন না হন, তবে ২০২৬-এর নির্বাচন কেবল একটি রুটিন প্রক্রিয়া হয়েই থেকে যাবে। সরকার আসবে, সরকার যাবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্যের চাকা সেই তিমিরেই পড়ে থাকবে। ভাতার লোভে আত্মসম্মান আর ন্যায়বিচারকে বিসর্জন দেওয়ার এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা আজ সময়ের দাবি। মনে রাখবেন, সরকার ভুল করলে সাত খুন মাফ হতে পারে, কিন্তু জনগণ ভুল করলে তার মাশুল দিতে হয় প্রজন্মের পর প্রজন্মকে।

(লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

আজ

১৮৪০

সমাজ সংস্কারক উমেশচন্দ্র দত্তর জন্ম আজকের দিনে।

১৮৮২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সংগীতজ্ঞ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোচিত

নিশ্চিতভাবে আবার ভারতে আসব। অবশ্যই আসব। গত কয়েকদিনে সবাই আমাদের জন্য যা করেছেন, তা অবাক করে দেওয়ার মতো। হয়তো কোনও দিন ম্যাচ খেলতে কিংবা অন্য কোনও উপলক্ষ্যে আসব। ভারত সফরের অভিজ্ঞতা এতটাই ভালো যে, আক্ষেপ হচ্ছে সময়টা বড্ড কম ছিল।

- লিওনেল মেসি

ভাইরাল/১

সবজি দিয়ে পোর্ট্রেট! তামিলনাড়ুর এক ভক্ত প্রিয় অভিনেতা রজনীকান্তের ফিল্মি কেরিয়ারের ৫০ বছর পূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছিলেন। বিনস ও গাজর দিয়ে মেঝেতে থালাইভার বিখ্যাত সেই সিগারেট খাওয়ার অসাধারণ পোর্ট্রেট বানালেন। মুগ্ধ নেটদুনিয়া।

ভাইরাল/২

রাজস্থান পুলিশের কনস্টেবল প্রিয়াংকা শেখাওয়াতের নাচ। হাইওয়ের মাঝে গাড়ি দাঁড়িয়ে। 'তেরি আদায়ে হামে বেখুদ বানায়ে' গানটি চলছে। নীল জিন্স ও কমলা রঙের সোয়েটার পরে অন্যদের সঙ্গে দারুণ ভঙ্গিমায় নেচে তাক লাগালেন তিনি। বিতর্কের ঝড় নেটদুনিয়ায়।

জনমন

জনমত

অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্ত সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতিফলন

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিবেদন থেকে জানতে পারলাম, অস্ট্রেলিয়া ১৬ বছরের কমবয়সিদের ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও থ্রেডস সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইন কার্যকর হওয়ার আগেই এই পদক্ষেপ যেন আগামী প্রজন্মের মানসিক সুস্থতা রক্ষায় এক দৃঢ় অবস্থান। বিশেষত এমন এক সময়ে, যখন ডিজিটাল আসক্তি, সাইবার বুলিং, ভুয়ো পরিচয় এবং অনলাইন শোষণের শিকার হয়ে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি কিশোর-কিশোরী মনোযোগ, স্থিরতা এবং আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছে।

প্রযুক্তি মানুষের অগ্রগতির সহযাত্রী, কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীন প্রযুক্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই অস্ট্রেলিয়ার এই সিদ্ধান্ত শুধু নিষেধাজ্ঞা নয়, এটি এক সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতিফলন। মেটা জানিয়েছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীদের হিস্ট্রি সংরক্ষিত থাকবে এবং উপযুক্ত বয়স হলে তারা পুনরায় যুক্ত হতে পারবে- এটি প্রযুক্তির প্রতি নয়, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রমাণ।

ভারত এবং বিশেষত পশ্চিমবঙ্গেও এই উদ্যোগ আলোচনার দাবি রাখে। কারণ, আমাদের কিশোর-কিশোরীরা দিন-দিন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দূরে সরে কৃত্রিম স্বীকৃতির দুনিয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে শুধু প্রযুক্তির ব্যবহার নয় বরং প্রয়োজন প্রযুক্তিবোধ গড়ে তোলা, যেখানে ভার্চুয়াল পরিচয় নয়, বাস্তব মানুষ হয়ে ওঠার গুরুত্ব শেখানো হবে।

বিশ্ব যদি আজ অস্ট্রেলিয়ার পথে হাঁটতে শেখে তবে তা নিষেধাজ্ঞার ভয় নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বশীলতার জয় হবে।

মলয় চক্রবর্তী,
ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

স্বপ্নপূরণে প্রয়োজন উন্নত নাগরিকবোধ

নাগরিক শিক্ষাকে স্কুলের বাইরে সমাজজীবনের অঙ্গ করতে হবে। জনসচেতনতামূলক প্রচারকে প্রকৃত রূপ দিতে হবে।

সৈকত দেবনাথ

অভিশপ্ত।। আরসিবি'র বিজয় উৎসব।

আমরা ২০৪৭ সালের মধ্যে এক উন্নত, আত্মনির্ভর ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখছি। অথচ আমাদের নাগরিকবোধ যেন আজও শতাব্দীপ্রাচীন ধ্যানধারণার মধ্যেই আবদ্ধ। সম্প্রতি কলকাতায় আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তা ভারতের নাগরিকবোধ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে আরও একবার নগ্নভাবে উন্মোচিত করেছে। আন্তর্জাতিক মানের একটি অনুষ্ঠান পরিণত হয় চরম অব্যবস্থায়। বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে প্রতিফলিত হয় কোনও একটি শহরের নয়, বরং একটি দেশের ব্যর্থতার ছবি। স্টেডিয়ামে হুড়োহুড়ি, ভিআইপি সংস্কৃতির দাপট, রাজনৈতিক নেতা ও ক্ষমতাবানদের দখলদারি—এর মধ্যেই সাধারণ দর্শকদের প্রত্যাশা ও হাজারো ভক্তের স্বপ্ন মুহূর্তেই হতাশায় পর্যবসিত হয়। আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি চরম উদাসীনতা এবং দুর্বল নাগরিক চেতনার আরেকটি প্রমাণ মেলে এই ঘটনায়। সৌভাগ্যবশত কোনও প্রাণহানি ঘটেনি, তবে তা দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফল নয়—নির্ভর করতে হয়েছে কেবল সৌভাগ্যের ওপর।

এই নাগরিক অবক্ষয়ের কারণ গভীর ও বহুমাত্রিক। প্রথমত, আমাদের সাংস্কৃতিক মনোভাব—যেখানে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রায়ই সামাজিক শৃঙ্খলার ঊর্ধ্বে রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, অপর্যাপ্ত নাগরিক শিক্ষা। আমাদের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় মূলত অ্যাকাডেমিক সাফল্যের ওপর জোর দেওয়া হয়; নাগরিক দায়িত্ব, সামাজিক আচরণ ও শৃঙ্খলাবোধের মতো বাস্তব মূল্যবোধ সেখানে প্রায় উপেক্ষিত। পরিচ্ছন্নতা, সরকারি সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা, নিয়ম মানার অভ্যাস—এই মৌলিক বিষয়গুলো শৈশব থেকেই পরিবার বা শিক্ষাঙ্গনে সেভাবে গড়ে ওঠে না। তৃতীয়ত, দুর্বল আইন প্রয়োগ ও প্রশাসনিক উদাসীনতা। অপরাধীরা জানে, শাস্তি অনিবার্য নয়। পুলিশি দুর্নীতি, মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং বিচার ব্যবস্থার শ্লথ গতি নাগরিকদের মধ্যে দায়মুক্তির একধরনের মানসিকতা তৈরি করেছে।

মেসির অনুষ্ঠান ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ের একাধিক ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিজয় থালাপথির রাজনৈতিক সমাবেশে পদদলিত হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু, বেঙ্গালুরুতে আরসিবি বিজয় উৎসবে প্রাণহানি, নিউ দিল্লি স্টেশন থেকে কুম্ভমেলায় বারবার ঘটে চলা হুড়োহুড়ি ও দুর্ঘটনা—সবই দেখিয়ে দেয় আমাদের শৃঙ্খলাবোধ কতটা ভঙ্গুর। কোথাও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নেই, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, আর নাগরিকবোধের ঘাটতি—সব মিলিয়ে বিপর্যয় যেন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনেও নাগরিকবোধের অভাব স্পষ্ট। রাস্তায় আবর্জনা ফেলা, ট্রাফিক সিগন্যাল ভাঙা, ফুটপাথে গাড়ি চালানো, উৎসবে রাতভর উচ্চগ্রামে মাইক বাজানো, কিংবা নদীর ধারে পিকনিক শেষে আবর্জনার স্তূপ ফেলে যাওয়া—এসব যেন এক অচেতন সংস্কৃতির স্বাভাবিক অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাগরিক শিক্ষার চর্চা রয়ে গিয়েছে মূলত কাগজে-কলমেই।

অধিকাংশ মানুষ আজ ভীষণ ক্ষুব্ধ, কিন্তু একইসঙ্গে হতাশ। তাঁরা যেন মেনে নিয়েছেন—অভিযোগ করলেও পরিবর্তন আসবে না। এই হতাশাই সম্ভবত দেশের নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। অথচ পরিবর্তন অসম্ভব নয়। প্রয়োজন প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং আইনের নিরপেক্ষ ও কঠোর প্রয়োগ। নাগরিক শিক্ষাকে স্কুলের চার দেওয়ালের বাইরে এনে সমাজজীবনের অঙ্গ করে তুলতে হবে। জনসচেতনতামূলক প্রচারকে আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে বাস্তব রূপ দিতে হবে। কঠোর শাস্তি, স্বচ্ছ প্রশাসন ও সক্রিয় নাগরিক অংশগ্রহণই পারে এই সংকট থেকে দেশকে উদ্ধার করতে। ভারত অর্থনীতি, মহাকাশবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দ্রুত এগোচ্ছে—কিন্তু নাগরিকবোধ ও মূল্যবোধের আচরণে আমাদের এখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। উত্তর ভারতীয় সংগীতের আট মাত্রার তাল ৩। সমাধান, কোনও সমস্যার নিষ্পত্তি ৫। কালেভদ্রে, যখন প্রয়োজন হয় তখন ৬। ইসলাম ধর্মের মন্ত্র ৭। সীতার বোন, লক্ষ্মণের বউ ৯। সংখ্যার তথ্যপঞ্জি ১২। গৌরব বা মাহাত্ম্য, কোনও ব্যক্তির প্রভাব ১৩। সূর্য ওঠার উপায় নেই, এক রাতের মধ্যে।

উপর-নীচ : ১। শ্মশানচারী সাধু বা শিবের তান্ত্রিক সাধক ২। ইন্দ্রের অন্য নাম অথবা বাংলার গোয়েন্দা চরিত্র ৩। ফুলের গন্ধ ৪। সহায় সম্বলহীন ৫। চন্দ্রের দুই পক্ষ কালের মধ্যে কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি ৭। পরিমাণ বা সংখ্যায় কম ৮। বিপদ সংকেত ৯। ফুলের রেণু ১০। বিভীষণের বউ ১১। ঝাঁটা বা সম্মার্জনী।

সমাধান ■ ৪৩১৮

পাশাপাশি : ১। বদনা ৪। বাগড়া ৫। তাসা ৭। নিকেল ৮। টায়টায় ৯। বাতায়ন ১১। পালুই ১৩। কুরু ১৪। বহর ১৫। দমন।

উপর-নীচ : ১। বকুনি ২। নাবাল ৩। গড়াপেটা ৬। সাশ্রয় ৯। বার্তাকু ১০। নড়বড়ে ১১। পারদ ১২। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ত্রিদেশীয় সফরে মোদি

আম্মান, ১৫ ডিসেম্বর : তিন দেশ সফরের প্রথম পর্যায়ে সোমবার জর্ডনে পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন আম্মানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোদিকে স্বাগত জানান জর্ডনের প্রধানমন্ত্রী জাফর হাসান। তিনি জর্ডনে দু-দিন থাকছেন। জর্ডনের রাজার আমন্ত্রণেই মোদির এই সফর। জানা গিয়েছে, রাজা আবদুল্লা দ্বিতীয় বিন হুসেনের সঙ্গে মূল আঞ্চলিক ইস্যুগুলি নিয়ে মতবিনিময় হবে মোদির। এবছর ভারত-জর্ডন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ৭৫ বছরে পড়েছে। ফলে দু-দেশের সহযোগিতাকে আরও জোরদার করে দ্বিপাক্ষিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। রওনা হওয়ার আগে নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ‘আমি তিনটি দেশ জর্ডন, ইথিওপিয়া ও ওমান সফরে যাচ্ছি। এই দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সভ্যতাগত সম্পর্ক রয়েছে। পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও রয়েছে।’

অ্যান্টার্কটিকার শৃঙ্গে কবিতা

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ার বাসিন্দা কবিতা চাঁদ ইতিহাস গড়লেন। তিনি

অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ভিনসন জয় করেছেন। কবিতা শৃঙ্গের চুড়োয় পৌঁছোন ১২ ডিসেম্বর। ঘড়িতে তখন স্থানীয় সময় রাত ৮.৩০। ভয়ংকর ঠান্ডা, হিমাঙ্কের নীচে নেমে যাওয়া তাপমাত্রার সঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়ার কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে বছর ৪০-এর কবিতাকে। কিন্তু দমে যাননি। নিজের অদম্য জেদকে সঙ্গী করে ৪,৮৯২ মিটার উঁচু ভিনসনের চুড়োয় পৌঁছে টাঙালেন তেরঙা। গর্বিত হল দেশ।

কুয়াশায় উড়ান বিভ্রাট দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : লাগাতার বিমান বিভ্রাট ও যাত্রী দুর্ভোগের রেশ ফিকে হতে না হতেই নতুন সংকট তৈরি করেছে ঘন কুয়াশা ও বিষাক্ত বাতাস। সোমবার দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা ভয়াবহভাবে কমে যাওয়ায় বিমান পরিষেবা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। দূষণ ও ঘন কুয়াশার জেরে অন্তত ৬১টি বিমান বাতিল এবং ৪০০-র বেশি উড়ান বিলম্বে চলেছে।এই পরিস্থিতিতে সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে ‘ফুটবলের রাজপুত্র’ লিওনেল মেসিকেও। মুম্বই থেকে ঠিক সময়ে বিমান না ওড়ায় ‘গোট’ ট্যুরের শেষ ধাপে রাজধানীতে পৌঁছোতে এদিন বেশ খানিকটা দেরি হয়ে যায় আর্জেন্টেনীয় মহাতারকার।

এদিন ঘন কুয়াশার কারণে দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে পথ দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়।

শিক্ষা বিলে তপ্ত সংসদ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : লোকসভায় সোমবার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করিয়ে নিল মোদি সরকার। আইন ও বিচারমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল লোকসভায় রিপেলিং অ্যান্ড অ্যামেন্ডিং বিল, ২০২৫ এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল, ২০২৫ পেশ করেন। পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং পেশ করেন সাস্টেনেবল হারনেসিং অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ নিউক্লিয়ার এনার্জি ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া বিল, ২০২৫ সংক্ষেপে ‘শান্তি বিল’।

তবে বিল পেশের পরেই প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে সরকার। কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারি ও তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগত রায় বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিলের বিরোধিতা করেন। সৌগত রায় অভিযোগ করেন, ‘বিলটা ভালো করে পড়ার সুযোগই আমাদের দেওয়া হচ্ছে না।’ সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সংসদে জানান, ওই বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) কাছে পাঠানোর প্রস্তাব দিচ্ছে সরকার।

বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল নিয়ে তীব্র আপত্তি ওঠে লোকসভায়। মণীশ তিওয়ারির দাবি, এই বিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করছে এবং শিক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করছে। প্রেমচন্দ্রনের অভিযোগ, রাজ্যস্তরের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ চাপানো হচ্ছে। ডিএমকের জি সেলভম এবং কংগ্রেসের এস জোথিমণি বিলের হিন্দি নামকরণ নিয়েও আপত্তি জানান। বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিলের মাধ্যমে ইউজিসি, এআইসিটিই এবং এনসিটিই-র বদলে একটি তিন-কাউন্সিল বিশিষ্ট একক উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বিলে। কেন্দ্রের দাবি, এই বিল উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সামনে স্বায়ত্তশাসনের দরজা খুলে দেবে। যে প্রতিষ্ঠানগুলি নির্ধারিত মাপকাঠি পূরণ করবে, তারা ধাপে ধাপে শিক্ষাগত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাবে।

একই দিনে সরকার লোকসভায় পেশ করে শান্তি বিল, যার মধ্যে রয়েছে পারমাণবিক শক্তি ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার প্রবেশের পথ খুলে দেওয়ার প্রস্তাব। এই বিলের বিরোধিতা করে ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা অভিযোগ তোলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করছে এবং অযথা অতিরিক্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করতে চাইছে। সূত্রের দাবি, বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটিতে সরকার শান্তি বিল এবং ভিব জি রাম জি বিল ২০২৫-কে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠাতেও সম্মত হয়েছে।

শান্তি বিল পেশ করতে গিয়ে জিতেন্দ্র সিং জানান, এই বিলের মাধ্যমে ১৯৬২ সালের পরমাণু শক্তি আইন এবং ২০১০ সালের পরমাণু ক্ষয়ক্ষতি দায় আইন বাতিল করে একটি বাস্তবসম্মত দেওয়ানি কাঠামো চালু করা হবে। একই সঙ্গে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রক বোর্ডকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া এবং বেসরকারি অংশগ্রহণের জন্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ ক্ষেত্র খুলে দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। সরকারের দাবি, ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছোনো এবং ২০৭০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামানোর রোডম্যাপের অংশ হিসেবেই শান্তি বিল আনা হয়েছে। বিদ্যুৎমন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী, এই লক্ষ্যে পৌঁছোতে প্রায় ২১৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন।

বিরোধীদের মতে, এই বিল কেন্দ্রকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিচ্ছে। মণীশ তিওয়ারির অভিযোগ, অতিবিপজ্জনক পারমাণবিক কর্মকাণ্ডে লাভজনক বেসরকারি সংস্থার প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, অথচ দায় সীমিত করা হচ্ছে এবং বিচারবিভাগীয় প্রতিকারের পথ সংকুচিত করা হচ্ছে। আরএসপির এনকে প্রেমচন্দ্রন বলেন, ‘এই বিল সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির বিরোধী। কারণ, এর মূল উদ্দেশ্য বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থাকে পারমাণবিক ক্ষেত্রে ঢোকানো।’ তৃণমূল কংগ্রেসের সৌগত রায় এই বিলে আপত্তি জানিয়ে লোকসভায় বলেন, ‘এর ফলে বেসরকারিকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।’

আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালের আনা রিপেলিং অ্যান্ড অ্যামেন্ডিং বিল নিয়েও বিরোধিতা হয়। প্রেমচন্দ্রনের অভিযোগ, সাংসদদের পর্যাপ্ত সময় না দিয়েই বিলটি আনা হয়েছে। সূত্রের খবর, এই বিল নিয়ে তিন ঘণ্টা আলোচনা বরাদ্দ করেছে বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি। বিমা আইনে সংশোধন এনে বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) ৭৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০০ শতাংশ করার প্রস্তাবও সংসদে তুলেছে সরকার।

বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল

- ইউজিসি, এআইসিটিই এবং এনসিটিই-র বদলে তিন-কাউন্সিল বিশিষ্ট একক উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব
- অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা জরিমানা
- স্বায়ত্তশাসনের দরজা খুলে দেবে। যে প্রতিষ্ঠানগুলি নির্ধারিত মাপকাঠি পূরণ করবে, তারা ধাপে ধাপে শিক্ষাগত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাবে।

শান্তি বিল

- পরমাণু ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত দায় আইন বাতিল করে একটি বাস্তবসম্মত দেওয়ানি কাঠামো চালু করা
- পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রক বোর্ডকে আইনগত স্বীকৃতি
- বেসরকারি অংশগ্রহণের জন্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ ক্ষেত্র খুলে দেওয়া
- সরকারের দাবি, ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন। ২০৭০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নিয়ে আসা

আমার একলা আকাশ...

সোমবার সিমলাতে।

‘ভগবানকেও কি একটু ঘুমোতে দেবেন না’

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : মথুরার বিখ্যাত বাঁকে বিহারী মন্দিরে টাকার বিনিময়ে ‘বিশেষ পুজো’র ব্যবস্থা এবং মন্দিরের সামগ্রিক অব্যবস্থা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল দেশের শীর্ষ আদালত। আদালতের ক্ষুব্ধ পর্যবেক্ষণ, ‘টাকার জন্য ভগবানকে এক মিনিটের জন্যও বিশ্রাম নিতে দিচ্ছেন না আপনারা!’ বিচারপতিদের মতে, স্রেফ টাকার লোভে এই ধরনের কর্মকাণ্ড দেবতার বিশ্রামের সময়কে বিঘ্নিত করছে এবং কেবল ধনী ব্যক্তিদের বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ সোমবার একটি মামলার শুনানিতে এই প্রথার সমালোচনা করে। মামলাটি ছিল আদালত-গঠিত মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটির স্থির করে দেওয়া দর্শন ও মন্দিরের অন্যান্য রীতিনীতির সময়সূচি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে।

বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, দুপুর ১২টায় মন্দির বন্ধ হওয়ার পরেও

বাঁকে বিহারী মন্দিরে টাকার খেলায় সুপ্রিম উদ্বেগ

তথাকথিত ‘সচ্ছল’ ব্যক্তিরা মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে বিশেষ পুজো করছেন, যার ফলে দেবতা বিশ্রামের সুযোগ পাচ্ছেন না। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, এই সময়টাতেই তাঁরা দেবতাকে সবচেয়ে বেশি ‘শোষণ’ করেন। মন্দির সেবাইতদের পক্ষে থাকা সিনিয়ার অ্যাডভোকেট শ্যাম ডিভান এই প্রথা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত দেন এবং বলেন যে, দেবতার বিশ্রামের সময়টি পবিত্র, যা রক্ষা করা উচিত। বেঞ্চ এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং জানায় যে, ঠিক এই সময়েই প্রভাবশালীরা টাকার বিনিময়ে বিশেষ পুজো করতে আসেন।

সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে নোটিশ জারি করেছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল এম পামচোলির বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে।

মনে হয় মা আর নেই সু কি-পুত্র

টোকিও, ১৫ ডিসেম্বর : গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য গোটা বিশ্বে সমাদৃত নোবেল শান্তিজয়ী আং সান সু কি এখনও জুন্টা সরকারের হাতে বন্দি। দু-বছরেরও বেশি কেউ তাঁকে প্রকাশ্যে দেখেননি। এই আবহে তাঁর ছেলে কিম অ্যারিসের আশঙ্কা, ‘মা বোধহয় বেঁচে নেই’। ২০২১-এ সুকিকে ক্ষমতাচ্যুত করে মায়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থান হয়। সেই থেকে তিনি বন্দি। তাঁর ছেলে কিম অ্যারিস এখন টোকিওতে। জাপানে এক প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, অশীতিপর মায়ের গলা তিনি বহুদিন শোনেননি। তিনি বলেছেন, ‘পরিবার তো দূরের কথা, মাকে তাঁর আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়নি। আমি যতদূর জানি, মা মারা গিয়ে থাকতে পারে।’ তিনি বলেছেন, ‘আমার মায়ের ক্ষেত্রে জুন্টা সরকারের নিজস্ব অ্যাজেন্ডা আছে। জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি নির্বাচনের আগে বা পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় কিংবা তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়, তাহলে সেটাও অন্তত একটা।’

মহিলা সাংসদদের বিবাদ মেটাতে আসরে অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : ‘রাখে হরি মারে কে’, তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় অন্দরে এই কথাটিই এখন নতুন মহিলা সাংসদদের নীরব কিন্তু স্পষ্ট প্রতিবাদের ভাষা। সূত্রের খবর, সোমবার লোকসভার জিরো আওয়ারে বক্তব্য রাখার সুযোগ পাওয়ার পর যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ প্রকাশ্যেই এই মন্তব্য করেন। সেইসময় লোকসভায় উপস্থিত ছিলেন দলের একাধিক বর্ষীয়ান সাংসদও। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্য দলের সংসদীয় নেতৃত্বে থাকা বর্ষীয়ান মহিলা সাংসদদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। মহিলা সাংসদদের মধ্যে ঝামেলা মেটাতে এবারে আসরে নামছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দিল্লিতে সংসদীয় দলের বৈঠকে অভিষেকের হাজির থাকার কথা।

গত কয়েক দিন ধরেই সংসদের বিভিন্ন ইস্যুতে ক্ষমতা প্রয়োগ, সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া এবং লোকসভার নেতৃত্বে থাকা বর্ষীয়ান মহিলা সাংসদদের নির্দেশ বিনা প্রশ্নে মান্য করার প্রবণতা নিয়ে নতুন মহিলা সাংসদদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধছে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর লোকসভার নতুন দলনেতা হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শীতকালীন অধিবেশনে এখনও পর্যন্ত তিনি অনুপস্থিত। ব্যক্তিগত কারণে তিনি বর্তমানে দেশের বাইরে লোকসভার কার্যত দায়িত্ব সামলাচ্ছেন দলের মুখ্য সচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং উপদলনেত্রী শতাব্দী রায়।

কিন্তু এখানেই জটিলতা। খবর, এই দুই নেতৃত্বের সঙ্গেই দূরত্ব বাড়ছে নতুন সাংসদ সায়নী ঘোষ ও সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই দূরত্বের খবর ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি লোকসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রীদের কাছ থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যাও চেয়েছেন।

বিতর্কের কেন্দ্রে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উদ্যোগ। দলকে না জানিয়ে নিজের নির্বাচনি এলাকার একাধিক দাবি নিয়ে তিনি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চান। এই পদক্ষেপে কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও শতাব্দী রায় ঘরোয়া আলোচনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, নতুন সাংসদরা যেভাবে দলের সংসদীয় নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তা শৃঙ্খলার পরিপন্থী। অতীতে সংসদে কোনও পদক্ষেপ করার আগে লোকসভার দলনেতা বা সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমোর অনুমতি নিয়ে কাজ করা হত। কিন্তু বর্তমান সাংসদদের একাংশ সেই প্রক্রিয়ার ধারে-কাছ দিয়েও যাচ্ছেন না বলেই অভিযোগ। ঘরোয়া আলোচনায় দলের নতুন মহিলা সাংসদদের ‘সংযম’ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও মুখ্য সচেতক ও উপদলনেত্রীর মুখে শোনা গিয়েছে।

এর আগেও কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্যে বচসা সামনে আসে। নতুন করে নবীন-প্রবীণ মহিলা সাংসদদের মনোমালিন্যে অস্বস্তিতে দল। তাই অভিষেকের তড়িঘড়ি দিল্লি আসছেন।

দলীয় সূত্রে খবর, বুধবার সংসদীয় দলের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার রাতের মধ্যে দিল্লিতে বৈঠকে বসতেই অভিষেক রাজধানীতে পৌঁছোচ্ছেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠকেই ঠিক হবে, তৃণমূলের সংসদীয় অন্দরে ক্রমশ ঘনীভূত হওয়া এই টানাপোড়েন কোন পথে মোড় নেয়।

ফের কাছাকাছি পিকে-কংগ্রেস?

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় ফল। ‘জন সুরাজ’-এর ফানুস চুপসে গিয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেসের ফলাফলও তথৈবচ। ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাজনৈতিক অলিন্দে বড় খবর— কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার সঙ্গে একান্ত বৈঠক করলেন ভোটকুশলী তথা রাজনৈতিক প্রশান্ত কিশোর (পিকে)।

প্রায় তিন বছর আগে কংগ্রেসের সঙ্গে পিকের সম্পর্ক চূড়ান্ত তিক্ততায় শেষ হয়েছিল। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। সদ্যসমাপ্ত বিহার ভোটেও কংগ্রেস তথা মহাগঠবন্ধনের বিরুদ্ধে লাগাতার তোপ দেগেছিলেন পিকে। এমনকি রাহুল গান্ধির ‘ভোট চুরি’র তত্ত্বকেও নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ভোটের ফল বের হতেই দেখা গেল, পিকের ‘জন সুরাজ’ পার্টি খাতাই খুলতে পারেনি। ২৩৮টি আসনে লড়ে ২৩৬টিতেই (৯৯ শতাংশ) জামানত জব্দ হয়েছে। অন্যদিকে

প্রিয়াংকার সঙ্গে বৈঠক প্রশান্তের

কংগ্রেস ৬১টিতে লড়ে মাত্র ৬টিতে জিতেছে, যা ২০২০ সালের তুলনায় অনেকটাই কম। এই ভরাডুবির পরেই কি ফের পুরোনো বন্ধুদের প্রয়োজন পড়ল?

রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে, যদিও দুই পক্ষই এই বৈঠককে ‘সৌজন্য সাক্ষাৎ’ বলে লঘু করে দেখাতে চাইছে। কিন্তু রাজনীতির কারবারিরা এর মধ্যে আগামী দিনের সমীকরণের গন্ধ পাচ্ছেন। ২০২১-২২ সালে কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করতে ১০ জনপথে দীর্ঘ প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন পিকে। সোনিয়া, রাহুল, প্রিয়াংকার উপস্থিতিতে সেই বৈঠকে পিকের রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা হয়। কংগ্রেস তাঁকে ‘এমপাওয়ার্ড অ্যাকশন গ্রুপ’-এ যোগ দেওয়ার প্রস্তাবও দেয়। কিন্তু পিকে সেই প্রস্তাব সপাটে ফিরিয়ে দেন। টুইট করে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি কেবল একটি কমিটির সদস্য হতে চান না, কংগ্রেসে আমূল কাঠামোগত পরিবর্তন ও সংস্কার প্রয়োজন। যা নিয়ে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের একাংশের তীব্র আপত্তি ছিল। পিকে-কে ‘বহিরাগত’ ও ‘অবিশ্বাসযোগ্য’ মনে করেছিলেন তাঁরা।

সেই ‘না’ বলে বেরিয়ে আসার পর এই প্রথম ফের গান্ধি পরিবারের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে পিকে। তবে কি বিহারের বিপর্যয় পিকে-কে ফের কংগ্রেসের দিকে ঠেলে দিল? নাকি রাজনীতির চাকা ফের উলটো দিকে ঘুরছে? উত্তর আপাতত সময়ের গর্ভে।

নিশানায় হোয়াটসঅ্যাপ-ফেসবুক

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ‘সহযোগ’ পোর্টাল চালুর প্রথম বছরেই অনলাইনে আপত্তিকর বিষয়বস্তু বা অ্যাকাউন্ট ব্লক করার নির্দেশ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তথ্যের অধিকার আইনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে ১৯টি অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে মোট ২,৩১২টি ব্লকিং নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ, গড়ে প্রতিদিন ৬টিরও বেশি কনটেন্ট ব্লক করার নির্দেশ গিয়েছে সরকারের তরফে। এই নির্দেশগুলির সিংহভাগই গিয়েছে মেটা পরিচালিত প্ল্যাটফর্মগুলিতে। মোট নির্দেশের ৭৮ শতাংশেরও বেশি পেয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১,৩৯২টি নির্দেশ গিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপের কাছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ফেসবুক পেয়েছে ২৫৫টি নির্দেশ এবং ইনস্টাগ্রাম পেয়েছে ১৬৯টি।

অন্যান্য বড় প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ইউটিউবকে ১৭৬টি এবং মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামকে ১২৩টি ব্লকিংয়ের অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়াও গুগল (৯৩), অ্যাপল (৪৩), অ্যামাজন (২৩) সহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মেও নির্দেশ গিয়েছে।

ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার এই ‘সহযোগ’ পোর্টালটি পরিচালনা করে। তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৭৯(৩)(বি) ধারার অধীনে এই নোটিশগুলি পাঠানো হয়। এই ধারা অনুযায়ী, নির্দেশ মেনে না চললে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি তাদের আইনি সুরক্ষা হারাতে পারে। এর আগে ‘এক্স’ (টুইটার) এই পোর্টালটিকে একটি ‘সমান্তরাল সেন্সরশিপ ব্যবস্থা’ বলে অভিহিত করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল, যদিও কর্ণাটক হাইকোর্ট কেন্দ্রের পক্ষেই রায় দেয়।

বন্ডি গণহত্যায় জড়িত বাবা-ছেলে

সিডনি, ১৫ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়ায় সিডনির বন্ডি সমুদ্রসৈকতে ১৫ ডিসেম্বর ইহুদিদের এক অনুষ্ঠানে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে কমপক্ষে ১৯ জনকে হত্যার ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা বিশ্ব। কঠোর বন্দুক নিয়ন্ত্রণ আইন থাকা সত্ত্বেও এই হামলার ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সোমবার দুই বন্দুকবাজের পরিচয় প্রকাশ করেছে অস্ট্রেলিয়া পুলিশ। সম্পর্কে তারা বাবা ও ছেলে। ৫০ বছর বয়সি সাজিদ আকরাম এবং তাঁর ২৪ বছর বয়সি ছেলে নাভিদ আকরাম। তারা আদতে পাকিস্তানের লাহোরের বাসিন্দা। বন্ডি সমুদ্রসৈকতে পুলিশের গুলিতে বাবা সাজিদ আকরামের মৃত্যু হয়েছে। নাভিদ বর্তমানে আহত অবস্থায় পুলিশি প্রহরায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অস্ট্রেলিয়ার সরকারি মুখপাত্রের তথ্য অনুযায়ী, সাজিদ ২৭ বছর আগে ১৯৯৮ সালে ছাত্র ভিসায় অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিল। ২০০১ থেকে সে স্থায়ী ভিসায় ছিল। নাভিদ জন্মসূত্রে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক।

আততায়ীর গুলিতে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা। সোমবার সিডনিতে।

তবে এই নৃশংস হত্যালীলার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরেও স্বামী, পুত্রের জড়িত থাকার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না নাভিদ আকরামের মা ভেরেনা। সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে নাভিদ ‘খুবই ভালো ছেলে’ এবং ‘যে কোনও মা সবসময় এরকমই ছেলে চাইবেন’। ভেরেনা আরও জানান, ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগেও বাবা-ছেলে একসঙ্গে জার্ভিস বে-তে গিয়েছিলেন এবং স্কুবা ডাইভিং করেছেন। ফোনে ছেলের সঙ্গে তাঁর শেষ কথা হয়, যেখানে নাভিদ জানান যে তিনি খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি ফিরবেন, কারণ বাইরে খুব গরম।

বন্দুক হাতে কালো পোশাকে

মানতে নারাজ মা

নাভিদের গুলি চালানোর দৃশ্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেও, ভেরেনার দাবি, নাভিদের কোনও বন্দুক ছিল না। তিনি বলেন, ‘ও খুব বেশি বাইরে বের হত না। তেমন বন্ধুবান্ধবও নেই। মদ-সিগারেট কিছুই খায় না। কখনও খারাপ জায়গায় যেত না। শুধু কাজে যায়। কাজ শেষ হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে আসত। মাঝে মাঝে শরীরচর্চা করতে যায়। ব্যাস, এটুকুই!’ পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নাভিদ আকরাম আগে একটি সংস্থায় রাজমিস্ত্রির কাজ করত, যা পরে বন্ধ হয়ে যায়। তার বাবা সাজিদ আকরামের একটি ফলের দোকান ছিল। হামলাকারীদের একজনের অপরাধের পূর্ব রেকর্ড ছিল। বাবা-ছেলের মোট ৬টি বন্দুকের লাইসেন্স ছিল বলেও পুলিশ জানিয়েছে। সবকটি বন্দুকই রবিবারের গণহত্যায় ব্যবহার করা হয়েছে।

এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিশ্বনেতারা। ইজরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইস্যাক হেরজগ বলেছেন, ‘এই মুহূর্তে সিডনির ভাই-বোনেরা সন্ত্রাসবাদী হামলার শিকার। এই নিষ্ঠুরতা মেনে নেওয়া যায় না।’ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এক্স হ্যান্ডেলে এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ এই ঘটনাকে ‘চরম ইহুদি-বিদ্বেষী শয়তানি কাজ’ বলে উল্লেখ করেছেন। এদিন বিকেলে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছিলেন তিনি। বন্দুক আইনকে আরও কঠোর করার প্রস্তাব দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

বন্দুক ছিনিয়ে নায়ক আহমেদ

সিডনি, ১৫ ডিসেম্বর : পেশায় ফল বিক্রেতা। অন্যান্য দিনের মতো রবিবারও বন্ডি সমুদ্রসৈকতে দোকান খুলে বসেছিলেন আহমেদ আল আহমেদ। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ আচমকা গুলির শব্দ শুনতে পান। দেখেন দুই বন্দুকবাজ নিরস্ত্র জনতা, যাঁদের অধিকাংশ ইহুদি, তাঁদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালাচ্ছে। সবাই যখন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত, তখন গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে এক বন্দুকবাজের দিকে এগিয়ে যান। সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়েন তার ওপর। ছিনিয়ে নেন আততায়ীর বন্দুক। তারপর সেই বন্দুক তাক করতেই পিছু হটে আততায়ী। তবে একটিও গুলি চালাননি বছর ৪৩-এর আহমেদ।

তখন কিছু দূরে দাঁড়ানো অন্য বন্দুকবাজ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ২টি গুলি লেগেছে আহমেদের। তাঁর সাহস যে অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে,

তা ভাইরাল ভিডিও ফুটেজ থেকে স্পষ্ট। এখন অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নায়ক আহমেদ। তাঁর প্রশংসা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ। তিনি বলেন, ‘আহমেদের আচরণ আততায়ীদের আচরণের সম্পূর্ণ বিরোধী।’ নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ক্রিস মিনস বলেন, ‘আহমেদের সাহস অনেকের জীবন বাঁচিয়েছে।’ আহত ফলবিক্রেতার জন্য তৈরি হয়েছে অনলাইন তহবিল। মাত্র ২৪ ঘণ্টায় সেখানে প্রায় এক লক্ষ অস্ট্রেলীয় ডলার জমা পড়েছে।

রাম জন্মভূমি নেতা প্রয়াত

লখনউ, ১৫ ডিসেম্বর : রাম জন্মভূমি আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ও প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ রামবিলাস বেদান্তি মারা গিয়েছেন। সোমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৭। বেদান্তির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মঙ্গলবার তাঁর শেষকৃত্য অযোধ্যায় সম্পন্ন হবে। কিছুদিন থেকেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। মধ্যপ্রদেশের রেওয়ার এক হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল।

সাহেব-সুস্মিতার দ্বিতীয় ইনিংস

ছোটপর্দার জনপ্রিয় জুটি সাহেব-সুস্মিতাকে এবার একসঙ্গে দেখা যাবে রঙ্গমঞ্চে। ‘সিরাজ এবং’ নাটকে একসঙ্গে দেখা মিলবে তাঁদের। যা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন অবন্তী চক্রবর্তী।

মঞ্চের সঙ্গে সাহেবের পরিচয় অনেক দিনের। তবে সুস্মিতা আগে কখনও থিয়েটারে কাজ করেননি। স্বভাবতই সুস্মিতার কাছে এটা নতুন চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। কিন্তু পাশে তাঁর জীবনের ‘সান্তা’ সাহেব থাকলে সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে তা বলাই যায়। সাহেবকে এই নাটকে দেখা যাবে নামভূমিকায়। অর্থাৎ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদদৌল্লার চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। অন্যদিকে, সিরাজের বেগম লুৎফুন্নেসার ভূমিকায় অভিনয় করবেন সুস্মিতা।

এক সংবাদমাধ্যমকে সাহেব জানান, এই নাটকে সিরাজের চরিত্রটি তাঁকে টেনেছে। কারণ এতদিন সিরাজউদদৌল্লার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে নানান কাজ হলেও সিরাজের ব্যক্তিগত জীবনকে সেভাবে হাইলাইট করা হয়নি। এই নাটকে সিরাজের জীবনের তিন নারী (মা আমিনা বেগম, স্ত্রী লুৎফুন্নেসা এবং মাসি ঘসেটি বেগম) প্রাধন্য পাবেন। ওদিকে প্রথমবার মঞ্চে অভিনয়ের আগে কী অনুভূতি সুস্মিতার। ‘কথা’ নায়িকা জানিয়েছেন, ‘প্রচুর পড়াশোনা করছি চরিত্রটা নিয়ে। আমার আর সাহেবের জুটি ছোটপর্দায় জনপ্রিয় ছিল, সেই ম্যাজিক মঞ্চে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব’।

এই নাটক প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছে বেঙ্গল টকিজ, যে প্রযোজনা সংস্থা ‘কথা’ তৈরির দায়িত্বে ছিল। সুতরাং, এ খানিকটা ঘরে ফেরার মতো ব্যাপার। জানুয়ারি মাসেই কলকাতাতে প্রথম শো ‘সিরাজ এবং’-এর। এরপর দেশের অনান্য শহরেও মঞ্চস্থ হবে এই নাটক। সাহেব-সুস্মিতা ছাড়াও অভিনয় করবে বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্পিতা গঙ্গোপাধ্যায়, সেঁজুতি রায় মুখোপাধ্যায়রা।

ধুরন্ধর রণবীর

বছর শেষে সুপারডুপার বাজিমাত। নতুন বছরের শুরুটাও তাঁকে দিয়েই? গভীর রাতেও তিনি লোকজনকে জাগিয়ে রাখছেন তুমুলভাবে! সত্যিই, ‘সিং ইজ কিং’।

ছুটছে হইহই করে

সত্যিই ধুরন্ধর ব্যবসা। দ্বিতীয় সপ্তাহে খেলা একেবারে ঘুরিয়ে দিলেন রণবীর সিং। প্রায় ৬৮ শতাংশ লাফ! মোটেও মুখের কথা নয়। এমন দুর্দান্ত দ্বিতীয় সপ্তাহ অন্য কোনও ছবির ক্ষেত্রে সেভাবে চোখে পড়ে না। আসলে প্রথম সপ্তাহে ছবি রিলিজের পরে মুখে মুখে এই ছবি নিয়ে কথা রটেছে। আর সেই প্রচারেই মানুষ ছবি দেখতে ছুটেছে। এমনকী আরেক রণবীরের ‘অ্যানিমাল’ ছবিকেও চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এই ছবি।

বিদেশের বাজারে এই ছবির বাণিজ্য দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটির কাছাকাছি। আর সারা বিশ্বে এই ছবির বাজার ৫০৮ কোটির ব্যবসা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

শাহরুখ খানের ‘জওয়ান’ আর ‘পাঠান’ ছবির পরেই বলিউডে সর্ব বৃহত্তম দ্বিতীয় সপ্তাহ হল এই ‘ধুরন্ধর’-এর। দেশের প্রত্যেকটা টপ মাল্টিপ্লেক্স চেনে এই ছবি হাউসফুল। অগ্রিম টিকিট কাটার ভিড় উপচে পড়ছে। অবশ্য ইংল্যান্ডে এখনও কিছুটা পিছিয়ে আছে এই ছবি। কারণ সেখানে শুরুটাই হয়েছিল বেশ ধীর গতিতে।

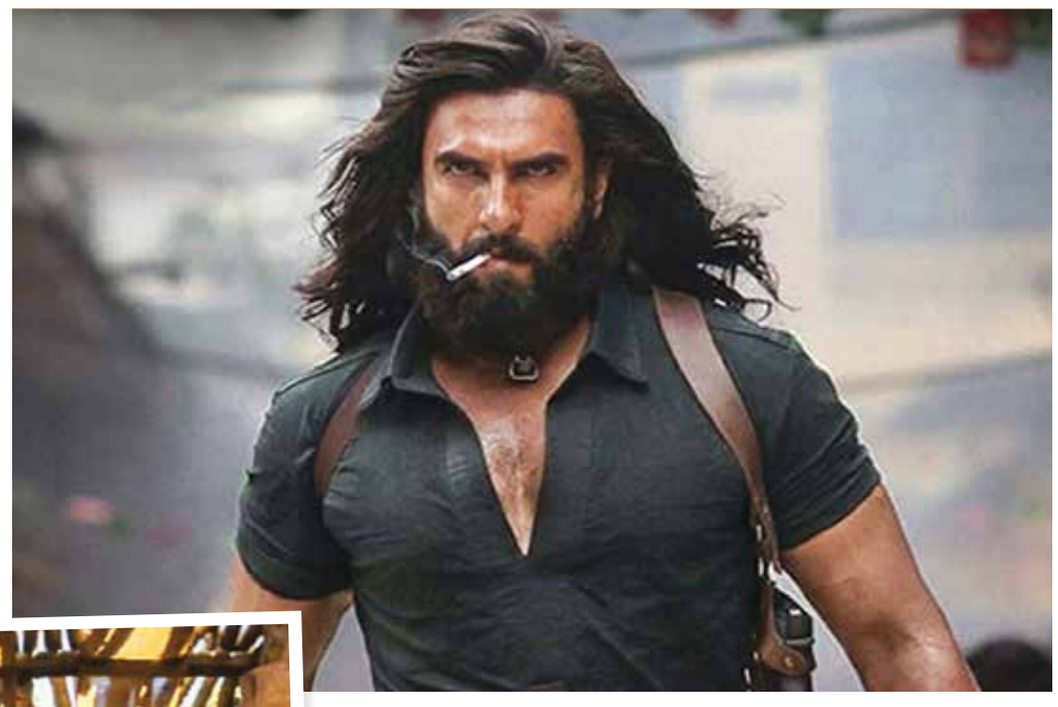

মাঝরাতেও?

পাকিস্তান-বিরোধিতার জন্য সমালোচনা হচ্ছে, মিডিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির একাংশ রীতিমতো ‘শো’ করছেন এর বিরুদ্ধে, তবু ধুরন্ধর-কে আটকানো যাচ্ছে না। ছবিতে যা দেখানো হয়েছে, তা কতখানি ঠিক, তা প্রচার করতেও মাঠে নেমেছেন একদল। ফল, ধুরন্ধর ছবির তুমুল সাফল্য। মুখে মুখে এর প্রচার হচ্ছে এবং পোড়খাওয়া মানুষমাত্রেই জানে, সেটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ—সেটাই ছবিকে হিট করায়, মিডিয়ার ‘পাঁচটা স্টার’ নয়। ধুরন্ধর-ও তাইই হচ্ছে। তাই মুম্বাইয়ে রাত পৌনে ১টা এবং তারপর, অর্থাৎ মাঝরাতের পরও ধুরন্ধর-এর শো চালানো হচ্ছে। তা হাউসফুলও হচ্ছে। সিঙ্গল স্ক্রিন ও মাল্টিপ্লেক্স দুটোতেই। পুণে, আহমেদাবাদে একই ছবি দেখা যাচ্ছে। দর্শক যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, টিকিট কিনতে চাইছেন। এই ঘটনা আজকের নয়, ধুরন্ধর ছবির প্রথম সপ্তাহের শেষ থেকেই শুরু হয়েছে। বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন বয়সের মানুষই এ ছবি দেখতে আসছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের সোপিয়ান ও পুলওয়ামার মতো ছোটও শহরেও ধুরন্ধর তার ধুরন্ধরী দেখাচ্ছে। এসব জায়গায় হল কম, প্রথামাফিক মাল্টিপ্লেক্স তো নেইই, তাও দর্শকদের উন্মাদনা অভূতপূর্ব। মেট্রো শহরের থেকে ছোট শহরে টিকিটের দাম এখনও আয়ত্তের মধ্যে। তবু দর্শক ছবি দেখতে পাচ্ছেন না। আদিত্য ধর পরিচালিত ছবিতে রণবীর সিং, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

আসছেন প্রলয় হয়ে

রণবীর সিং। ২০২৬ দারুণভাবে শেষ করছেন ধুরন্ধর দিয়ে। আগামী বছর তিনি নামবেন ডন-এর মাঠে। সেটি শেষ করে তিনি আসবেন প্রলয় হয়ে। আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে ঠিক হবে রণবীরের শিডিয়্যুল। সূত্রের খবর, ২০২৬ সালে প্রথমে হবে ডন। তারপর প্রলয় ছবির শুটিং হবে বছরের মাঝামাঝি। এই ছবির পরিচালক জয় মেহতা। এটি জম্বি ধারার থ্রিলার। এর সঙ্গে থাকবে সামাজিক, নৈতিক প্রতিচ্ছবি এবং মানুষের চিরকালীন আবেগ। মুম্বাইয়ে এ আই প্রয়োগ করে বিরাট সেট হবে। মূল শুটিং এখানেই হবে, পরে অন্যত্র। জয় মেহেতার এটিই প্রথম ফিচার ফিল্ম।

হলিউডে জোড়া মৃত্যু ঘিরে বাড়ছে ধোঁয়াশা

আত্মহত্যা, নাকি খুন? এটাই এখন লক্ষ ডলারের প্রশ্ন। হলিউডে এমন ঘটনা বিশেষ ঘটেনি। একেবারে একসঙ্গে যুগলের মৃত্যুর খবরে নড়ে গেছে হলিউডের অন্দরমহল। ‘হোয়েন হ্যারি মেট স্যালি’ ছবির পরিচালক রব রেইনার আর তাঁর স্ত্রী মিকেল সিঙ্গার দুজনেই একসঙ্গে এমন আচমকা মারা গেলেন কী করে! সে বিষয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

লস অ্যাঞ্জেলসের বাড়িতে তাঁদের মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করেছেন মেয়ে রোমি। তখনও অবধি অবশ্য ৭৮ এবং ৬৮ বছর বয়সী দুই স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত পরিচয় সামনে আসেনি। বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁদের পারিবারিক বন্ধু নরম্যান লিয়ার প্রকাশ্যে রব আর মিকেলের মৃত্যুর খবর স্বীকার করেন। সেই সঙ্গে এও জানিয়েছেন যে, ওঁরা দুজনেই সবার ভালো চাইতেন। পরিবেশ রক্ষা এবং সমাজের যে কোনও সমস্যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে দাঁড়াতেন। সেই মানুষের শেষটায় যে ঠিক কি হল, তা তিনি বুঝতেও পারছেন না।

পুলিশ নিক রেইনারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেছে। নিক হলেন রব আর মিকেলের ছেলে। রেইনার দম্পতির মৃত্যু যেভাবেই হয়ে থাক, তার সঙ্গে নিকের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

একনজরে সেরা

অবতার, রামায়ণ

২০২৬ সালের সবথেকে আকাঙ্ক্ষিত ছবি রামায়ণ-এর ৩ডি প্রোমোর মুক্তি হবে স্টিফেন স্পিলবার্গের অবতার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ-এর সঙ্গে। অবতার আসছে খ্রিস্টমাসে। রামায়ণ-এর স্পেশাল এফেক্টস সামলেছে ৮ বারের অস্কার জয়ী টিম ডিএনইজি। তার নমুনা জুলাইয়ে আসা রামায়ণ-এর প্রথম টিজারে স্পষ্ট। ২০২৬-এর দিওয়ালিতে তা দেখা যাবে বড়পর্দায়।

জেলারে বিদ্যা

২০২৩-এর হিট, জেলার ছবির সিক্যুয়েল জেলার ২-তে বিদ্যা বালান থাকছেন। পরিচালক নেলসন দিলীপকুমার। বিদ্যার চরিত্রটি বেশ জটিল, গল্পের বাঁকবদলে তাঁর ভূমিকাও আছে—তাই তিনি চিত্রনাট্য শুনেই কাজ করতে সম্মতি জানিয়েছেন। জেলার-এর নায়ক রজনীকান্ত, তাঁর চরিত্রও প্রথম ভাগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। মুক্তি পাবে সম্ভবত ২০২৬ সালের ১৪ অগাস্ট।

টিজারে বর্ডার ২

১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ সালে বিজয় দিবসে মুক্তি পাবে বর্ডার ২-এর টিজার। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের গৌরবগাথা ছবির বিষয়। মুম্বাইয়ে যুদ্ধের সেটে যুদ্ধের আবহ তৈরি করে টিজার প্রকাশ করা হবে মুম্বাই সহ বিভিন্ন শহরে। একটি লাইভ মিউজিয়াম থাকবে যেখানে ছবিতে ব্যবহৃত জিনিস থাকবে। বাচ্চাদের অনুষ্ঠানও হবে বিজয় দিবস স্মরণে।

ভারতে মাইকেল বে

মনোজ বাজপেয়ী অভিনীত সির্ফ এক বান্দা কাফি হ্যায়-এর নির্মাতা ভানুশালি স্টুডিও একটি ছবির জন্য গাঁটছড়া বাঁধলেন ব্যাড বয়েজ, আর্মাগেডন, পার্ল হারবার ছবির পরিচালক মাইকেল বে-র সঙ্গে। ছবির পরিচালক হবেন অ্যান্থনি ডিসুজা, যিনি বস, ব্লু ইত্যাদি ছবির পরিচালক। ছবির অভিনেতা বা মুক্তির তারিখ জানা যায়নি। সংস্থার এক্স হ্যান্ডল এই খবর দিয়েছে।

১৩০০ জনের মধ্যে

ধুরন্ধর-এর নায়িকা নির্বাচনে ১৩০০ মেয়ের মধ্যে থেকে সারা অর্জুন নির্বাচিত হয়েছেন। নায়ক রণবীর সিংয়ের সঙ্গে তাঁর ২০ বছরের বয়সের ব্যবধান নিয়ে সমালোচনাও হচ্ছে। কিন্তু কাস্টিং ডিরেক্টর জানিয়েছেন, রণবীরের চরিত্র সারার চরিত্রকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। তাই কম বয়সের মেয়েই দরকার ছিল। এ জুটিকে দর্শক পছন্দও করেছে।

কপিলের শো, শুরুতেই প্রিয়াংকা

২০ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো, সঞ্চালনায় কপিল শর্মা। নেটফ্লিক্সের এই বিখ্যাত কমেডি শো-র প্রথম অতিথি প্রিয়াংকা চোপড়া জোনাস। প্রচারে বলা হচ্ছে, ‘ইন্ডিয়া কা মস্তিবারস’। এভাবেই আকর্ষণ বাড়ানো হচ্ছে শো-এর। কিং অফ কমেডি আর দেশি গার্ল-এর সম্মিলন ইতিমধ্যেই আগ্রহের পারদ চড়াচ্ছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দুজনের ছবি টিজারে প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, দুজনেই উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ছেন। বোঝা যাচ্ছে, প্রথম পর্বে দুজনের রসিকতা, উইট দেখা যাবে। শোনা গিয়েছে, শো-এর ফরম্যাটও নতুন। দেখা যাবে প্রতি শনিবার সাড়ে ৮টায়। কপিল জানিয়েছেন, তিনি ‘জেন জেড বাবা, তাউজি, রাজা মন্ত্রী জি’ সাজবেন, যাতে পুরনো শো-তে তাজাভাব আসে। সিজনের এই ৪ নম্বর ভাগ আসছে কপিলের পুরনো টিম সুনীল গ্রোভার, কৃষ্ণা অভিষেক, কিকু সারদা, অর্চনা পুরন সিং, নভজ্যোত সিং সিধু-কে নিয়ে। প্রিয়াংকা ইতিমধ্যে দেশে তাঁর সিনেমাটিক সফর আবার শুরু করেছেন এস রাজামৌলির বারাণসী দিয়ে।

বড়দিন উপলক্ষ্যে নতুন সাজে বিধান মার্কেটের আলোর বাজার। সোমবার সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

বড়দিনেও আলো চাই

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : আলোর উৎসব বলতে আমরা বুঝি দীপাবলিকে। দুর্গাপুজো শেষ হলেই বিভিন্ন বাজার ছেয়ে যায় হরেকরকমের আলোয়। তবে শুধু দীপাবলি নয়, এখন বড়দিন উপলক্ষ্যেও বিভিন্ন লাইট বিক্রি হচ্ছে। বড়দিনকে আলোকময় করে তুলতে বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও বিভিন্ন ধরণের লাইট কিনছেন। হংকং মার্কেটে লাইটের দোকানগুলিতে বড়দিন উপলক্ষ্যে এখন তাই উজ্জ্বল ক্রিসমাস ট্রি, বল, বেল, স্টার।

কোনওটা দেখতে বলের আকারে, কোনওটা আবার স্টার, বেল। এছাড়াও লাইটিং ক্রিসমাস ট্রি-র পসরা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। এছাড়াও রয়েছে লাইটের ভেতরে সান্তাক্লজ। লাইটগুলি দেখে একনজরেই বোঝা যাচ্ছে যে, বড়দিনের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। কারণ, প্রতিটি লাইটেই রয়েছে পঁচিশে ডিসেম্বরের ছোঁয়া। দেখতে সুন্দর হওয়ার জন্য অনেকেই লাইটগুলি কিনছেন। দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বড়দিনে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাজানোর পাশাপাশি সেগুলোকে হাইলাইট করার জন্য বিভিন্ন রকমের লাইট দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে। তবে এই লাইট আগে কিছু প্রতিষ্ঠান কিনলেও এখন সাধারণ মানুষও বড়দিনে ঘর সাজানোর জন্য কিনছেন। বিশেষ করে ছোটদের নজর কাড়ছে এই আলো। লক্ষ্মীলাভের সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ ব্যবসায়ীরা ক্রেতার চাহিদা মেটাতে তৎপর হয়ে বিভিন্ন ধরনের লাইট দিয়ে দোকান সাজিয়েছেন। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন ধরনের লাইট নিয়ে আসা হয়েছে দিল্লি থেকে। 'দোকানগুলির সামনে দিয়ে গেলেই বড়দিন আর কয়েকদিন পর, অনুভব হচ্ছে', সোমবার হংকং মার্কেটে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বললেন শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্রী রক্তিমা সেনগুপ্ত।

বাজারে উজ্জ্বল

- বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে সাধারণ মানুষও বিভিন্ন ধরনের লাইট কিনছেন
- হংকং মার্কেটে লাইটের দোকান এখন উজ্জ্বল ক্রিসমাস ট্রি, বল, বেল, স্টারে
- মার্কেটের বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, বিভিন্ন ধরনের লাইট আনা হয়েছে দিল্লি থেকে

সেলিব্রেশনের তালিকায় অনেকদিন আগেই ঢুকে গিয়েছে বড়দিন। মেট্রো সিটিগুলির মতো কয়েক বছর ধরে শিলিগুড়িতে বড়দিন ঘিরে একটা উন্মাদনা রয়েছে। প্রশাসনের তরফেও আলোর মাধ্যমে শহরকে সাজিয়ে তোলা হয়। ইতিমধ্যেই বেসরকারি স্কুলগুলিতে বড়দিনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। উৎসব উদযাপনের মধ্য দিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য পেতে বিভিন্ন সামগ্রী আনা হয়েছে বলে জানান হংকং মার্কেটের ব্যবসায়ী প্রণব রায়। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, দুশো টাকা থেকে শুরু লাইটের দাম। দেখতে সুন্দর বলে দামের দিকে না তাকিয়ে ঘর সাজানোর জন্য অনেকেই তা কিনছেন। সব থেকে বেশি বিক্রি হচ্ছে স্টারলাইট ও পাতালাইট বলে জানান একটি দোকানের কর্মী রাজীব দাস।

বড়দিন যে শুধু এখন কেক, সাজানোর বিভিন্ন উপকরের মধ্যে আটকে নেই, রকমারি লাইটও যে এর মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, তা বাজার ঘুরে ক্রেতাদের আগ্রহ দেখলেই বোঝা যায়।

চাপে অসহায় পুলিশ

বালি মাফিয়াদের ধমকে চুপ কেন, উঠছে প্রশ্ন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : শিলিগুড়িতে বালি-পাথর মাফিয়াদের দাদাগিরিতে এবার কি অসহায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশও? শহরের পরিস্থিতি অন্তত এমনটাই বলছে। গোটা শহরজুড়ে বিভিন্ন নদীর ঘাট থেকে অবৈধভাবে উঠছে বালি-পাথর। আর সব দেখেও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে রয়েছে শহরের প্রশাসন।

সম্প্রতি এসিপি পশ্চিম (২) সাজিদ ইকবালের গাড়ি তারাবাড়ির নদীঘাটে মাফিয়ারা আটকে দিয়েছিল। এসিপি আচমকাই গাড়ির চালক এবং নিরাপত্তারক্ষীকে নিয়ে তারাবাড়ি এলাকায় নদীঘাট পরিদর্শনে যান। ওই সময় তিনি দেখতে পান একটি ট্র্যাক্টরের সঙ্গে ট্রলি লাগিয়ে বালি-পাথর তুলে আনা হচ্ছে। তিনি গাড়ি দাঁড় করান। ট্র্যাক্টরচালককে নথি দেখাতে বলেন। অভিযোগ, ওই সময়েই হৃষীকেশ রায় নামে এক তরুণ বাইক নিয়ে এসে এসিপির গাড়ির সামনে দাঁড়ান। অভিযুক্ত বাইক থেকে নেমেই এসিপির নিরাপত্তারক্ষী এবং গাড়ির চালককে হুমকি দিতে থাকেন। ওই সময় এসিপি নিজে গাড়ি থেকে নেমে নিজের পরিচয় দিলে তাঁকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ এসিপি-কে আটকে রাখার খবর চলে যায় মাটিগাড়া থানায়। খবর পেয়েই মাটিগাড়া থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পুলিশ পৌঁছাতেই অভিযুক্ত বাইক ফেলে রেখে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এরপরেই এসিপির নিরাপত্তারক্ষী গোলাম মোস্তাফা শেখ মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি ট্র্যাক্টর এবং বাইকটিও আটক করা হয়। এরপর থেকে মাটিগাড়া থানা এলাকাজুড়ে লাগাতার অভিযান চলছে। প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশকর্তাকে হুমকি দেবার সাহস বালি মাফিয়ারা পাচ্ছে কোত্থেকে? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হল পুলিশ নির্বিবাদে অপরাধীদের দাপট হজম করছে কীভাবে?

সাহস রহস্য

- পুলিশকর্তাকে হুমকি দেওয়ার সাহস বালি মাফিয়ারা পাচ্ছে কোত্থেকে?
- এটা আর গোপন তথ্য নয় যে, রাজনৈতিক দলের মদতে চলছে কারবার
- তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই নাকি ওই এলাকার মূল মাথা
- বিজেপির যুক্তি এলাকায় পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতি সবই তৃণমূলের
- তাই শাসক নেতাদের ভয়ে পুলিশ সেখানে খুব বেশি নাক গলাতে সাহস পায় না

এই এলাকায় এটা আর গোপন তথ্য নয় যে, শাসকদলের নেতাদের একাংশের মদতেই এই সমস্ত কারবারের বাড়বাড়ন্ত। যদিও শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই নাকি ওই এলাকার মূল মাথা। পালটা বিজেপির যুক্তি এলাকায় পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতি সবই তৃণমূলের। তাই শাসক নেতাদের ভয়ে পুলিশ সেখানে খুব বেশি নাক গলাতে সাহস পায় না।

তারাবাড়ির ঘটনায় অভিযান চালিয়ে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। আটক করা হয় একাধিক অবৈধ বালিবোঝাই ডাম্পার। এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাঁর ফোন পরিষেবা সীমার বাইরে থাকায় বক্তব্য মেলেনি। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, 'ওই এলাকায় সব তৃণমূলের নেতার দাপট। গ্রাম পঞ্চায়েত ওদের, পঞ্চায়েত সমিতিও ওদের। ঝামেলা তো ওরাই পাকিয়েছে। তাই তো পুলিশ আধিকারিককে আটকানোর সুযোগ পেয়েছে।'

এসিপি-কে যে এলাকায় আটকানো হয়েছিল সেই এলাকায় একেকটি ঘাটে একাধিক সর্দার রয়েছে। এই সর্দারদের আন্ডারে কাজ করে ২০ থেকে ২৫ জন করে শ্রমিক। বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের ডাম্পার কিংবা লরি পাঠায়। এরপর সর্দাররা নিজ নিজ শ্রমিককে লাগিয়ে গাড়ি লোড করিয়ে পাঠিয়ে দেয়। সরাসরি সর্দারদেরই টাকা দেয় গাড়ির মালিকরা। এরপর সর্দাররা সেগুলি শ্রমিকদের মধ্যে দেয়।

মিলনপল্লি এলাকার এক ডাম্পার মালিকের বক্তব্য, 'যে এলাকায় ঝামেলা হয়েছে সেখানে সন্ধের পর আমরাই গাড়ি পাঠাতে ভয় পাই। গাড়ি আটকে যদি টাকা দাবি করে তবে আমাদের দিতেই হয়।' এই প্রসঙ্গে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের (সমতল) কোর কমিটির সদস্য রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'আমার কাছে খবর আছে ওই এলাকায় বিজেপি এসব করছে। মাটিগাড়ার এমএলএ-তো বিজেপির। তাদেরই লোক এভাবে অবৈধ বালি-পাথর পাচার করছে।'

নালার গন্ধে টেকা দায়

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : নর্দমার মধ্যে জমে রয়েছে নোংরা জল ও আবর্জনা। এই সুযোগে খুব সহজেই চলে মশার বংশবিস্তার। এর সঙ্গে অন্য পোকামাকড়ও নর্দমার মধ্যে কিলবিল করছে। দুর্গন্ধ ও মশার যন্ত্রণায় এলাকায় টেকা দায়। প্রায় মাসখানেক ধরে এমনই শোচনীয় অবস্থা সাউথ আম্বেদকর কলোনির নিকাশিনালাগুলির। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এই সমস্যা অনেকদিনের। একটু বৃষ্টি হলেই নালায় জল জমে যায়। বর্ষার সময় এই সমস্যা আরও অনেকগুণ বেড়ে গিয়ে নোংরা জল ও আবর্জনা বসতবাড়ির মধ্যে এবং রাস্তার উপরে উঠে আসে। এই ব্যাপারে বহুবার কাউন্সিলারকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। স্থানীয় কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক বলেন, 'এই নিয়ে এখনও কোনও অভিযোগ পাইনি। তবে আগামীকালই ওই এলাকার নিকাশিনালা পরিষ্কার করার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব।' স্থানীয় গীতা রাই, মহেন্দ্র মণ্ডল ও অনীতা দেবী রায়দের বক্তব্য, 'নিয়মিত পরিষ্কার না করার ফলে নোংরা জল ও আবর্জনা জমে থাকছে। এই দুর্গন্ধে আর থাকা যাচ্ছে না। এলাকায় মশার উপদ্রব বাড়ছে। বর্ষার সময় নর্দমা ভরে গেলে নোংরা জল বাড়িতে ঢুকে যায়। খুব দ্রুত নর্দমা পরিষ্কারের দাবি জানাচ্ছি।'

জখম দুই

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : সোমবার রাতে সেবক রোডের ব্লাড ব্যাংক মোড় এলাকায় একটি গাড়ি এক স্কুটারকে ধাক্কা মারলে সেটিতে থাকা দুজন আহত হন। তড়িঘড়ি তাঁদের স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা সেখানে চিকিৎসাধীন।

অন্ধকারে ঝুঁকির যাত্রা

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। কথা হচ্ছে শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ইস্টার্ন বাইপাসের। ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পথবাতি নেই। বেশকিছু জায়গায় পথবাতি বিকল হয়ে গিয়েছে। সূর্য ডুবলেই রাস্তাটির কিছু অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। শীতকালের রাতে কুয়াশার জন্য এই সমস্যা আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়। একপ্রকার প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পথচারীদের ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হয়। দুর্ঘটনা এড়াতে স্থানীয়রা এই রাস্তায় পর্যাপ্ত পথবাতি লাগানোর দাবি জানিয়েছেন।

ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এই রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের আওতাধীন। তাই পথবাতি লাগানোর বিষয়টি আমি পূর্ত দপ্তরে একাধিকবার জানিয়েছি।' তিনি ফের সমস্যার বিষয়টি পূর্ত দপ্তরে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে কয়েক হাজার গাড়ি চলাচল করে। আলোর অভাবে প্রায়ই এই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসন কেন এমন অবহেলা করছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন যানবাহন চালকরা। গাড়ির চালক অরূপ বিশ্বাসের অভিযোগ, 'রাতে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে খুব সমস্যা হয়। কিছু জায়গায় পথবাতি থাকলেও সেগুলি ঠিকমতো জ্বলে না। ফলে অনেক সময় সামনে থেকে আসা যানবাহন ঠিকমতো দেখা যায় না।'

এছাড়াও রাস্তা পার করার সময় অনেকে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। স্থানীয় ব্যবসায়ী বাবলু রায় একপ্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচল করে। ফলে মাঝেমধ্যে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু প্রশাসনের এবিষয় নিয়ে কোনও হেলদোল নেই।' যদিও এলাকার ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে যে, এই রাস্তা দিয়ে যাতে দ্রুতগতিতে গাড়ি না চালানো হয় সেজন্য নিয়মিত অভিযান চলছে।

জলপ্রকল্পের ফাইল দিল্লিতে

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : গজলডোবা এলাকায় প্রায় ০.৪৬ হেক্টর জমিতে শিলিগুড়ির দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের কাজ আটকে রয়েছে। ওই এলাকা বনাঞ্চলের মধ্যে পড়ায় বন দপ্তর এবং পরিবেশমন্ত্রকের বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন। এতদিন সেই অনুমতির ফাইল রাজ্যের বন দপ্তরে পড়েছিল। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর ছাড়পত্র মিলতেই বন দপ্তর ফাইলটি কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছে। সোমবার বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমে আলোচনা হয়। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'ফরেস্ট এলাকায় অনুমতির জন্যে কাজ আটকে রয়েছে। রাজ্যের থেকে ফাইল কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। আশা করি শীঘ্রই সেই অনুমতি পাওয়া যাবে।'

জানলা দিয়ে উধাও ফোন

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : শীতের মরশুম শুরু হতেই রাতের শহরে বাড়ছে চুরির ঘটনা। কখনও সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখা যাচ্ছে, জানলার কিছুটা খোলা। জানলার কাছে টেবিলে রাখা মোবাইল ফোন উধাও। কখনও আবার টার্গেট করা হচ্ছে মন্দির। চিন্তিত পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে নজরদারি আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে থানাগুলিকে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং জানান, তাঁদের নজরদারি চলছে।

ভারতনগর, অরবিন্দপল্লি সহ বিভিন্ন পাড়ায় সাম্প্রতিক চুরির ঘটনাগুলি এই ধরনেরই। সংশ্লিষ্ট এলাকার থানাগুলিতে অভিযোগ আসছে। পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে দেখছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানলার পাশ থেকে ফোন চুরি হয়েছে। রাত ৩টা থেকে ৫টার মধ্যে হাতসাফাইগুলি হচ্ছে।

রেহাই পাচ্ছে না মন্দিরও। সোমবার সকালেই শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের একটি মন্দিরের মূল দরজা ভেঙে দানবাক্সের টাকা চুরি হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশের অনুমান, নেশাগ্রস্ত দুই তরুণ কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। শনিবার রাতে পূর্ব চয়নপাড়ার একটি ছোট মন্দিরের পিতলের চূড়া উধাও হয়ে যায়। তদন্তে নেমে রবিবার রাতে এলাকারই বাসিন্দা রঞ্জন দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, নেশার টাকা জোগাতেই নাকি ওই কর্ম। ইতিমধ্যেই ওই মন্দিরের পিতলের চূড়ার অংশগুলো উদ্ধার করতে পেরেছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। সোমবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

নজরদারি বাড়াতে নির্দেশ থানাকে

এসবের মধ্যেই বাড়ি খালি থাকার সুযোগে সর্বস্ব লুটের ঘটনা তো চলছেই। খোলাই বকতরি এলাকায় এমন ঘটনা সোমবার নজরে আসে বাড়ির মালিকের। তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বেশ কিছুদিন বাইরে ছিলেন। ওই এলাকার বাসিন্দা বিপ্লব দাস বলেন, 'নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।'

পুলিশের অভিযানে ফুল পেয়ে হাসি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : দুপুর তখন দেড়টা। ছোট ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে ইস্টার্ন বাইপাস ধরে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন সুবীর দাস। স্থানীয় লোকনাথ মন্দিরের সামনে আসতেই থমকে দাঁড়ান সুবীর। ফুল ও মিষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ট্রাফিককর্মীরা। এক ট্রাফিককর্মী মাঝখানে বসা ছোট ওই শিশুর দিকে ফুল ও লাড্ডু বাড়িয়ে দিলেন। এরপর ওই শিশুকে বললেন, 'বাবাকে বলবে, হেলমেট না পরলে তুমি বাইকে উঠবে না।' কথাগুলো শুনে চুপ করে ছিলেন সুবীর। এরপর সুবীরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সন্তানকে যখনই বাইকে ওঠাবেন, হেলমেট পরাবেন।'

সপ্তাহ দুয়েক আগে বাণেশ্বর মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ছোট শিশুর। প্রশ্ন উঠেছিল হেলমেট না পরে চালানোর প্রবণতা নিয়ে। পরবর্তীতে ট্রাফিক প্রশাসনের তরফে সচেতনতামূলক একাধিক অভিযান চালানো হলেও পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। ইস্টার্ন বাইপাসে দাঁড়ালেই দেখা যাবে হেলমেটবিহীন অবস্থাতেই বাইক, স্কুটার চালিয়ে একের পর এক চালক চলছেন। এই পরিস্থিতিতে সরাসরি ফাইন না করে অন্য ভূমিকায় নজরে পড়ল ট্রাফিক পুলিশ প্রশাসন। নিজেদের হাতে মিষ্টি খাওয়ানোর পাশাপাশি চলল সচেতনতাও। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সাধারণ মানুষ এখন অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন। অনেকেই মিষ্টি খেতে চান না। ঠিক সেইমতো হেলমেট পরে বাইক, স্কুটার চালানোটাও বিশেষ জরুরি। সেই বিষয়টি তুলে ধরতেই আমাদের এই অভিনব উদ্যোগ।' অন্যদিকে, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ এলাকায় এদিন দুপুর আড়াইটা থেকে চারটা পর্যন্ত অবৈধভাবে চলা ৪০১টি টোটো আটক করে। ডিসিপি (ট্রাফিক) জানিয়েছেন, 'অবৈধভাবে চলা টোটোর বিরুদ্ধেও অভিযান অব্যাহত থাকবে।'

ট্রাফিক পুলিশের থেকে ফুল পেয়ে লজ্জায় চোখ ঢাকা। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

সোমবার এই অভিযান প্রায় চল্লিশ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে চলেছে। কেন হেলমেট পরেননি প্রশ্নে অবশ্য মিলেছে নানা মানুষের অবান্তর উত্তর। স্ত্রীকে নিয়ে ইস্টার্ন বাইপাস ধরে চলার সময় এদিন ট্রাফিক প্রশাসনের এই অভিনব উদ্যোগের মুখে পড়েছিলেন চিরঞ্জিত দাস। দুজনের মাথাতেই ছিল না কোনও হেলমেট। জিভ কেটে তিনি বললেন, 'আসলে একটু তাড়ায় ছিলাম। সেকারণে হেলমেট পরতে ভুলে গিয়েছিলাম।' আবার হেলমেট চুরির তত্ত্বও শোনা গেল এক স্কুটারচালকের মুখে। ওই চালক নিজে হেলমেট পরলেও স্ত্রীকে কোনও হেলমেট পরাননি। স্ত্রীকে কেন হেলমেট পরাননি? ওই চালকের দাবি, 'আসলে স্ত্রীর হেলমেট চুরি হয়ে গিয়েছে।' এদিনের এই অভিযানে ট্রাফিক না মেনে চলা ছেলেকে শাসন করতেও দেখা গিয়েছে প্রবীণ বাবাকে। রবি রায় পেছনে নিজের প্রবীণ বাবাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। দুজনের মাথাতেই ছিল না হেলমেট।

হাতে লাড্ডু পাওয়ার পর ওই প্রবীণ ছেলে রবিকে বলে উঠলেন, 'ট্রাফিক পুলিশ কী বলছে শোন। এবারে অন্তত হেলমেট না পরে বের হবি না।' পুলিশের এধরনের অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই অনেকে মাঝ রাস্তা থেকে ভয়ে বাইক, স্কুটার ঘুরিয়ে ফিরেও যান। যা দেখে অনেককেই বলতে শোনা গেল, এবারে যদি একটু বোধোদয় হয়।

৩৫ হাজারি চেয়ার

প্রথম পাতার পর

কেননা, চেয়ার, টেবিল কেনার জন্য ৪০ লক্ষ টাকার বেশি বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু সূত্রের খবর, ওই টাকা দিয়ে কেবল চেয়ার, টেবিল কেনা হবে বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়। না হলে সেই টাকা ফেরত চলে যাবে বলেও জানানো হয়। তারপরই মহকুমা পরিষদ কর্তৃপক্ষ চেয়ার, টেবিল পাঠানোর ক্ষেত্রে সম্মতি দেয়। এরপর সেই সব চেয়ার, টেবিল শিলিগুড়িতে পাঠানো হয়। কিন্তু মিটিং হল কিংবা কনফারেন্স রুমে কতগুলি চেয়ার আঁটবে, সেসব আগে থেকে দেখা হয়নি বলে অভিযোগ। মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ বলেন, 'যে দপ্তর চেয়ার কিনে পাঠিয়েছে, তারা কেন এসে আগে দেখে গেল না, কেমন চেয়ার এখানে প্রয়োজন রয়েছে। আসলে চেয়ার, টেবিল কেনার ক্ষেত্রেও কাটমানির টাকা আগে থেকে সেটিং হয়ে গিয়েছিল। তাই বিনা মতলবে এত দামি চেয়ার নিয়ে আসা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়ে, উন্নয়নমূলক কাজ করা যেত।'

সোমবার মহকুমা পরিষদের হল ঘরের বাইরে দেখা যায়, দুজন কর্মী বিশেষ গদিওয়ালা কালো রংয়ের সেই চেয়ারগুলির বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগানোর কাজ করছেন। বিরোধী দলনেতা বলেন, 'মহকুমা পরিষদ এলাকার রাস্তাঘাট, জঞ্জাল অপসারণের চরম বেহাল দশা। রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কাজ করার নির্দিষ্ট কোনও দিশা নেই। টাকা কামাই করাই শেষ কথা।'

১০০ দিনের কাজে রাম-নাম

প্রথম পাতার পর

সরকারের দাবি, বিলটি 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে গ্রামীণ উন্নয়নের এক নতুন কাঠামো তৈরি করবে। তবে আরও কিছু বদল এসেছে আইনটিতে। এতদিন প্রকল্পটির খরচ পুরোপুরি বহন করত কেন্দ্র। নতুন বিলে রাজ্যের অংশীদারিত্ব যোগ করা হয়েছে। কেন্দ্র দেবে ৬০ শতাংশ টাকা। বাকিটা দিতে হবে রাজ্যকে।

বিলটিতে দেশের গ্রামীণ কর্মসংস্থান কাঠামোয় পাঁচটি পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি নিঃসন্দেহে কর্মদিবস ২৫ দিন বাড়ানো। দ্বিতীয়টি বরাদ্দে কেন্দ্র-রাজ্য অংশীদারি। তবে উত্তর-পূর্ব ভারত, হিমালয় সংলগ্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য কেন্দ্র ৯০ শতাংশ বরাদ্দ দেবে। বাকি রাজ্যের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে প্রতিটি রাজ্যের জন্য বার্ষিক বরাদ্দের পরিমাণ ঠিক করবে। অতিরিক্ত খরচ করলে তা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকেই বহন করতে হবে। সিপিএম সাংসদ জন ব্রিটাসের অভিযোগ, 'এর ফলে রাজ্যগুলিকে বছরে ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি বাড়তি খরচ বহন করতে হবে।' চতুর্থত, নতুন বিলটিতে কৃষিকাজে ব্যস্ততার সময়, অর্থাৎ বীজ বপন ও ফসল তোলার মরশুমে কর্মসংস্থানে ৬০ দিনের বিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের বক্তব্য, কৃষিকাজের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিকের জোগান নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। পঞ্চমত, আগে মজুরি দেওয়ার সময়সীমা ছিল ১৫ দিন, নতুন আইনে মজুরি দেওয়া হবে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে। স্বচ্ছতা বাড়াতে বিলে বায়োমেট্রিক এবং জিও ট্যাগিং ব্যবস্থা যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

আকাশ থেকে মাছ-বৃষ্টি

আকাশ থেকে জল বা বরফ পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু মাছ! হন্ডুরাসের ইয়োরো শহরে বছরে একবার এমন ঘটনাই ঘটে। সেখানে রীতিমতো আকাশ থেকে ঝরে পড়ে তাজা মাছ। স্থানীয়রা একে মাছের বৃষ্টি বা 'লুভিয়া দে পেসেস' বলেন। যা শত শত বছর ধরে চলে আসা এক বিস্ময়কর ঘটনা। বিজ্ঞানীরা এই রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, এটি কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়, বরং 'ওয়াটারস্পাউট' বা জল-ঘূর্ণিঝড়ের কাজ। সমুদ্র বা বিশাল জলাশয়ের ওপর দিয়ে যখন প্রচণ্ড গতিতে ঘূর্ণিঝড় যায় তখন সেই জলস্তম্ভ মাছ সহ বহু প্রাণী টেনে নেয়। পরে ওই মাছগুলোই বাতাসের ধাক্কায় দূরে ইয়োরো শহরের ওপর বৃষ্টি হিসেবে ঝরে পড়ে। প্রকৃতির এই ভয়ংকর কিন্তু মজাদার খেলা দেখতে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক ভিড় করেন শহরে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার এক চূড়ান্ত নিদর্শন এই ঘটনা।

জ্যান্ত পাথরের গুহায়

রোমানিয়ার 'ট্রোভেন্টস' নামক পাথরগুলি ভূতাত্ত্বিকদের কাছে এক মস্ত গোলকধাঁধা। স্থানীয়রা দাবি করেন, এই পাথরগুলো নাকি জ্যান্ত। বৃষ্টির জল পেলেই এরা ধীরে ধীরে আকারে বড় হয় এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যায়। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটি আসলে কয়েক কোটি বছরের পুরোনো খনিজ জমাট বাঁধার এক প্রক্রিয়া। পাথরগুলির ভিতরে বালির পরিমাণ বেশি থাকে এবং এদের বাইরের আবরণটা বেশ শক্ত। বৃষ্টির জল পড়লে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পাথরের ভেতরের খনিজগুলি ফুলতে শুরু করে, যা দেখে মনে হয় পাথরটি বাড়ছে। তবে বৃষ্টির পর পাথরের গা থেকে যে ছোট ছোট পাথর বা গুটি বেরিয়ে আসে, তা দেখার জন্য আজও কৌতূহলী মানুষ এই মিউজিয়ামে ভিড় জমান। প্রকৃতির এই অজৈব বৃদ্ধি সত্যিই অদ্ভুত এবং রহস্যময়। পাথর যে জীবন্ত হতে পারে, তা এখানে না এলে বিশ্বাস করা কঠিন।

আইসল্যান্ডের 'এলভেন' রোড

আইসল্যান্ডে রাস্তা তৈরি করতে গেলে ইঞ্জিনিয়ারদের শুধু ম্যাপ দেখলে চলে না। স্থানীয় 'এলফ' বা বামন প্রজাতির অপার্থিব সত্তাদের মেজাজও বুঝতে হয়। শুনতে রূপকথার মতো লাগলেও আইসল্যান্ডের মানুষের বিশ্বাস, সেখানকার পাহাড়ি খাঁজে এবং বড় পাথরের নীচে 'এলভস' বা অদৃশ্য সত্তারা বাস করে। সম্প্রতি একটি হাইওয়ে তৈরির সময় একটি নির্দিষ্ট পাথর সরানোর চেষ্টা করলে একের পর এক যন্ত্র খারাপ হতে শুরু করে। শ্রমিকদের দাবি, তাঁরা 'এলফ'-দের অসন্তোষের কারণেই বিপদে পড়ছিলেন। পরিস্থিতি সামলাতে সরকার শেষপর্যন্ত রাস্তার নকশা বদলে দেয় যাতে ওই পবিত্র পাথরটি অক্ষত থাকে। সে দেশে এমনকি 'এলফ স্কুল' পর্যন্ত আছে। যেখানে এই অদৃশ্য প্রাণীদের আচরণ শেখানো হয়। আধুনিক যুগেও এই প্রাচীন লোকবিশ্বাসকে সম্মান জানানোর ঘটনাটি পর্যটকদের কাছে দারুণ এক আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রযুক্তির যুগেও বিশ্বাসের জয় হল এখানে।

পাতায় যখন সোনার রেণু

বড়রা ছোটদের প্রায়ই বলেন, 'টাকা কি গাছে ধরে?' কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক আবিষ্কার শুনলে মনে হতে পারে টাকা না ধরলেও সোনা কিন্তু গাছে ধরতেই পারে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার খটখটে অঞ্চলে এক বিশেষ প্রজাতির ইউক্যালিপ্টাস গাছের খোঁজ মিলেছে। যার পাতায় রয়েছে খাঁটি সোনার কণা। গবেষকরা দেখেছেন, এই অঞ্চলের মাটির অনেক গভীরে সোনার খনি বা আকরিক রয়েছে। এই গাছগুলির শিকড় জলের খোঁজে মাটির প্রায় ১০০ ফুট নীচে চলে যায়। জল শোষণ করার সময় শিকড়গুলো সোনার অতি-ক্ষুদ্র কণা বা আয়নও শুষে নেয়। সেই সোনা কাণ্ড বেয়ে সোজা চলে আসে গাছের পাতায়। তবে এখনই কুড়ুল নিয়ে গাছ কাটতে যাওয়ার দরকার নেই। কারণ, এই সোনার পরিমাণ এতই নগণ্য যে তা খালি চোখে দেখা যায় না; এর হদিস পেতে লাগে এক্স-রে প্রযুক্তি। প্রায় ৫০০টি গাছ থেকে যে পরিমাণ সোনা মিলবে, তা দিয়ে হয়তো একটা ছোট্ট আংটি গড়া যেতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রীর জোর সওয়ালে আমল নেই কেন্দ্রের

যৌথ নদী কমিশনে 'না'

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ ডিসেম্বর : ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন নিয়ে কোনও পরিকল্পনা কেন্দ্রের বিবেচনায় নেই। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের করা প্রশ্নের উত্তরে সোমবার লিখিতভাবে একথা জানিয়ে দিয়েছে জলশক্তিমন্ত্রক। এরপরই যথারীতি শুরু হয়েছে শাসক ও বিরোধী রাজনৈতিক তর্জা। প্রকাশ বলেন, 'প্রতি বছর ভুটান থেকে আসা নদীর কারণে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবনের শিকার হয়। রয়েছে ধস, ভূমিক্ষয়, পলি জমে যাওয়ার সমস্যাও। কেন্দ্রের উত্তর থেকেই পরিষ্কার ওরা আখেরে কোনও সহযোগিতাই করতে চায় না। যদিও আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং- এই ৩ দুর্যোগ কবলিত জেলার সাংসদ বিজেপিরই। এখন আমি ওঁদের কাছেও প্রশ্ন করব কেন এমন বঞ্চনা।' আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলছেন, 'কয়েকটি ছোটখাটো নদী বাদ দিয়ে বেশিরভাগ নদীই ভুটান হয়ে তিব্বত থেকে আসা। তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও জ্ঞানগম্যি না থাকার কারণে ওরা সমস্তকিছু নিয়ে স্রেফ রাজনীতি করতে চায়। আমারও পালটা প্রশ্ন রাজ্য সরকার'

ভুটান থেকে নেমে আসা ডায়না নদী। - ফাইল চিত্র

কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রাজভূষণ চৌধুরী সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইককে জানিয়েছেন, নদী কমিশন গঠনের পরিকল্পনা না থাকলেও দুই দেশের মধ্যে বন্যা বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা রয়েছে। ২০০৪ সালে গঠিত জয়েন্ট গ্রুপ অফ এক্সপার্ট, ২০০৫-এ গঠিত জয়েন্ট টেকনিকাল টিম বন্যা ব্যবস্থাপনার ওপর কাজ করছে। পাশাপাশি, বন্যার পূর্বাভাসের জন্য রয়েছে ১৯৭৯ সালে গঠিত জয়েন্ট এক্সপার্ট টিম। এই সমস্ত টিম নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বৈঠকে বসে ট্রান্স বর্ডার নদী বিষয়ক আলোচনা করে।

কেন্দ্র সরকার ভুটান থেকে নেমে আসা নদীর কারণে সীমান্তবর্তী দুই জেলা আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির বন্যা, ভূমিক্ষয়ের মতো সমস্যাগুলি নিয়ে সচেতন প্রকাশ চিকবড়াইকের প্রশ্নের উত্তরে সেকথাও জানিয়েছেন জলশক্তিমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী। দুই দেশের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত জয়েন্ট গ্রুপ অফ এক্সপার্ট ও জয়েন্ট এক্সপার্ট টিম ভুটান পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশ ও লাগোয়া ভারতের সমতলে বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের সম্ভাব্য কারণ ও ফলাফলের ওপর আলোচনা করে দুই দেশের সরকারের কাছেই গ্রহণযোগ্য সমাধানসূত্রের সুপারিশ করে বলেও কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৫ অক্টোবর উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বিধ্বংসী প্লাবনের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাগরাকাটায় এসে নিজেই ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠনের ব্যাপারে জোর সওয়াল করেছিলেন। কেন্দ্র সরকার এব্যাপারে কিছুই করছে না বলেও তোপ দেগেছিলেন তিনি।

চাপানউতোর

- ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন নিয়ে কোনও পরিকল্পনা কেন্দ্রের বিবেচনায় নেই
- রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের করা প্রশ্নের উত্তরে জলশক্তিমন্ত্রক এমনটা জানিয়েছে
- এরপরই এনিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে

নমামি গঙ্গে প্রকল্পে শিলিগুড়িও

প্রথম পাতার পর

তবে সেই কাজ পুনরায় শুরু হতে চলায় দুর্নীতির আশঙ্কা করছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলছেন, 'পুরোনো ঘা এখনও দগদগে। তাই এবার আমরা চৌকিদার হয়ে পাহারা দেব।'

প্রাক্তন মেয়র তথা প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যর কথায়, 'এই প্রকল্পে ৯০ শতাংশ টাকাই কেন্দ্র দেয়। নতুন করে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে এটা ভালো কথা। কিন্তু আগের যে টাকা রয়েছে সেগুলি ফিরিয়ে আনা হোক।'

দুর্নীতির অভিযোগে যখন এই প্রকল্পের বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) কার্যনির্বাহী সংস্থা হিসাবে কাজ করেছিল। তবে এবার এসজেডিএ-র পরিবর্তে কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে (কেএমডিএ) কার্যনির্বাহী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কীভাবে প্রকল্পটিতে কাজ হবে, তার একটি রূপরেখাও তৈরি হয়েছে। প্রথমে শুরু হবে নাব্যতা বৃদ্ধির কাজ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা তাঁদের প্রাথমিক ডিজাইন ড্রয়িং করে সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে দিয়েছেন। কেএমডিএ কাজ করলেও শিলিগুড়ি পুরনিগম কাজের নজরদারি করছে। এদিন কেএমডিএ-র বিশেষ সচিব তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব নন্দিনী ঘোষের নেতৃত্বে শিলিগুড়ি পুরনিগমে একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে শিলিগুড়ির মেয়র ছিলেন। বিভিন্ন দপ্তরের বাস্তুকার, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মহকুমা শাসকও ছিলেন।

নদীগুলির দূষণ রোধের জন্যে এসটিপি (সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট)-এর কাজ দ্রুত শেষ করা প্রয়োজন। এই প্ল্যান্টের মাধ্যমে শহরের সমস্ত নিকাশিনালার জল ট্রিটমেন্ট করে জলের বিওডি (বায়োলজিকাল অক্সিজেন ডিমান্ড) লেভেল কমিয়ে নদীতে ফেলার কথা। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যান প্রকল্পে আগেই পাইপলাইন পেতে শহরে তিনটি এসটিপি তৈরির কথা ছিল। তার মধ্যে দুটির কাজ শুরু হয়েছিল। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা এসজেডিএ-র তৎকালীন চেয়ারম্যান ডাঃ রুদ্রনাথ ভট্টাচার্যের সময় ২০১৩ সালে প্রায় ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয় এসজেডিএ-তে। এরপরেই সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়। থমকে যায় প্রকল্পের কাজ। তবে দীর্ঘ বছর পর নমামি গঙ্গে প্রকল্পের মাধ্যমে ফের এসটিপি-র কাজ শুরু হওয়ার আশায় বুক বাঁধছে শহর।

সদলবলে... *অসমের কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানে খোশমেজাজে গজরাজরা। সোমবার। -পিটিআই*

এন্ট্রি মাফিয়াদের রুখতে নিষ্ক্রিয় পুলিশ

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জ জেলার দুটি জাতীয় সড়ক ও উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর এলাকার করিডরটি এন্ট্রি মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ। তিন মাস আগে পাটনার পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি কিশনগঞ্জের জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে পাঠানো হয়। চিঠিতে ১২ জন দুষ্কৃতীর নাম উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। যদিও পুলিশ সুপার সাগর কুমার জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে।

অভিযোগ, কিশনগঞ্জ থেকে ডালখোলার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক, গলগলিয়া থেকে আরারিয়ার ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ও ডালখোলা থেকে গোয়ালপোখর থানা এলাকা মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এই তিনটি রাস্তা দিয়ে মাফিয়ারা নথিপত্রবিহীন ট্রাকে গবাদিপশু, কয়লা, কাঠ, বালি, পাথর, মাদক, গাঁজা, মদ, সোনা, রুপো ইত্যাদি পাচার করছে। কিন্তু উভয় রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের নেতারা বিষয়টি নিয়ে চুপ রয়েছেন। গত ২৮ অগাস্ট বিহার পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর জেলার পুলিশ সুপার ও জেলা শাসককে ১২ জন এন্ট্রি মাফিয়ার নাম উল্লেখ করে বিশেষ অভিযান চালানোর নির্দেশ দেয়। নির্দেশে মহম্মদ তৌফিক আলম, মঞ্জর আলম, বাদশাহ আলম, নদীম আসগর, মহম্মদ আশিক, মহম্মদ সরফরাজ, মহম্মদ ইমরান, অরুণ কুমার, রইস কাইসর, মহম্মদ জবারুল, মহম্মদ ইরফান ও মহম্মদ মোখলেসের নাম উল্লেখ করা হয়। অভিযুক্তরা কিশনগঞ্জ জেলারই বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা। ফের ২৪ সেপ্টেম্বর কিশনগঞ্জের জেলা শাসক বিশাল রাজ এই মর্মে পুলিশ সুপারকে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। তারপরও প্রশাসনের মধ্যে তৎপরতা দেখা যায়নি বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, কিশনগঞ্জ জেলা পরিষদের সদস্য ইঞ্জিনিয়ার নাসিক নাদির ১১ ডিসেম্বর পুলিশ সুপারকে এনিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার অনুরোধ করেন। তিন মাস আগের পাটনার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ওই নির্দেশনামায় বলা হয়, ওই এন্ট্রি মাফিয়াদের কারণে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচুর পরিমাণে রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। ২০১৯ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে ওই ১২ জন ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ তদন্ত করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। কিন্তু তারপরও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ উঠছে।

আচার্য হওয়া

প্রথম পাতার পর

অথবা বাজেট অধিবেশনে নিন্দাপ্রস্তাব গ্রহণ করার ভাবনাচিন্তা চলছে তৃণমূলের পরিষদীয় দলে। বিল দুটি ২০২২ সালে বিধানসভায় গৃহীত হয়েছিল। একটির নাম পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিল, অন্যটি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিল। প্রথম বিলে রাজ্যের ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপালকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য পদে বসানোর প্রস্তাব ছিল। সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা দপ্তরের অধীন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও একই প্রস্তাব ছিল দ্বিতীয় বিলে।

জগদীপ ধনকর রাজ্যপাল থাকাকালীন উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে তাঁর সঙ্গে রাজ্যের বিরোধ চরমে উঠেছিল। রাজ্যপালের অভিযোগ ছিল, তাঁর সম্মতি না নিয়ে রাজ্য সরকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করছে। আচার্য হিসেবে তিনি বৈঠক ডাকলেও অধিকাংশ উপাচার্য তাতে সাড়া দেন না। এরপর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু রাজ্যপালকে সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীকে বসানোর প্রস্তাব দেন।

বিল দুটি বিধানসভায় গ্রহণের পর ধনকর ২০২৪ সালের ২০ এপ্রিল নিজে সম্মতি না দিয়ে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেন। সেই বিল দুটিতেই রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলেন না। ফলে বিলটি আর কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকল না। বরং রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে রাজ্যপালই বহাল থাকলেন। বিধানসভা সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত বিধানসভায় গৃহীত ৩১টি বিল আটকে রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল। বিলগুলিতে দ্রুত অনুমোদন দেওয়ার আর্জি জানিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে তিনবার চিঠি পাঠিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তাতেও কাজ হয়নি।

স্মারকলিপি

কিশনগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জে সেনার বেসক্যাম্প স্থাপনা বিতর্কে সোমবার নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। সোমবার কিশনগঞ্জের কংগ্রেসের সাংসদ ডাঃ জাবেদ আজাদ দিল্লিতে এই মর্মে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। বাহাদুরগঞ্জ কোচাধামন এলাকায় প্রস্তাবিত বেসক্যাম্প তৈরির জন্য কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন। অন্যদিকে, রবিবার এলাকার কৃষকরা পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদবকে স্মারকলিপি দেন।

সেট-এ অনিয়ম

প্রথম পাতার পর

সব শুনে কার্যত বিস্মিত সিএসসি'র চেয়ারম্যান সৌরিন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথা, 'যেসব তথ্য নির্দিষ্ট একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেওয়া হয়েছে তা অনুচিত। পদ্ধতিগতভাবেই যাবতীয় কাজ হওয়া উচিত ছিল। কোন গ্রুপে কে তথ্য ফাঁস করেছে তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ভোট আসছে। রাজনীতি করার জন্য কেউ ওই ধরনের কাজ করতে পারেন। তবে কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। পেলে অবশ্যই পদক্ষেপ করব।' শুধু তথ্য ফাঁস করাই নয়, ভাস্করের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে পরীক্ষা চলাকালীন প্রতিটি পরীক্ষা হলে ঢোকার অভিযোগও উঠেছে। সেই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন সেট-এর দার্জিলিং জেলার নোডাল অফিসার দেবাশিস দত্ত। তাঁর বক্তব্য, 'ভাস্কর বিশ্বাস ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হলেও পরীক্ষার কেন্দ্রে কোনও দায়িত্বে ছিলেন না। তাই পরীক্ষা হলে ঢোকার কোনও বৈধতা তাঁর নেই। তবুও তিনি পরীক্ষা হলে ঢুকে খবরদারি করেছেন। আমি বিষয়টিতে আপত্তি জানিয়েছি। সিএসসি-কেও লিখিতভাবে বিষয়টি জানিয়েছি।'

অভিযোগের কথা সরাসরি অস্বীকার করেননি ভাস্কর। তাঁর বক্তব্য, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যাতে ইনভিজিলেটর হতে পারেন তাই তাঁদের সঙ্গে আলোচনার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বিষয়টি জানিয়েছিলাম। অন্যভাবে ভাবিনি।' পরীক্ষা হলে ঢোকার কথাও মেনে নিয়ে ভাস্কর দাবি করেছেন তিনি হলে ঢুকতে পারেন। যদিও সিএসসি'র আধিকারিকরা জানিয়েছেন কোনও অবস্থাতেই

ভাস্কর পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারেন না। কেন তিনি প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা হলে গিয়েছিলেন তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। অরিন্দম অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি। নানা প্রশ্ন করলেও 'নো কমেন্টস' বলে বিষয়গুলি এড়িয়ে যান তিনি। কয়েকমাস আগেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় অরিন্দমের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। এসএসসি'র উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রের পরীক্ষার্থী ছিলেন অরিন্দমের স্ত্রী। আর নোডাল অফিসার হিসাবে সেই কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অরিন্দম নিজেই। সেই সময় ভেনু ইনচার্জ ছিলেন ভাস্কর। এসএসসিতে অনিয়ম করা ভাস্কর ও অরিন্দম জুটির বিরুদ্ধে সিএসসিতেও একগুচ্ছ অভিযোগ উঠল। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

যুবভারতীর তদন্ত কমিটি নিয়ে মামলা, গ্রেপ্তার ৫

প্রথম পাতার পর

ওই তালিকায় আছেন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সদস্য আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোশ্যাল মিডিয়ার হ্যান্ডলার অদিতি গায়েন, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের মেয়েরা।

মালব্যর অভিযোগ, 'মেসির অনুষ্ঠানকে বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বাসদের পারিবারিক কর্মসূচি করে তোলা হয়েছিল। তারপর উদ্যোক্তাকে বলির পাঁঠা করা হয়েছে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'যে মেসি-ভক্তরা টাকা ধার করে দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু অরূপ, সুজিত কেন বাইরে?' এর মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি ভিডিওতে (যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) দেখা গিয়েছে, লেকটাউনে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু টিকিট বিলি করছেন।

যদিও সুজিতের দাবি, 'যুবভারতীতে যে কোনও ম্যাচের কমপ্লিমেন্টারি টিকিট যা পাই, তা বিলিয়ে দিই। এতে অসুবিধার কী আছে। আমি তো টাকার বিনিময়ে টিকিট দিচ্ছি না।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়ে দেওয়া কমিটি রবিবার তদন্ত শুরু করলেও সেই কমিটির গ্রহণযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। চলতি সপ্তাহে মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা।

তদন্ত কমিটির ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতাও। আদালতের নজরদারিতে কর্মরত কোনও বিচারপতির তত্ত্বাবধানে তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি তুলেছেন তিনি। চলতি সপ্তাহে মামলাগুলির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। ধৃত পাঁচজনের আইনজীবীরা অবশ্য সোমবার আদালতে দাবি করেন, এঁরা ভুক্তভোগী, অপরাধী নন। কিন্তু তাঁদের ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠিয়ে পুলিশের কেস ডায়েরি তলব করেছেন বিচারক।

ধৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, কর্তব্যরত সরকারি কর্মীদের কাজে বাধাদান, গুরুতরভাবে জখম করা, গোলমাল পাকানো ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভাষায়, 'এই ঘটনা সম্পূর্ণ সিস্টেম ফেলিওর। শতদ্রুকে গ্রেপ্তার হিমশৈলের চূড়ামাত্র। এর সঙ্গে যুক্তদের সকলকে গ্রেপ্তার করতে হবে। পুলিশের গাফিলতি থাকলেও পদক্ষেপ করা উচিত।'

অনুমতি বাতিল

ভরতপুর, ১৫ ডিসেম্বর : ২২ ডিসেম্বর বহরমপুরের টেক্সটাইল কলেজ মোড় থেকে হুমায়ুন কবীরের নতুন রাজনৈতিক দল ঘোষণা সভার অনুমতি বানচালকে ঘিরে ফের একবার তৃণমূল বনাম হুমায়ুনের দ্বৈরথ চরমে পৌঁছাল। ওই একই তারিখে একই জায়গায় শাসকদল তৃণমূলকে সাংগঠনিক সভার অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন। যে কারণে এদিন বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দেন হুমায়ুন।

চিকেন প্যাটিস বেচে ভয়ে মরছেন রিয়াজুলরা

প্রথম পাতার পর

প্যাটিস বিক্রেতাকেও গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। সে পরিচয় আড়াল করে গিয়েছিল কেন?

শুধু তাই নয়, গোবরডাঙ্গা, অশোকনগর ও উত্তরপাড়ার সেই বীরদেরই পুলিশি পাহারা দেওয়া উচিত বলে তিনি সওয়াল করেছেন। রিয়াজুলের নামে উলটে তাঁরা থানায় নালিশ ঠুকে দিয়েছেন। মধ্য কলকাতার রিপন স্ট্রিটের বেকারি থেকে মাল নিয়ে টিনের বাক্স মাথায় চাপিয়ে ময়দান অঞ্চলে দীর্ঘদিন থেকে বিক্রি করে আসছেন রিয়াজুল। যেসব দিনে ময়দানে ফুটবল খেলা বা সমাবেশ থাকে, সেসব দিনে একটু বেশি বিক্রি হয়। সেসব দিনে পাঁচশো থেকে হাজার টাকার বিক্রি তাঁর। অন্যদিনে গড়ে বড়জোর শ-দুয়েক টাকা।

এক-একটা প্যাটিসের দাম তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকার মধ্যে। সেদিন তাঁর তিন হাজার টাকার প্যাটিস নষ্ট হয়েছে, যা তাঁর এক সপ্তাহের রোজগারের থেকেও বেশি। বাড়ি আরামবাগের কেশবপুরে হলেও কাজের সুবিধার জন্য তিনি থাকেন খিদিরপুরে। গ্রামের বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও আছেন দুই ছেলে। বড় ছেলে কাজ করেন সোনার দোকানে। অন্যজন ছোট কারখানার মজুর।

এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না রিয়াজুল, তাঁর 'গুনাহ' হল কোথায়। একদল লোক এসে বললেন, বাক্সে চিকেন প্যাটিস আছে? হ্যাঁ, বলতেই শুরু হল চড়চাপড়। নাম বলতে মারের মাত্রা বেড়ে যায় কয়েকগুণ। কান ধরে ওঠবস করানো হয়। রিয়াজুল জানাচ্ছেন, আরও একজনকে পেটানো হয়েছে সেদিন। তিনি তপসিয়ার মহম্মদ সালাউদ্দিনকো। কোনও গতিকে বেঁচে গিয়েছেন শেখ মঈদুল ইসলাম নামে আরও একজন। যিনি আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

এতদিন এই শহরে পুজোয়, মেলায় রিয়াজুলের মতো পনেরো-কুড়িজন অবাধে এই কাজ করে আসছেন। এমন অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি তাঁদের। আরেক প্যাটিস বিক্রেতা বছর পঁয়ত্রিশের মুন্তাজ মল্লিকের কাছে আধার কার্ড দেখতে চাওয়া হয়। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টের ছবি দেখালেও তাঁর রেহাই মেলেনি। যাঁরা চড়াও হয়েছিলেন, তাঁরা বলতে থাকেন, 'তুই বাংলাদেশি।' মুন্তাজেরও আড়াই হাজার টাকার মাল নষ্ট করা হয়েছে সেদিন। ব্রিগেডের ওই ঘটনায় থানায় অভিযোগ জানানো হয়। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করার জন্য আবেদনও করা হয়। অভিযোগ গণপিটুনির। সুপ্রিম কোর্ট এই ধরনের মামলায় করণীয় নিয়ে গাইডলাইন বেঁধে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনসভায় দাঁড়িয়ে এই ঘটনার কড়া নিন্দা করার পর পুলিশ ভিডিওতে ছবি দেখে তিনজনকে ধরে আনে। খোলা ময়দানে দিনের আলোয় এই ঘটনা ঘটলেও, সমস্ত টিভি চ্যানেলে তার ভিডিও ভাইরাল হলেও পুলিশ নিজে থেকে কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি।

সেই তিন 'বীরপুরুষ'-কে এজলাসে তোলা হলে এক হাজার টাকার জামিনে তাঁদের ছেড়ে দেয় আদালত। তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব অভিযোগই যে জামিনযোগ্য। আদালত থেকে জয়ধ্বনি দিতে দিতে সমর্থকদের কাঁধে চেপে দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা। অন্যদিকে, ততই ভয়ে গুটিয়ে যাচ্ছেন রিয়াজুলেরা। বছর কুড়ি বা তারও বেশি সময় ধরে ময়দানে প্যাটিস বিক্রি করে আসছেন তাঁরা। কেউ কোনওদিন কিছু বলেনি। কলকাতার মতো শহরে এমন কিছু হতে পারে, তা কখনও ভাবেননি তাঁরা।

সেদিন ব্রিগেডে ছিল গেরুয়া রঙের ছড়াছড়ি। মঞ্চ থেকে মাটিতে, পতাকায়, বাইরে থেকে আসা সাধু, নানা নামের বাবাদের পরনে ছিল গেরুয়া। আমরা এ শহরের বাঙালিরা মন দিয়ে শুনেছি আরেক গেরুয়াধারী হিন্দু সন্ন্যাসীর কথা। বহুদিন আগে শিকাগোয় এক ধর্মসভায় যিনি বলেছিলেন, 'যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্বাধিক মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে আসছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে গর্বিত মনে করি।'

বিবেকানন্দের এইসব কথা হিন্দুধর্মের ওইসব স্বঘোষিত অভিভাবকের মাথায় ঢুকবে কি না জানি না। তাঁদের মাথা যে ঘৃণা আর বিদ্বেষে ভরা।

ছিটকে গেলেন অক্ষর, স্কোয়াডে বাংলার শাহবাজ

গিল-স্কাইয়ের হয়ে ব্যাট ধরে ছক্কা অভিষেকের

লখনউ, ১৫ ডিসেম্বর : ওদের উপর ভরসা রাখুন। ওরা ম্যাচ উইনার। আমার কথা বিশ্বাস করুন, টি২০ বিশ্বকাপের আসরে শুভমান গিল ও সূর্যকুমার যাদবরা ভারতকে ম্যাচ জেতাবে।

বক্তার নাম অভিষেক শর্মা। গতরাতে ধরমশালায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে সিরিজের তিন নম্বর ম্যাচে ৭ উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। চরৈবেতির মন্ত্র নিয়ে আজ ধরমশালা থেকে লখনউয়ে পৌঁছে গেল দুই দলই। বিশেষ চার্টার্ড বিমানে সন্ধ্যার দিকে একসঙ্গে লখনউয়ে পৌঁছায় ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। টিম ইন্ডিয়া লখনউয়ে পৌঁছে যাওয়ার পরই সন্ধ্যায় বিসিসিআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে, অসুস্থতার কারণে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে নেই অক্ষর প্যাটেল। তাঁর পরিবর্তে স্কোয়াডে এসেছেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ।

চলতি সিরিজ টিম ইন্ডিয়ার এগিয়ে যাওয়া নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহলের তেমন কোনও আগ্রহ নেই। বরং ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ অনেক বেশি আগ্রহী কুড়ির ক্রিকেটে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ও সহ অধিনায়ককে নিয়ে। দুইজনই রানের মধ্যে নেই। ব্যর্থতার কানাগলিতে ঘুরছেন। দলকে ব্যাট হাতে ভরসা, দিশা কিছুই দিতে পারছেন না। গতরাতের ধরমশালার এইচপিসিএ স্টেডিয়ামেও একই ঘটনা দেখা গিয়েছে। ফলে গিল-স্কাইদের নিয়ে উদ্বেগ, সংশয় বেড়েই চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। তার মধ্যেই গতরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার অভিষেক একসঙ্গে দুইটি কাজ করেছেন। এক, দলের দুই সতীর্থের হয়ে ব্যাট ধরেছেন। দুই, আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি২০ বিশ্বকাপের আসরে স্কাই-গিল জুটি ভারতকে ম্যাচ জেতাবে, উপহার দেবে স্মরণীয় মুহূর্ত। এমন পূর্বাভাস করে সমালোচকদের বিরুদ্ধে ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। অভিষেকের কথায়, 'স্পষ্ট বলছি, ভারতীয় দলের যে দুই ব্যাটারকে নিয়ে এত সমালোচনা হচ্ছে, তারাই চলতি সিরিজের বাকি দুই ম্যাচের পাশে আগামী বছরের শুরুতে নির্ধারিত থাকা টি২০ বিশ্বকাপের আসরে ম্যাচ জেতাবে দলকে। মিলিয়ে নেবেন আমার কথা। বিশ্বাস রাখতে পারেন আমার উপর।'

> স্পষ্ট বলছি, ভারতীয় দলের যে দুই ব্যাটারকে নিয়ে এত সমালোচনা হচ্ছে, তারাই চলতি সিরিজের বাকি দুই ম্যাচের পাশে আগামী বছরের শুরুতে নির্ধারিত থাকা টি২০ বিশ্বকাপের আসরে ম্যাচ জেতাবে দলকে। মিলিয়ে নেবেন আমার কথা। বিশ্বাস রাখতে পারেন আমার উপর।
> **-অভিষেক শর্মা,** শুভমান গিল ও সূর্যকুমার যাদবের সমর্থনে

টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার অভিষেকের পূর্বাভাস সত্যি হবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক ও তাঁর ডেপুটিকে নিয়ে এমন সমালোচনা সাম্প্রতিককালে হয়নি। ফেব্রুয়ারি-মার্চের টি২০ বিশ্বকাপের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই স্কাই-গিলকে নিয়ে সমালোচনা সুনামিতে পরিণত হচ্ছে। এমন কঠিন অবস্থার মধ্যে টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার অভিষেক বলেছেন, 'শুভমান-সূর্যকুমারদের বহুদিন ধরে চিনি আমি। খুব ভালো করেই জানি ওরা কীভাবে ক্রিকেট নিয়ে ভাবে, দল পরিচালনা করে। তাই আবারও বলছি, আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারেন। বিশ্বকাপের আসরে গিল-স্কাইরা হতাশ করবে না। ওরাই ম্যাচ জেতাবে।'

শুভমানের সঙ্গে অভিষেকের ক্রিকেটার হিসেবে বেড়ে ওঠা, ছোটবেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা সবাই জানে। সেই বন্ধুত্ব আজও একইরকম। টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যের সঙ্গেও অভিষেকের দারুণ সম্পর্ক। ব্যাটে রান না থাকার কথা গতরাতে ম্যাচ জয়ের পর ভারত অধিনায়ক নিজে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরে তাঁর দলের ওপেনিং ব্যাটার অভিষেক যেভাবে গিল-স্কাইয়ের হয়ে ব্যাট ধরেছেন, তা নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় দলের অন্দরের ফুরফুরে মেজাজের ছবি তুলে ধরছে দুনিয়ার দরবারে। যদিও বাস্তব দিক হল, চলতি সিরিজের বাকি থাকা দুইটি টি২০ ম্যাচেও স্কাই-গিলরা ব্যর্থ হলে সমালোচনার ঝড় লাগামছাড়া জায়গায় পৌঁছে যাবে। পরিস্থিতির চাপটা সূর্য-শুভমানও অনুভব করতে শুরু করেছেন।

মার্কো জানসেনের হঠাৎ ঢুকে আসা বলে রবিবার বোল্ড হয়ে যান শুভমান গিল।

আইপিএলের মিনি নিলামের জন্য সেজে উঠছে আবু ধাবির এতিহাদ এরিনা (বাঁয়ে)। চলছে ম্যাট পাতা ও দেওয়াল সাজানোর কাজ।

শেষ মুহূর্তে এন্ট্রি অভিমন্যুর

নিলামে নজর থাকবে কার্তিক-সলিলের দিকেও

আবু ধাবি, ১৫ ডিসেম্বর : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই মঙ্গলবার আবু ধাবিতে শুরু হয়ে যাবে ২০২৬ সালের আইপিএলের মিনি নিলামের আসর। আসন্ন আইপিএল নিলামের আসরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। কতজনের জীবন বদলে যাবে, কতজন কোটিপতি হয়ে যাবেন, নতুন তারকা হিসেবে নিলামের টেবিলে কতজনের জন্ম হবে, কোন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের ছবিটা কেমন হবে-ক্রিকেটমহলে আলোচনা, জল্পনার শেষ নেই।

এমন জল্পনার মাঝেই আজ জানা গিয়েছে চমকপ্রদ তথ্য। বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ শেষবেলায় আইপিএল নিলামের আসরে ঢুকে পড়েছেন। আগামীকাল তিনিও নিলামে উঠছেন। বাংলা অধিনায়কের বেস প্রাইস ৩০ লক্ষ। শেষ পর্যন্ত অভিমন্যুর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে কি না, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে বাংলা অধিনায়ককে নিয়ে সামনে এসেছে চমকপ্রদ কিছু তথ্য। জানা গিয়েছে, বেশ কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের চাপে প্রথমে নিলামের তালিকায় না থাকলেও পরে বাংলা অধিনায়কের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁর পক্ষে গিয়েছে, দিন কয়েক আগের সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে বাংলার জার্সি গায়ে পারফরমেন্স। যেখানে ৭ ম্যাচে ১৫২ স্ট্রাইকরেটে মোট ২৬৬ রান করেছিলেন অভিমন্যু।

বাংলা অধিনায়ককে নিয়ে আচমকা তৈরি হওয়া জল্পনার মাঝে প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বীনের পূর্বাভাসও সামনে এসেছে। এক সাংবাদিকের সঙ্গে পডকাস্টের অনুষ্ঠানে অশ্বীন 'আনক্যাপড' দুই উইকেটকিপার-ব্যাটার কার্তিক শর্মা ও সলিল অরোরার নাম তুলে ধরেছেন। জানিয়েছেন, এই দুইজনের জন্য অনেকগুলি ফ্র্যাঞ্চাইজি দল নিলামের টেবিলে দর কষাকষির খেলায় মেতে উঠবে। অশ্বীনের কথায়, 'আইপিএল নিলামের আগাম পূর্বাভাস হয় না। কিন্তু তারপরও বলব, কালকের নিলামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেলা কয়েকজন ক্রিকেটারকে নিয়ে টানাটানি হওয়ার সম্ভাবনা। যার মধ্যে কার্তিক-সলিলের নাম বলব।'

INDIAN PREMIER LEAGUE

মিনি নিলাম আজ

সময় : দুপুর ২.৩০
স্থান : আবু ধাবি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

নিলামের টেবিলে উঠতে চলেছেন মোট ৩৫০ জন ক্রিকেটার। যার মধ্যে ভাগ্যের শিকে ছিঁড়বে মোট ৭৭ জনের। জানা গিয়েছে, দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দল মোট ৭৭ জন ক্রিকেটার কিনতে পারবে। নিলামের তালিকা প্রকাশের পর থেকেই ক্যামেরন গ্রিন, পৃথ্বী শ, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, রহমনুল্লাহ গুরবাজ, কুইন্টন ডি কক, আকাশ দীপ, মুজিব উর রহমান, জনি বেয়ারস্টোদের মতো বড় নামদের নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। আইপিএলের দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের কাছে মোট ২৩৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা রয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হাতে। পরিমাণ ৬৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। আন্দ্রে রাসেল আইপিএল থেকে অবসর নেওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই নয়া উদ্যমে দল গড়তে নামতে চলেছে কেকেআর। বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলিও পিছিয়ে থাকবে না।

এখন দেখার নিলামের টেবিলে কার ভাগ্য বদলে যায়। আর কারা হতাশার সাগরে ডুবে যান।

রক্তদান করুন, আর্জি কামিন্সের

বন্ডি বিচের ঘটনায় শোকজ্ঞাপন করে যৌথ বিবৃতি ইংল্যান্ড-অজি বোর্ডের

অ্যাডিলেড, ১৫ ডিসেম্বর : মাঝে এক দিন। বুধবার অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির মাঝে সিডনির বন্ডি বিচে ইহুদিদের ওপর নারকীয় হত্যাকাণ্ড নড়িয়ে দিয়েছে দুই দলের ক্রিকেটারদেরও।

দুই দেশের বোর্ড এদিন যৌথ বিবৃতিতে শোকজ্ঞাপন করেছে। পাশাপাশি নিহতদের শ্রদ্ধা জানাতে একঝাঁক পদক্ষেপ করা হয়েছে। অ্যাডিলেড টেস্ট শুরুর আগে দুই দলের ক্রিকেটাররা শ্রদ্ধা জানাবেন নিহতদের। কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামবেন। টেস্ট চলাকালীন দুই দেশের পতাকাও অর্ধনমিত রাখা হবে।

তৃতীয় টেস্টে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকা অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স আবার সাধারণ মানুষের কাছে রক্তদানের আবেদন জানিয়েছেন। সমাজমাধ্যমে কামিন্স লিখেছেন, 'গতকাল রাতে বন্ডিতে যা ঘটেছে আমি আতঙ্কিত। নিহতদের পরিবার, বন্ডির মানুষ, ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি সমবেদনা রইল। কঠিন সময়। অনেক মানুষ হাসপাতালে ভর্তি আছেন। রক্তের প্রয়োজন। যদি সম্ভব হয়, রক্তদান করুন আপনারা।'

যৌথ বিবৃতিতে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড লিখেছে, 'ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস বোর্ডের প্রত্যেকেই আতঙ্কিত গতকালের বন্ডি বিচের ঘটনায়। নিহতদের পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের প্রতি গভীর সমবেদনা। ঘটনায় আক্রান্তদের পাশে আছি আমরা।' জঙ্গিদের এলোপাতাড়ি গুলিতে ১৯ জন মারা গিয়েছেন। আহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

ঘটনার দিন সিডনিতে থাকা মাইকেল ভনও অভিজ্ঞতার কথা সমাজমাধ্যমে তুলে ধরেছেন। জানান, ওই সময় সপরিবারে তাঁর ঘটনাস্থলেই থাকার কথা ছিল। ভন বলেছেন, 'ঘরের ড্রয়িংরুমে বসে টিভিতে লন্ডন, ম্যাঞ্চেস্টারে জঙ্গিহানার দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু কখনও ভাবিনি এত সামনে থেকে এরকম ঘটনা দেখব, মানুষের আর্তনাদ শুনব।'

ভন আরও লিখেছেন, 'প্রথমে সাইরেনের শব্দ কানে আসে। ভেবেছিলাম, হাঙরের আক্রমণের কারণে সতর্ক করা হচ্ছে। কারণ, বিচে সাইরেন সাধারণত বাজে হাঙরের দেখা মিললে। দ্রুত সেই ভুল ভাঙে। কারণটা বুঝে যাই। রেস্টুরেন্টে টেবিলে বসেছিলাম আমরা। নিরাপত্তাকর্মীরা সবাইকে ঘরের মধ্যে চলে যেতে বলে রেস্তোরাঁর গেটে তালাচাবি লাগিয়ে দেয়। যাতে কেউ বাইরে বেরোতে না পারে। তখন ৭টা বাজে। ৯টা পর্যন্ত হোটেলের ঘরেই কার্যত বন্দি ছিলাম। এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি।'

চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তনের আগে প্যাট কামিন্সকে নড়িয়ে দিয়েছে বন্ডি বিচের ঘটনা।

অনুশীলনের ফাঁকে জিরিয়ে নিচ্ছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস।

অ্যাডিলেডে অ্যাটকিনসনের বদলি টাঙ্গ

অ্যাডিলেড, ১৫ ডিসেম্বর : জিততেই হবে পরিস্থিতি।

আর একটা হার মানে সিরিজ হাতছাড়া। পারথ ও ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার হাতে দুরমুশ হওয়ার পর পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে টিকে থাকতে প্রত্যাঘাতই একমাত্র রাস্তা। ১৭ ডিসেম্বর গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় টেস্টের ৪৮ ঘণ্টা আগে অ্যাডিলেড টেস্টের একাদশ ঘোষণা করে দিল ইংল্যান্ড। ব্রিসবেনের দ্বিতীয় টেস্টের দল থেকে একটাই পরিবর্তন- গাস অ্যাটকিনসনের জায়গায় জোশ টাঙ্গ।

উইল জ্যাকসকে নিয়ে টানাপোড়েন থাকলেও শেষপর্যন্ত অ্যাডিলেড টেস্টের একাদশে জায়গা ধরে রেখেছেন। দুই টেস্টে ব্যাটিং ব্রিগেড ব্যর্থ হলেও কাটছাঁটের পথে হাঁটেনি ইংল্যান্ড থিংকট্যাংক।

ঘোষিত দল ঃ জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, ওলি পোপ, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ (উইকেটকিপার) উইল জ্যাকস, ব্রাইডন কার্স, জোফ্রা আর্চার ও জোশ টাঙ্গ।

৬টি টেস্ট খেলে এখনও ৩১টি উইকেট নিয়েছেন বছর আঠাশের টাঙ্গ। লাল বলের ফর্ম্যাটে শেষবার খেলেছেন ভারতের বিরুদ্ধে গত জুলাইয়ে। ওভালের উত্তেজক যে টেস্ট দ্বৈরথে ইংল্যান্ডকে ৬ রানে পরাজিত করে টিম ইন্ডিয়া। অ্যাসেজের চলতি ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে সেই টাঙ্গের পেস-সুইংকে হাতিয়ার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে থ্রি লায়ন্স।

ভুল শুধরে নিতে বদ্ধপরিকর ব্রুক

এদিকে, চলতি সিরিজের ব্যর্থতা ঝেড়ে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা হ্যারি ব্রুকের গলায়। প্রথম দুই টেস্টের চার ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ ৫২, ০, ৩১ ও ১৫। আগ্রাসী ক্রিকেটের জন্য পরিচিত ব্রুকের কাছে দল ও সমর্থকদের আশা অবশ্য আরও অনেক বেশি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাজবলকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মিডল অর্ডারে ব্রুকের সাফল্য পাওয়া জরুরি।

অ্যাডিলেডে প্র্যাকটিসের পর এদিন সেই আশ্বাস দিচ্ছেন ব্রুক। তবে, গত দুই টেস্টের ভুলভ্রান্তি দূরে রেখে আত্মসমীক্ষার কথা তাঁর মুখে। স্বীকার করছেন, চলতি সিরিজে এখনও পর্যন্ত সবকিছু প্রত্যাশামাফিক এগোচ্ছে না। বুঝতে হবে কখন চাপ সামলে নিজেকে মেলে ধরা প্রয়োজন এবং কখন প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার জন্য সঠিক সময়।

ব্রুক বলেছেন, 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দল যখন শুরুতেই উইকেট হারায়, তখনই পালটা হিসেবে প্রতি আক্রমণের রাস্তা আমি বেছে নিই। পারথে সেই চেষ্টা করেছি প্রথম ইনিংসে। ভালো খেলেছি। চেষ্টা করছি পরিস্থিতি বুঝে নিজেকে সেভাবে মেলে ধরার। চলতি সিরিজে যে পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন এখনও ঘটাতে পারিনি। ভুল শটে উইকেট হারিয়েছি। ব্রিসবেন টেস্টে যেমন ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হয়েছি। খারাপ ব্যাটিং। বাকি সিরিজে যা শুধরে ফেলার চেষ্টা করব। জোর দেব স্ট্রাইক রোটেশনেও।'

বিশ্বকাপজয়ী স্কোয়াশ দলকে শুভেচ্ছা মোদির

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : রবিবার প্রথমবার স্কোয়াশ বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়েছে ভারতীয় দল। ফাইনালে তারা শীর্ষবাছাই হংকংকে ৩-০ ফলে হারিয়েছে।

এবার বিশ্বজয়ী স্কোয়াশ দলকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'ইতিহাস সৃষ্টি করে প্রথমবার স্কোয়াশ বিশ্বকাপ জেতার

জন্য ভারতীয় দলকে অনেক অভিনন্দন। জোশনা চিন্নাপ্পা, অভয় সিং, ভেলাভান সেন্থিল কুমার ও আনাহাত সিং অসাধারণ দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার প্রদর্শন করেছেন। ওদের সাফল্য গোটা দেশকে গর্বিত করেছে। এই জয় আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে স্কোয়াশকে জনপ্রিয় করে তুলবে।'

এছাড়াও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'প্রথমবার স্কোয়াশ বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন। আপনারা যে ক্রীড়া দক্ষতা দেখিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেছেন, তা প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে।'

অর্শদীপরা ফারাক গড়েছে : মার্করাম

লখনউ, ১৫ ডিসেম্বর : পরিস্থিতি ছিল কঠিন। ছিল প্রবল ঠান্ডা। সঙ্গে শিশির।

ভারী আবহাওয়ায় টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কুইন্টন ডি কক, রেজা হেনড্রিকসরা অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানাদের লাইন, লেংথ, সুইং বুঝে ওঠার আগেই ফিরে যান প্যাভিলিয়নে।

অধিনায়ক আইডেন মার্করাম একা লড়াই করেছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন দলের রান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু পারেননি। ১১৭ রানে অল আউট হয়ে ম্যাচ থেকে খেলা শেষের অনেক আগেই কার্যত হারিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতীয় পেসারদের শুরুর স্পেলটাই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছিল, দুই দলের মধ্যে ফারাক করেছিল, ধরমশালা টি২০ হারের পর রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে সেই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক মার্করাম। বলেছেন, 'ক্রিকেটের জন্য পরিবেশ দুর্দান্ত ছিল এমন নয়। এমন চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে খেলার শুরু থেকেই অর্শদীপরা এমন বোলিং শুরু করেছিল, যা সামলানো আরও কঠিন হয়ে যায়।'

> ভারী আবহাওয়ায় কঠিন পরিস্থিতিতে নতুন বলটা দুর্দান্তভাবে ব্যবহার করেছে ভারতীয় পেসাররা। অর্শদীপরা যে লাইনে বল করছিল, তা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না আমাদের। যে কারণে ইনিংসের শুরুতেই আমাদের রানের গতি চলে গিয়েছিল তলানিতে।
> **-আইডেন মার্করাম**

শুধু কঠিন নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক মার্করামের উপলব্ধি হল, নতুন বলে ভারতীয় জোরে বোলাররা তাঁদের শুরুতেই ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিলেন। প্রোটিয়া অধিনায়কের কথায়, 'ভারী আবহাওয়ায় কঠিন পরিস্থিতিতে নতুন বলটা দুর্দান্তভাবে ব্যবহার করেছে ভারতীয় পেসাররা। অর্শদীপরা যে লাইনে বল করছিল, তা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না আমাদের। যে কারণে ইনিংসের শুরুতেই আমাদের রানের গতি চলে গিয়েছিল তলানিতে। দ্রুত বেশ কিছু উইকেটও হারিয়েছিলাম আমরা। পরে আর ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভব হয়নি।'

নিউ চণ্ডীগড়ে দুর্দান্তভাবে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছিলেন প্রোটিয়ারা। ধরমশালায় ফের পিছিয়ে যেতে হল। সিরিজের বাকি থাকা দুই ম্যাচে জিততে পারলে তবেই সফল হওয়া সম্ভব। শেষ দুই ম্যাচের লক্ষ্যে আজ ধরমশালা থেকে লখনউয়ে পৌঁছে গিয়েছেন মার্করামরা। বুধবার লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে চলতি টি২০ সিরিজের চার নম্বর ম্যাচ। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক স্বীকার করে নিয়েছেন, বাকি সিরিজে ঘুরে দাঁড়িয়ে সফল হওয়ার কাজটা কঠিন হয়ে গিয়েছে। মার্করামের কথায়, 'সিরিজে বাকি থাকা দুই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে জেতার কাজটা এখন বেশ কঠিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও আমরা দল হিসেবে লড়াই ছাড়ছি না। কঠিন পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে জানি আমরা। দেখা যাক কী হয়।'

নভেম্বর মাসের সেরা শেফালি

দুবাই, ১৫ ডিসেম্বর : প্রতীকা রাওয়াল চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ায় মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে 'ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি' পেয়েছিলেন তিনি। তারপর ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৮৭ রান করার সঙ্গে বল হাতে জোড়া উইকেট নিয়ে ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাস্তা প্রশস্ত করেছিলেন শেফালি ভার্মা। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে সেদিনের সাফল্যের পুরস্কার পেলেন তিনি। আইসিসি-র নভেম্বর মাসের সেরা মহিলা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন তারকা ওপেনার শেফালি।

২ নভেম্বর ফাইনালে হারের পর দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভারডট জানিয়েছিলেন, শেফালির স্পেলের জন্য তাঁরা তৈরি ছিলেন না। মাসের সেরা হয়ে এদিন শেফালি বলেছেন, 'ফাইনালে দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পেরে আমি খুশি। বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য হতে পেরেছি। মাসের সেরার সম্মান আমার কাছে বিশাল প্রাপ্তি।'

অন্যদিকে, ভারত সফরে দুরন্ত পারফরমেন্সের জন্য নভেম্বর মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটার হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার সাইমন হার্মার। তিনি দুই ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়ে ভারতের মাটিতে প্রোটিয়াদের প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

অলম্সোর চাকরি বাঁচালেন রডরিগো

রিয়াল মাদ্রিদের প্রথম গোল করা কিলিয়ান এমবাপেকে অভিনন্দন ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।

মাদ্রিদ, ১৫ ডিসেম্বর : হারলেই চাকরি থেকে ছাঁটাই নিশ্চিত ছিল। লা লিগায় ডেপোর্টিভো আলাভেসের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জয় এ যাত্রায় রক্ষা করল রিয়াল কোচ জাভি অলম্সোকে।

এই ম্যাচে চোট সারিয়ে দলে ফেরেন গোলমেশিন কিলিয়ান এমবাপে। ফরাসি তারকা দলে ফিরতেই পুরোনো ছন্দে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের ২৪ মিনিটেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন এমবাপে। ৬৮ মিনিটে কার্লোস ভিনসেন্ট সমতায় ফেরান আলাভেসকে। ৭৬ মিনিটে ভিনির পাস থেকে জয়সূচক গোলটি করে যান রডরিগো।

ম্যাচের পর অলম্সো বলেছেন, 'খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ ছিল। প্রথমে এগিয়ে গিয়েও লিড ধরে রাখতে পারিনি। নিজেদের রক্ষণের ভুল থেকেই গোল হজম করতে হয়। শেষ পর্যন্ত ছেলেরা লড়াই করে দ্বিতীয় গোল তুলে নেয়। দিনের শেষে ৩ পয়েন্ট পাওয়ায় আমি খুশি।'

আপাতত এই ম্যাচ জিতে ১৭ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। প্রথম স্থানে থাকা বার্সার থেকে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে তারা।

‘ফের ভারতে আসতে চাই’ বলে গেলেন মেসি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : মুম্বইয়ের পর আবারও একবার ফুটবলের সঙ্গে মিলে গেল ক্রিকেট।

নয়াদিল্লি মানে ইতিহাস। শেষদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে লিওনেল আন্দ্রেস মেসির ২১ মিনিটের সাক্ষাৎকার অবশ্য হল না। কারণ হিসেবে জানা গিয়েছে, এদিনই চারদিনের সফরে জর্ডন উড়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। মেসির বিমানও মুম্বই থেকে দিল্লিতে দুই ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছায়। যার ফলে মোদি-মেসির সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি। সোমবার বার্সেলোনায় ফিরে যাওয়ার কথা থাকলেও মেসি গুজরাট রওনা হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, সেখানে তিনি জামনগরের বনতারায় আম্বানিদের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকেন্দ্রে যাবেন।

অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ছোট্ট-ছিমছাম অনুষ্ঠানেই ফের একবার দর্শক হৃদয় উদ্বেলিত করে গেলেন ফুটবল রাজপুত্র। যদিও বীরেন্দ্র শেহবাগের ঘরের মাঠে তাঁকে ধারেকাছেও দেখা গেল

নমোর সঙ্গে দেখা হল না ফুটবল রাজপুত্রের

না। শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে যেখানে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মিলেমিশে একাকার হয়েছেন মেসি, সেখানে এই স্টেডিয়ামে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা, মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত, রোহন জেটলিরাই অনুষ্ঠানের পুরোটা জুড়ে থাকলেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির সঙ্গে। যদিও শোনা যাচ্ছিল, শুভমান গিল আসতে পারেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁকে দেখা যায়নি। বেঙ্গালুরু এবং মুম্বইতে অসামান্য দুটি অনুষ্ঠানের পর নয়াদিল্লিতেও ছিল ভরা স্টেডিয়াম।

বিশালাকায় অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অবশ্য নির্ধারিত সময়ের অনেকটা পরেই পৌঁছালেন ফুটবল রাজপুত্র। আবহাওয়া খারাপ থাকায় তাঁর ব্যক্তিগত জেট নয়াদিল্লির মাটি ছোঁয় সময়ের অনেক পরে। সকাল ১০.৪৫ মিনিটে নয়াদিল্লির মাটি ছোঁয়ার কথা থাকলেও ঘন কুয়াশার জন্য উড়ানের সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়। মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও রডরিগো ডি পলের উড়ান শেষপর্যন্ত দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামে দুপুর আড়াইটে নাগাদ। তাঁকে ওখান থেকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয় লিলা প্যালেস হোটেলে। যেখানে এক ঘণ্টার একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ‘মিট অ্যান্ড গ্রিট’ অনুষ্ঠান ছিল এই তিন তারকার। সেখানে সপরিবারে মেসির সঙ্গে দেখা করেন এআইএফএফ-এর প্রাক্তন সভাপতি প্রফুল প্যাটেল। মেসি স্টেডিয়ামে পৌঁছানোর আগেই ওখানে একটি প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নিল সেলেব্রিটি মেসি অল স্টার ও মিনার্ভা মেসি অল স্টার দল। ম্যাচ পুরো শেষ হওয়ার আগেই লাল কার্পেটের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসতে দেখা যায় মেসি, সুয়ারেজ ও ডি পলকে। পৌঁছেই তাঁরা আগে মিনার্ভা অ্যাকাডেমির ছাত্রদের সঙ্গে ছবি তোলেন। ওখানেও অবশ্য নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুই-একজনকে ছবির ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে। এমনকি সুয়ারেজ নিজেই একজনকে সরিয়ে

> ভারতের এই সফরে যে ভালোবাসা পেলাম তার জন্য ধন্যবাদ। অসামান্য অভিজ্ঞতা। এই ভালোবাসা সম্পর্কে অবহিত ছিলাম কিন্তু অভিজ্ঞতা আরও ভালো। যা যা আপনারা করলেন আমাদের জন্য তাতে আমি অবাক, এ তো পুরো পাগলামি। -লিওনেল মেসি

দিয়ে অ্যাকাডেমির এক বাচ্চা ছেলেকে সামনে নিয়ে আসেন। পরে আলাদা আলাদা করে দুইবার ছোট ছোট শিশু ফুটবলারের সঙ্গে বল চোর বা কিকবাউটেও অংশ নেন তাঁরা। বাচ্চাদের সঙ্গে রীতিমতো মজা করছিলেন মেসি, সুয়ারেজ, ডি পলরা। খেলার পাশাপাশি অটোগ্রাফ দেওয়া সহ বাচ্চাদের জন্য সময়ও দেন অনেকটা। যা দেখে স্বাভাবিকভাবেই গ্যালারি থেকে আওয়াজ ওঠে ‘মেসি, মেসি।’ ডি পল তো কানে হাত দিয়ে আরও জোরে বলার জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন দর্শকদের। এরপর গোটা মাঠ প্রদক্ষিণ করেন ও শট মেরে গ্যালারিতে বল পাঠান তাঁরা। সুয়ারেজ ও ডি পল একে অন্যকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিলেন গ্যালারির বিভিন্ন জায়গায় বল পাঠানোর। তাঁদের আচরণেই পরিষ্কার হয়ে যায়, শীতের নয়াদিল্লির এই পরিবেশ উপভোগ

দর্শক ঠাসা অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনুরাগীদের বিদায় জানাচ্ছেন মেসি।

করছেন মেসিরা।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডে খেলা প্রাক্তন গোলকিপার অদিতি চৌহান নিজের নাম ও নম্বর লেখা জার্সিতে সই নেন তিন তারকার। এরপরেই মূল অনুষ্ঠান। মঞ্চে ওঠেন মেসিরা, উঠে আসেন জয় শা, রেখা গুপ্ত ও রোহন জেটলি। তিন তারকার হাতে তাঁদের জার্সির নম্বর লেখা ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সি তুলে দেন জয় শাহ। এরপর মেসির হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্রিকেটারদের সই করা একটি ক্রিকেট ব্যাট। এছাড়াও আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের একটি টিকিট দিয়ে ফুটবল রাজপুত্রকে আমন্ত্রণ জানান আইসিসি চেয়ারম্যান। ডেকে নেওয়া হয় বাইচুং ভুটিয়াকে। তিনি মঞ্চে আসেন নিজের সন্তানদের নিয়ে। ভারতের ফুটবল আইকনের ছিল এদিন জন্মদিন। এদিনের এই ছবি নিশ্চিতভাবেই বড় উপহার। যা নিশ্চিতভাবেই তাঁর বসার ঘরে এরপর থেকে শোভা পাবে। সবশেষে মেসি বলে গেলেন, ‘ভারতের এই সফরে যে ভালোবাসা পেলাম তার জন্য ধন্যবাদ। অসামান্য অভিজ্ঞতা। যদিও এটা ঝটিকা সফর। এই ভালোবাসা সম্পর্কে অবহিত ছিলাম কিন্তু অভিজ্ঞতা আরও ভালো। যা যা আপনারা করলেন আমাদের জন্য তাতে আমি অবাক, এ তো পুরো পাগলামি। এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। অবশ্যই আবারও ফিরে আসব কোনওদিন। হয়তো কোনও ম্যাচ খেলতে বা অন্য কোনও কারণে। কিন্তু অবশ্যই আসব। অনেক অনেক ধন্যবাদ।’

২০১১ সালের পর আবার এসেছেন। হয়তো আবারও আসবেন। কিন্তু কলকাতায় আসবেন কি? প্রশ্নটা থেকেই গেল।

মেসির নামাঙ্কিত ভারতীয় দলের ১০ নম্বর জার্সি তাঁর হাতে তুলে দিলেন আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা। সোমবার নয়াদিল্লিতে।

বিশ্বকাপ দেখার আমন্ত্রণ জয়ের

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : কলকাতা পারেনি। কিন্তু দেশের বাকি শহরগুলো পেরেছে। হায়দরাবাদ, মুম্বইয়ের পর নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আজ কিংবদন্তি লিওনেল মেসিকে নিয়ে উন্মাদনা হয়েছে। আবেগের বাঁধ ভেঙেছে। কিন্তু কোথাও বিশৃঙ্খলার খবর নেই।

রাজধানীতে আজ মেসি দর্শনে হাজির ছিলেন দেশের বহু তারকা। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা। তিনি মেসির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় তাঁর হাতে ২০২৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপের টিকিট তুলে দিয়ে তাঁকে মুম্বইয়ে ভারত বনাম আমেরিকা ক্রিকেট ম্যাচ দেখার আমন্ত্রণও জানিয়েছেন। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিও তুলে দেওয়া হয়েছে মেসির হাতে। সঙ্গে একটি বিশেষ ক্রিকেট ব্যাট। যে ব্যাটে ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের

বিশ্বকাপ টিকিটের রেপ্লিকা হাতে লিওনেল মেসি। সঙ্গী জয় শা, লুইস সুয়ারেজরা।

স্বাক্ষর করা রয়েছে। ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে তেমন কোনও ধারণা না থাকা মেসি আচমকাই ক্রিকেটীয় উপহার পেয়ে কিছু বিস্মিত হয়েছেন বলেও মনে করছেন অনেকে।

আর্জেন্টিনার অধিনায়ক তথা ফুটবল দুনিয়ার সর্বকালের অন্যতম সেরা মেসি মুম্বইয়ে কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে হাজির হবেন, এমন নিশ্চয়তা দেননি। আগামীদিনে তিনি আর কখনও ভারতে আসবেন কিনা, সেটাও অজানা। কিন্তু তার মধ্যেই মেসিকে বিশ্বকাপ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন জয়। আইসিসি চেয়ারম্যানের কথায়, ‘মেসি ফুটবলের কিংবদন্তি। ওঁকে ২০২৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপ ম্যাচ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। জানি না মেসি আসবে কিনা। কিন্তু মুম্বইয়ে ভারত বনাম আমেরিকার টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচের আসরে মেসি থাকলে নিশ্চিতভাবেই সেই ম্যাচের আবেগ ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যাবে।’ উল্লেখ্য, ৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আমেরিকার বিরুদ্ধে টি২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া।

ক্রীড়া উন্নয়নে খরচ হোক : বিন্দ্রা

যুবভারতী কাণ্ডের জন্য মেসিকেও দুষলেন সানি!

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : শনিবারের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন কাণ্ডে কাঠগড়ায় লিওনেল মেসিও! এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি স্বয়ং সুনীল গাভাসকারের। প্রশ্ন তুলেছেন আর্জেন্টিনা-মহাতারকার পেশাদারিত্ব নিয়েও। প্রশ্ন তুলেছেন, স্টেডিয়ামে যদি ১ ঘণ্টা থাকার জন্য কথা হয়, তাহলে তার অনেক আগে কেন বেরিয়ে গেলেন মেসি?

মোটা অঙ্কের টিকিট কেটে প্রিয় নায়ককে না দেখেই ফিরতে হয়েছে সমর্থকদের। হতাশা স্বাভাবিক। গাভাসকারের দাবি, এর জন্য দায়ী মেসি এবং তাঁর সফরসঙ্গীরাও। মেসি যুবভারতীতে ২০-২২ মিনিট ছিলেন। চূড়ান্ত অব্যবস্থায় বিরক্ত হয়ে সতীর্থদের নিয়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান। এরপরই ভাঙচুর এবং

> যে চুক্তি হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক কম সময় স্টেডিয়ামে ছিলেন মেসি। অথচ যে কথা রাখেননি, তাঁকে ছাড়া বাকি সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে! -সুনীল গাভাসকার

অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটে।

গাভাসকার বলেছেন, ‘যে চুক্তি হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক কম সময় স্টেডিয়ামে ছিলেন মেসি। অথচ যে কথা রাখেননি, তাঁকে ছাড়া বাকি সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে! মেসির সঙ্গে চুক্তিপত্রে কী ছিল সাধারণ মানুষ জানে না। তবে যদি ঘণ্টাখানেক কাটানোর কথা থাকে, তাহলে তার আগে কেন বেরিয়ে যাবেন? মোটা টাকায় টিকিট কেটে যেসব সমর্থক মাঠে গিয়েছিল, তাদের হতাশা প্রত্যাশিত। সেদিক থেকে প্রকৃত দোষী মেসি এবং তাঁর সফরসঙ্গীরা।’

নিরাপত্তার অজুহাতে মেসির বেরিয়ে যাওয়াকে সমর্থনে নারাজ সানি। পালটা দাবি, ‘মানছি, রাজনৈতিক ব্যক্তিরা, তথাকথিত ভিআইপিরা ওকে ঘিরে ছিল। কিন্তু মেসি এবং তাঁর সতীর্থদের নিরাপত্তাজনিত কোনও সমস্যা ছিল না। যদি মাঠের ধার দিয়ে গোটা মাঠ প্রদক্ষিণ করতেন বা কিছু পেনাল্টি কিক নিতেন,

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে সোমবারও পড়ে আছে জলের বোতল ও ঠান্ডা পানীয়।

মেসিকে দেখতে না পেয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এভাবেই ঢুকে পড়েন ভক্তরা।

তাহলে ভিড়টা সরে যেত। সমর্থকরা তাদের হিরোকে দেখার সুযোগ ঠিক পেত। বাকিদের দোষ দেওয়ার আগে মেসির দায়বদ্ধতাও খতিয়ে দেখা উচিত।’

মেসির ভারত সফর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতের একমাত্র অলিম্পিক সোনাজয়ী অভিনব বিন্দ্রা। সোনার ছেলের মতে, ব্যক্তিপুজোর বদলে দেশীয় ক্রীড়ার সামগ্রিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। বাস্তব যদিও উলটো। বলেছেন, ‘ক্রীড়া ইতিহাসের অন্যতম বিরল ক্রীড়াবিদ মেসি। ছোটবেলা থেকে অনেক লড়াই, শারীরিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে এই জায়গায় পৌঁছেছেন। মুগ্ধ করে রেখেছেন বিশ্বের কোটি কোটি সমর্থককে। কিন্তু ভারতীয় ক্রীড়ার উন্নতি করতে গেলে দরকার তৃণমূল স্তরে বিনিয়োগ।’

এদিকে, গাভাসকার আবার সূর্যকুমার যাদবের ক্রমশ লম্বা ব্যাডপ্যাচ নিয়ে সতর্ক করছেন। দাবি, স্কাইয়ের উচিত বাস্তবের আয়নার মুখোমুখি হওয়া। সঙ্গে পরামর্শ, ঝুঁকির ‘৩৬০ ডিগ্রি’ শটগুলিকে আপাতত ঠান্ডাঘরে পাঠানোর। ২০২৫ আইপিএলে সাতশো প্লাস রান করলেও জাতীয় দলের জার্সিতে চলতি বছরে সূর্যের ব্যাটিং গড় ১৫-র কম।

গাভাসকার বলেছেন, ‘জানি, এই শটগুলি থেকে প্রচুর রান করে ও। কিন্তু এখন সূর্য ছন্দে নেই। বেশিরভাগ শটই বাতাসে চলে যাচ্ছে। বাউন্ডারি লাইনের আগে ধরা পড়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এই শটগুলি নেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ সূর্যকে মাথায় রাখতে হবে, ওর থেকে দল ১২ রান নয়, আরও বেশি কিছু আশা করে।’

মেহতাবের দলের জয়

বোলপুর ও নৈহাটি, ১৫ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র কোচ প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব হোসেন। বোলপুরে বর্ধমান ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে তাঁর দল জিতল ২-১ গোলে। ৫৬ মিনিটে

দেবাশিসের গোলে অবশ্য এগিয়ে গিয়েছিল বর্ধমান। ৭২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে রিচমন্ড খেলায় সমতা ফেরান। এর ৫ মিনিট পর মেহতাবের দলের হয়ে জয়সূচক গোল করেন আকিব।

নৈহাটি স্টেডিয়ামে উত্তর ২৪ পরগনা এফসি ৪-০ গোলে জিতেছে কোপা টাইগার্স বীরভূমের বিরুদ্ধে। তন্ময় ঘোষ, মৃন্ময় মহাপাত্র, কুন্তল পাখিরা ও জোমুয়ানসাঙ্গা গোল করেন।

প্রথম অদিতি, অরিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত রোড রেসে পুরুষদের ২ কিলোমিটার x ৩ রিলে রেসে প্রথম হয়েছেন সাহিল আসরাফ, দীপঙ্কর সিংহ ও রাহুল সিং। দ্বিতীয় শুভেন্দু মান্না, সৌরভপ্রসাদ পাসওয়ান ও চন্দন সিং। তৃতীয় তন্ময় মণ্ডল, সানুজ রজক ও অরূপ নন্দী। মহিলাদের ৬ কিলোমিটার দৌড়ে নিশিতা এক্কা প্রথম হয়েছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে রিমিকা জাজা এবং অঙ্কিতা বর্মন। অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের ৪ কিলোমিটার দৌড়ে প্রথম হয় তন্ময় বর্মন। পরবর্তী দুইটি স্থান গিয়েছে ধনজিৎ রায় ও দেব রায়ের দখলে। অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের ৪ কিলোমিটার দৌড়ে কোয়েল রায় প্রথম স্থানে থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে দীপিকা দেবনাথ এবং রীতা রায়। অনূর্ধ্ব-১২ ছেলেদের ২ কিলোমিটার দৌড়ে প্রথম হয় অরিজিৎ দাস। পরবর্তী দুই স্থানে নবদীপ সেন ও অভিজিৎ মণ্ডল। অনূর্ধ্ব-১২ মেয়েদের ২ কিলোমিটার দৌড়ে প্রথম অদিতি রায়। সেরা তিনে অপর দুই প্রতিনিধি পল্লবী সিংহ ও জানভি সিংহ। ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার শনিবার সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবসে তুলে দেওয়া হবে।

উল্কার ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে সোমবার বিবেকানন্দ ক্লাব ও শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাবের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বিবেকানন্দর এসকেবি মেইতেই ও উল্কার তেইসমান গুরুং গোল করেন। ম্যাচের সেরা হয়ে উল্কার প্রশান্ত রাই পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। মঙ্গলবার লিগের শেষ খেলায় আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ মুখোমুখি হবে তরুণ তীর্থের।

ম্যাচের সেরা প্রশান্ত রাই।

জোড়া জয় এনবিইউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : রায়পুরে আয়োজিত পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনবিইউ) মহিলা দল সোমবার জোড়া জয় পেয়েছে। এনবিইউয়ের মহিলা দলের কোচ দেবাশিস সরকার বলেছেন, ‘প্রথমে বিলাসপুরের গুরু ঘাসীদাস বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা ৩-০ ব্যবধানে জিতেছি। বর্ধমান ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাচে বিজয়ী দলের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার আমাদের খেলা পড়েছে।’

প্রথম রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : দার্জিলিং জেলা জিম ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চিন-আপ ও প্যারালাল বার ডিপস চ্যাম্পিয়নশিপে ৭০ কেজি উর্ধব ওজন বিভাগে প্রথম হলেন রাহুল কুমার। এছাড়াও অন্য ওজন বিভাগে প্রথম যথাক্রমে ঋষি চক্রবর্তী ও ঋষভ চক্রবর্তী (৭০ কেজি), দেবাশিস হালদার (৬৫ কেজি), মলয় সাহা (৬০ কেজি), মহম্মদ সাহিল ও রাকেশ দাস (৫৫ কেজি)।

বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন নির্মলা কনভেন্ট

ট্রফি নিয়ে নির্মলা কনভেন্ট স্কুল।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : অস্মিতা খেলো ইন্ডিয়া ৩x৩ অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের বাস্কেটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল নির্মলা কনভেন্ট স্কুল। ফাইনালে তারা ৯ ও ৫ পয়েন্টে হুইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলকে হারিয়েছে। তৃতীয় হয়েছে বিড়লা দিব্য জ্যোতি স্কুল। স্থান নির্ধারণী ম্যাচে তারা ৪ ও ২ পয়েন্টে নির্মলা স্টারের বিরুদ্ধে জয় পায়।

ম্যাচের সেরা হয়ে অনীক নন্দী (বাঁয়ে) ও আশিস প্রসাদ।

৫ উইকেট আশিসের, অনীকের দাপটে জয়ী নবীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ১০ উইকেটে নবোদয় সংঘকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে নবোদয় ২০ ওভারে ৪৮ রানে গুটিয়ে যায়। নবোদয়ের কোনও ব্যাটার দুই অঙ্কের রান পাননি। ম্যাচের সেরা আশিস প্রসাদ ১৯ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আকাশ তরফদারও (২০/৪)। জবাবে বাঘা যতীন ৬.৫ ওভারে বিনা উইকেটে ৪৯ রান তুলে নেয়। অঙ্কিত সিং ৩৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

অন্য ম্যাচে নবীন সংঘ ৬ উইকেটে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। সিয়াম কলেজের মাঠে টসে হেরে ফ্রেন্ডস ৪৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৮৩ রান তোলে। দীপায়ন রায় ৬২ ও শুভঙ্কর পুরকায়স্থ ২৯ রান করেন। আবির চট্টোপাধ্যায় ২৮ ও অনীক নন্দী ৩১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন রৌনক আগরওয়ালও (২৯/২)। জবাবে নবীন ২৮.১ ওভারে ৪ উইকেটে ১৮৪ রান তুলে নেয়। অখিল ৬৩ ও ম্যাচের সেরা অনীক ৫৮ রান করেন। শুভঙ্কর দাস ২৯ রানে নেন ২ উইকেট। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে খেলবে অগ্রগামী সংঘ ও জিটিএসসি। সিয়ামের মাঠে মুখোমুখি হবে স্বস্তিকা যুবক সংঘ ও শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা সুখ বাহাদুর গুরুং - কে 15.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93G 64554 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ছোট একটা বিনিয়োগেই ডিয়ার লটারি অনেক মানুষকে কোটিপতি বানিয়েছে। আমি তাদের মধ্যে একজন হতে পেরে খুবই গর্বিত। আশা করি আমার এই অভিজ্ঞতা দেখে আরও মানুষ তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে উৎসাহ পাবে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে ২২ পদক শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়িতে রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স মিটে রবিবার মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ি শাখার ঘরে ২২টি পদক এসেছে। পাপ্পু দাস ৩০ উর্ধ্ব পুরুষদের ট্রিপল জাম্পে প্রথম হয়েছেন। সুদিন মণ্ডল ৩৫ উর্ধ্ব বিভাগে ৫ হাজার ও ১৫০০ মিটারে হয়েছেন প্রথম। একই বয়স বিভাগে ৫ হাজার মিটার ও ১৫০০ মিটারে দ্বিতীয় বিজয় মণ্ডল। দীপক পাল ৬৫ উর্ধ্ব বিভাগে ৪০০ মিটারে প্রথম ও ১০০ মিটারে তৃতীয় হয়েছেন। তুহিনকুমার বিশ্বাস ৫০ উর্ধ্ব বিভাগে ৪০০ মিটারে দ্বিতীয় ও ১০০ মিটারে প্রথম। তপন সেনগুপ্ত ৭০ উর্ধ্ব বিভাগে ১০০ মিটারে প্রথম ও লং জাম্পে দ্বিতীয় হয়েছেন। ৬০ উর্ধ্ব বিভাগে ট্রিপল জাম্পে দ্বিতীয় ও ১০০ মিটারে তৃতীয় হয়েছেন দিলীপ হোড়। একই বয়স বিভাগে গণেশ ধর ১১০ মিটার হার্ডলসে প্রথম ও হাই জাম্পে দ্বিতীয় হয়েছেন। বিনয় বিশ্বাস ৮০ উর্ধ্ব বিভাগে ডিসকাস থ্রোয়ে প্রথম। ৪৫ উর্ধ্ব বিভাগে ১০০ মিটারে প্রথম ও ১৫০০ মিটারে তৃতীয় হয়েছেন শান্তনু পাল। মহিলাদের ৪০ উর্ধ্ব বিভাগে সীমা চক্রবর্তী ৪০০ ও ৮০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন। ৬০ উর্ধ্ব বিভাগে ডিসকাস থ্রোয়ে প্রথম শতদল দে। সুশীলা এক্কা ৫৫ উর্ধ্ব বিভাগে ১০০ মিটারে হয়েছেন দ্বিতীয়।

জলপাইগুড়িতে পদকজয়ী মাফির শিলিগুড়ি শাখার অ্যাথলিটরা।

মিত্রর অকশন ব্রিজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : মিত্র সম্মিলনীর আন্তঃ সদস্য অকশন ব্রিজ সোমবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে জিতেছেন শ্যামল বাগচী-আশিস ধর ও প্রদীপ সরকার-সৌরভ ভট্টাচার্য। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মিত্র সম্মিলনীর সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সভাপতি শ্যামল গুহ, আন্তঃ ক্রীড়া সচিব অমলেন্দু রাহা প্রমুখ।